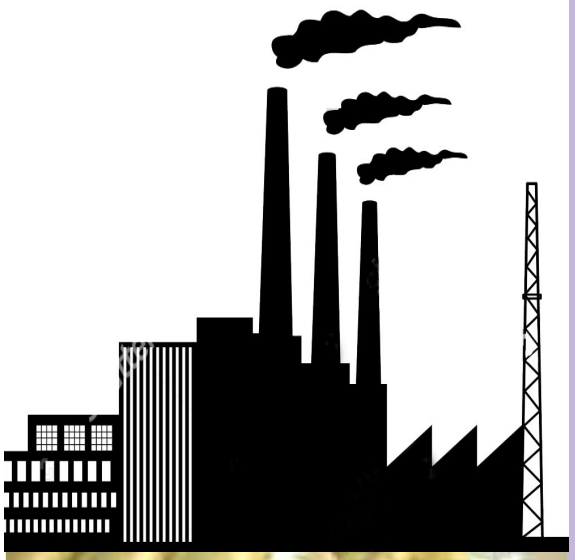

# রাজশাহীতে শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ বিসিক শিল্প এলাকা পর্যালোচনা

জুন ২০১৬


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস
সপুরা, রাজশাহী

# রাজশাহীতে শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ বিসিক শিল্প এলাকা পর্যালোচনা

জুন ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস
সপুরা, রাজশাহী

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| গবেষণা টীম | vii |
| বানী | viii |
| কৃতজ্ঞতা স্বীকার | ix |
| **অধ্যায় ১ঃ অধ্যয়নের ভূমিকা** | ১ |
| ১.১ যৌক্তিকতা | ১ |
| ১.২ মূল লক্ষ্য | ২ |
| ১.৩ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য | ২ |
| ১.৪ সীমাবদ্ধতা | ২ |
| **অধ্যায় ২ঃ সাহিত্য পর্যালোচনা এবং অধ্যয়ন পদ্ধতি** | ৩ |
| ২.১ সাহিত্য পর্যালোচনা | ৩ |
| ২.২ গবেষণার অধ্যয়ন পদ্ধতিঃ | ৪ |
| ২.৩ রাজশাহীতে বিসিক এলাকার অবস্থান | ৬ |
| **অধ্যায় ৩ঃ শিল্পায়নের বর্তমান প্রভাবক সমূহ** | ১০ |
| ৩.১ অবকাঠামোগত অবস্থা | ১০ |
| ৩.২ শিল্প অবস্থা | ১৪ |
| ৩.২.১ ধানের মিল | ১৬ |
| ৩.২.২ তেলের মিল | ১৭ |
| ৩.২.৩ ময়দার মিল | ১৮ |
| ৩.৩ কৃষি অবস্থা | ১৯ |
| ৩.৩.১ খাদ্যশস্য উৎপাদন | ২০ |
| ৩.৩.২ ফল-মূল উৎপাদন | ২১ |
| ৩.৩.৩ অর্থকরী ফসলঃ | ২২ |
| **অধ্যায় ৪ঃ টার্গেট গ্রুপ সার্ভের তথ্য উপাত্ত আলোচনা** ও বিশ্লেষণ | ২৩ |
| ৪.১ স্টেক হোল্ডারঃ কৃষক | ২৩ |
| ৪.১.১ কৃষি জমির প্রকারভেদ | ২৩ |
| ৪.২ বাজারের লাভজনক ফসল | ২৪ |
| ৪.১.৩ বিঘা প্রতি বাৎসরিক উৎপাদন হার | ২৪ |
| ৪.১.৪ উৎপাদিত পণ্য বিক্রির স্থান | ২৫ |
| ৪.১.৫ উৎপাদিত ফসলের বাজার চাহিদা | ২৫ |
| ৪.১.৬ বর্তমান বাজারে ফসলের চাহিদা | ২৬ |
| ৪.১.৭ কৃষকের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা | ২৬ |
| ৪.১.৮ বাজার মূল্য বনাম উৎপাদন খরচ | ২৭ |
| ৪.১.৯ কৃষিকাজে কৃষকের সন্তুষ্টি মাত্রা | ২৭ |
| ৪.২: স্টেক হোল্ডারঃ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা | ২৮ |
| ৪.২.১ ব্যবসার স্থায়িত্বকাল | ২৮ |
| ৪.২.২ বিক্রিত পণ্যের ধরন | ২৯ |
| ৪.২.৩ বাজারে কৃষি পণ্যের চাহিদা | ২৯ |
| ৪.২.৪ বিভিন্ন সমস্যার তীব্রতা | ৩০ |
| ৪.৩ স্টেক হোল্ডারঃ ভোক্তা | ৩০ |
| ৪.৩.১ শিল্পকারখানার উপস্থিতি | ৩১ |
| ৪.৩.২ ভোক্তা সনাক্তকরণ এবং তাদের জনমিতিক আচরণ | ৩১ |
| ৪.৩.৩ ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা | ৩২ |
| ৪.৩.৪ পরিকল্পিত এলাকায় পণ্যের প্রাপ্যতা | ৩৩ |
| ৪.৩.৫ পণ্য ক্রয়ের প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণ | ৩৪ |

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| ৪.৩.৬ সুপারিশ | ৩৫ |
| ৪.৪ স্টেক হোল্ডারঃ শিল্প মালিক | ৩৫ |
| ৪.৪.১ রাজশাহীর বর্তমান শিল্পকারখান | ৩৫ |
| ৪.৪.২ কাঁচামালের উৎস | ৩৬ |
| ৪.৪ স্টেক হোল্ডারঃ শিল্প মালিক | ৩৫ |
| ৪.৪.১ রাজশাহীর বর্তমান শিল্পকারখান | ৩৫ |
| ৪.৪.২ কাঁচামালের উৎস | ৩৬ |
| ৪.৪.৩ শ্রমিক কোথায় থেকে আসে | ৩৬ |
| ৪.৪.৪ বেকারত্ব দূর হয় কি না | ৩৭ |
| ৪.৪.৫ কাঁচামাল এর মূল্য | ৩৭ |
| ৪.৪.৬ শ্রমিকদের মজুরি | ৩৮ |
| ৪.৪.৭ ঋণ প্রদান বিষয়ক তথ্য | ৩৮ |
| ৪.৪.৮ পরিবহন খরচ | ৩৯ |
| ৪.৪.৯ প্রস্তাবিত কৃষি শিল্প | ৪০ |
| ৪.৫ স্টেক হোল্ডারঃ শিল্প শ্রমিক | ৪১ |
| ৪.৫.১ জনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ | ৪১ |
| ৪.৫.২ শিল্প-কারখানা সম্পর্কিত তথ্য | ৪১ |
| ৪.৫.৩ উৎপাদিত পণ্যের ধরন | ৪১ |
| ৪.৫.৪ শিল্প কারখানার কাজের ধরন | ৪২ |
| ৪.৫.৫ শ্রমিকদের বর্তমান মজুরি | ৪২ |
| ৪.৫.৬ বর্তমান আয়ে সন্তুষ্টির পরিমাণ | ৪৩ |
| ৪.৫.৭ কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানাতে কাজ করার আগ্রহ | ৪৩ |
| ৪.৫.৮ কাঙ্ক্ষিত মজুরি | ৪৪ |
| **অধ্যায় ৫ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভার** বিশ্লেষণ | ৪৫ |
| ৫.১ ষ্টেকহোল্ডার-শিল্পমালিক | ৪৫ |
| ৫.১.১ ইউডিডি'র বক্তব্য | ৪৫ |
| ৫.১.২ বিসিক মালিক পক্ষের বক্তব্য | ৪৫ |
| ৫.১.২.১ সরকার পক্ষের অসহযোগিতা | ৪৫ |
| ৫.১.২.২ ব্যাংকের অসহযোগিতা | ৪৬ |
| ৫.১.২.৩ প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যাবস্থা | ৪৬ |
| ৫.১.২.৪ বিদ্যুৎ/গ্যাস সংকট | ৪৬ |
| ৫.২ ষ্টেকহোল্ডার-শিল্পশ্রমিক | ৪৬ |
| ৫.২.১ বিসিক শ্রমিক পক্ষের বক্তব্ | ৪৭ |
| ৫.২.২ বিসিক সংগঠন/সমিতির বক্তব্য | ৪৭ |
| ৫.৩ ষ্টেকহোল্ডার-কৃষক | ৪৭ |
| ৫.৪ ষ্টেকহোল্ডার-সাধারণ ভোক্তা | ৪৮ |
| ৫.৫ ষ্টেকহোল্ডার-পাইকারী বিক্রেতা | ৫০ |
| অধ্যায় **৬ঃ ফোকাসড** গ্রুপ **ডিসকাশন সভার** বিশ্লেষণ | ৫২ |
| ৬.১ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভাঃ এলিট সিভিল সোসাইটি | ৫২ |
| ৬.২ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভাঃ সরকারী কর্মকর্তা | ৫৩ |
| ৬.৩ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভাঃ শিল্প মালিক | ৫৫ |
| ৬.৪ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন-স্থানীয় সাধারণ জনগন | ৫৬ |
| **অধ্যায় ৭ঃ সুপারিশমালা** | ৫৮ |
| **অধ্যায় ৮ঃ উপসংহার** | ৬০ |
| তথ্যসূত্রঃ | ৬১ |

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| ছবি ১ঃ ১ম TWG সভা | ৫ |
| ছবি ২ঃ ২য় TWG সভা | ৫ |
| ছবি ৩ঃ ৩য় TWG সভা | ৫ |
| ছবি ৪ঃ ৩য় TWG সভা | ৫ |
| ছবি ৫ঃ বিসিক ভবন রাজশাহী | ১০ |
| ছবি ৬ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-শিল্পমালিক, বিশেষ অতিথির বক্তব্য | ৪৫ |
| ছবি ৭ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-শিল্পমালিকঃ মুক্ত আলোচনা | ৪৫ |
| ছবি ৮ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-শিল্পশ্রমিক, প্রশ্নোত্তর যাচাইকরণ পর্ব | ৪৬ |
| ছবি ৯ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-শিল্পশ্রমিক, মুক্ত আলোচনা | ৪৬ |
| ছবি ১০ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-কৃষক, প্রশ্নোত্তর যাচাইকরণ পর্ব | ৪৭ |
| ছবি ১১ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-কৃষক, মুক্ত আলোচনা | ৪৭ |
| ছবি ১২ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-সাধারণ ভোক্তা, মুক্ত আলোচনা | ৪৮ |
| ছবি ১৩ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-সাধারণ ভোক্তা, প্রশ্নোত্তর যাচাইকরণ পর্ব | ৪৮ |
| ছবি ১৪ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-পাইকারী বিক্রেতাঃ মুক্ত আলোচনা | ৫০ |
| ছবি ১৫ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-পাইকারী বিক্রেতা, প্রশ্নোত্তর যাচাইকরণ পর্ব | ৫০ |
| ছবি ১৬ঃ এফজিডি সভা-এলিট সিভিল সোসাইটি, মুক্ত আলোচনা | ৫৩ |
| ছবি ১৭ঃ এফজিডি সভা-এলিট সিভিল সোসাইটি, অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য | ৫৩ |
| ছবি ১৮ঃ এফজিডি সভা-এলিট সিভিল সোসাইটি, ব্রেন ষ্টর্মিং সেশন | ৫৩ |
| ছবি ১৯ঃ এফজিডি সভা-এলিট সিভিল সোসাইটি, অংশগ্রহণকারীর উপস্থাপনা | ৫৩ |
| ছবি ২০ঃ এফজিডি সভা-সরকারী কর্মকর্তা, মুক্ত আলোচনা | ৫৪ |
| ছবি ২১ঃ এফজিডি সভা-সরকারী কর্মকর্তা, অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য | ৫৪ |
| ছবি ২২ঃ এফজিডি সভা-সরকারী কর্মকর্তা, ব্রেনষ্টর্মিং সেশন | ৫৪ |
| ছবি ২৩ঃ এফজিডি সভা- সরকারী কর্মকর্তা, অংশগ্রহণকারীর উপস্থাপনা | ৫৪ |
| ছবি ২৪ঃ এফজিডি সভা-শিল্প মালিক, মুক্ত আলোচনা | ৫৬ |
| ছবি ২৫ঃ এফজিডি সভা-শিল্প মালিক, অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য | ৫৬ |
| ছবি ২৬ঃ এফজিডি সভা-শিল্প মালিক, ব্রেনষ্টর্মিং সেশন | ৫৬ |
| ছবি ২৭ঃ এফজিডি সভা-শিল্প মালিক, অংশগ্রহণকারীর উপস্থাপনা | ৫৬ |
| ছবি ২৮ঃ এফজিডি সভা-সাধারণ জনগণ, মুক্ত আলোচনা | ৫৭ |
| ছবি ২৯ঃ এফজিডি সভা- সাধারণ জনগণ, অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য | ৫৭ |
| ছবি ৩০ঃ এফজিডি সভা- সাধারণ জনগণ, ব্রেনষ্টর্মিং সেশন | ৫৭ |
| ছবি ৩১ঃ এফজিডি সভা- সাধারণ জনগণ, অংশগ্রহণকারীর উপস্থাপনা | ৫৭ |

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| মানচিত্র ১ঃ রাজশাহী জেলার থানাসমুহ | ৬ |
| মানচিত্র ২ঃ রাজশাহী জেলার থানাসমুহ | ৭ |
| মানচিত্র ৩ঃ রাজশাহী জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৮ |
| মানচিত্র ৪ঃ রাজশাহী জেলার গ্রোথ সেন্টার | ৯ |
| মানচিত্র ৫ঃ রাজশাহী জেলার আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা | ১১ |
| মানচিত্র ৬ঃ রাজশাহী জেলায় ধানের মিলের অবস্থান | ১৬ |
| মানচিত্র ৭ঃ রাজশাহী জেলায় তেলের মিলের অবস্থান | ১৭ |
| মানচিত্র ৮ঃ রাজশাহী জেলায় ময়দার মিলের অবস্থান | ১৮ |
| মানচিত্র ৯ঃ রাজশাহী জেলায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমান | ২০ |
| মানচিত্র ১০ঃ রাজশাহী জেলায় ফলমূল উৎপাদনের পরিমান | ২১ |
| মানচিত্র ১১ঃ রাজশাহী জেলায় অর্থকরী ফসল উৎপাদনের পরিমান | ২২ |
| মানচিত্র ১২ঃ শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত এলাকা | ৫৯ |

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| চিত্র ১ঃ রাস্তার প্রকারভেদ এবং তার দৈর্ঘ্য | ১২ |
| চিত্র ২ঃ  রেলপথ ও জলপথ এর পরিমান | ১২ |
| চিত্র ৩ঃ বাস ও রেল ষ্টেশন | ১৩ |
| চিত্র ৪ঃ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারের সংখ্যা | ১৩ |
| চিত্র ৫ঃ কৃষি জমির প্রকারভেদ | ২৩ |
| চিত্র ৬ঃ বাজারের লাভজনক ফসল | ২৪ |
| চিত্র ৭ঃ বিঘা প্রতি বাৎসরিক উৎপাদন হার | ২৪ |
| চিত্র ৮ঃ উৎপাদিত পণ্য বিক্রির স্থান | ২৫ |
| চিত্র ৯ঃ উৎপাদিত ফসলের বাজার চাহিদা | ২৫ |
| চিত্র ১০ঃ বর্তমান বাজারে ফসলের চাহিদা | ২৬ |
| চিত্র ১১ঃ কৃষকের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা | ২৬ |
| চিত্র ১২ঃ বাজার মূল্য বনাম উৎপাদন খরচ | ২৭ |
| চিত্র ১৩ঃ কৃষিকাজে কৃষকের সন্তুষ্টি | ২৭ |
| চিত্র ১৪ঃ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার স্থায়িত্ব | ২৮ |
| চিত্র ১৫ঃ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার বিক্রিত পণ্যের ধরন | ২৯ |
| চিত্র ১৬ঃ বাজারে কৃষি পণ্যের চাহিদা | ২৯ |
| চিত্র ১৭ঃ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার সমসার তীব্রতা | ৩০ |
| চিত্র ১৮ঃ রাজশাহী অঞ্চলে বিভিন্ন পণ্যের যোগান | ৩১ |
| চিত্র ১৯ঃ ব্যবহৃত পণ্যের উৎপাদন স্থান | ৩২ |
| চিত্র ২০ঃ উৎপাদিত পন্যের মান | ৩৩ |
| চিত্র ২১ঃ রাজশাহীতে পণ্যের প্রাপ্যতা | ৩৩ |
| চিত্র ২২ঃ রাজশাহীতে কৃষিভিত্তিক পণ্যের দাম | ৩৪ |
| চিত্র ২৩ঃ সাধারন মানুষের সুপারিশকৃত কৃষি ভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান | ৩৫ |
| চিত্র ২৪ঃ রাজশাহীর বর্তমান শিল্পকারখানা | ৩৫ |
| চিত্র ২৫ঃ কাঁচামালের উৎস | ৩৬ |
| চিত্র ২৬ঃ শ্রমিক কোথায় থেকে আসে | ৩৬ |
| চিত্র ২৭ঃ বেকারত্ব দূর হয় কি না | ৩৭ |
| চিত্র ২৮ঃ কাঁচামাল এর মূল্য | ৩৭ |
| চিত্র ২৯ঃ শ্রমিকদের মজুরী | ৩৮ |
| চিত্র ৩০ঃ ঋণ প্রদান করা হয় কি না | ৩৮ |
| চিত্র ৩১ঃ পরিবহন খরচ | ৩৯ |
| চিত্র ৩২ঃ প্রস্তাবিত কৃষি শিল্প | ৪০ |
| চিত্র ৩৩ঃ লিঙ্গ প্রকারভেদ | ৪১ |
| চিত্র-৩৪ঃ উৎপাদিত পণ্যের ধরণ | ৪১ |
| চিত্র-৩৫ঃ শিল্প-কারখানার কাজের ধরন | ৪২ |
| চিত্র ৩৬ঃ শ্রমিকদের বর্তমান মজুরি | ৪২ |
| চিত্র-৩৭ঃ বর্তমান আয়ে সন্তুষ্টির পরিমাণ | ৪৩ |
| চিত্র ৩৮ঃ কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানাতে কাজ করার আগ্রহ | ৪৩ |
| চিত্র ৩৯ঃ কাঙ্ক্ষিত মজুরি | ৪৪ |

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| সংযোজনী-১ | ৬২ |
| সংযোজনী-২ | ৬৪ |
| সংযোজনী-৩ | ৬৫ |
| সংযোজনী-৪ | ৬৭ |
| সংযোজনী-৫ | ৬৯ |

# গবেষণা টীম

| ক, তত্ত্বাবধানে | |
|---|---|
| ক্রমিক নং | নাম ও পদবী |
| ১। | জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলি, সিনিয়র প্ল্যানার (অঃ দাঃ), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস |
| ২। | জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম, প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস |
| **খ, সহযোগিতায়** | |
| ১। | জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, সহকারী প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস |
| ২। | জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, নক্সাকার মান-৪, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস |
| ৩। | জনাব মোঃ ছাব্বির হোসাইন, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস |
| ৪। | জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, রেখাকার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস |
| ৫। | জনাব মোঃ রমজান আলী, রেখাকার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস |

# বাণী

পরিচালক
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থা। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যতম কার্যাবলী হল নগরায়ন, নগর এলাকার ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা। দেশের ৪ (চার) টি মেট্রো-পলিটন সিটি যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বাদে সকল এলাকার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন; নগর এলাকার অভ্যন্তরে এলাকা ভিত্তিক বস্তিারতি ভূমি ব্যবহার নকশা ও অঞ্চল ভিত্তিক প্ল্যান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করা; নগরায়ণ প্রক্রিয়ার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা করা ও ভবিষ্যতে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থান নির্ণয় করা; নগরায়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং এই কর্মসূচী প্রণয়ন সংশ্লষ্টি সেক্টর, এজেন্সীগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের স্থান নির্ধারনে সহযোগীতা করা; মানববসতি উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর আর্ন্তজাতকি কারিগরী সহযোগীতা বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে দেশের ফোকাল পয়েন্ট ও প্রতরিুপ সংস্থা হিসাবে কার্যাদি সম্পাদন করা; ভৌত পরিকল্পনা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশনা বের করা; পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং নগর উন্নয়ন সংশ্লষ্টি কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহকে তাদের অনুরোধক্রমে পরামর্শ প্রদান করা।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস এ দপ্তরের পাঁচটি আঞ্চলিক অফিসের মধ্যে অন্যতম। আঞ্চলিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিবেচনার দিক থেকে রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস বর্তমান অর্থবছরে “রাজশাহীতে শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ বিসিক শিল্প এলাকা পর্যালোচনা” শিরণামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে, জেনে আমি আনন্দিত। আশা করি গবেষণা প্রতিবেদনটি রাজশাহী অঞ্চলের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণ মহলে সামান্য হলেও কিছুটা অবদান রাখবে। রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরলস পরিশ্রম করে এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করেছেন, আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে আরো আশা করছি রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস আগামী দিনগুলোতে এ ধরনের আরো সুন্দর গবেষণা কাজ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

খন্দকার ফওজী মুহাম্মদ বিন ফরিদ

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিনিয়র প্ল্যানার (অঃ দাঃ)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস

শিল্পায়ন নগরায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। শিল্পায়নের ধরনের উপরই নির্ভর করে কোন একটি নির্দিষ্ট শহর বা নগর কতখানি বিকশিত হবে এবং কতখানি পরিকল্পিতভাবে নগরায়িত হবে। বর্তমান গবেষণা থেকে জানা যায়, রাজশাহী মহানগরী বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন নগরী। বহু পূর্ব থেকেই এই মহানগরী ব্যবসা-বানিজ্যে অত্যন্ত উন্নত ছিল। শিল্পায়নের দিক থেকে মহানগরী গুলোতে দ্রুত উন্নয়ন ঘটলেও রাজশাহী মহানগরীতে আশানুরূপ শিল্পায়ন ঘটেনি। ফলে নগরায়নের দিক থেকে অন্যান্য বিভাগীয় শহরের তুলনায় রাজশাহী ধীর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। বর্তমান গবেষণা থেকে এ বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে এসেছে এবং এগুলো থেকে উত্তোরনের জন্য অনেকগুলো সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ব্যক্তি পর্যায়ের সহযোগিতার বিষয়টি অনস্বীকার্য। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে সুযোগ্য পরিচালক জনাব খন্দকার ফওজী মুহাম্মদ বিন ফরিদ মহোদয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যিনি গবেষণা কাজের শুরু থেকে শেষ অবধি প্রতিটি মুহূর্তে গবেষণা কাজের অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে গবেষণা কাজটি সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে সার্বক্ষনিক উৎসাহ যুগিয়েছেন। এছাড়া, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুদক্ষ উপ-পরিচালক ড. কে. জেড. হোসেন তৌফিক (গবেষণা ও সমন্বয়) মহোদয়ের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং সিনিয়র প্ল্যানার জনাব আহমেদ আখতারুজ্জামান সিনিয়র প্ল্যানার এর সহযোগিতাও বিশেষভাবে স্মরণ করছি। বর্তমান গবেষণা কাজের গুরুত্বপূর্ন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (টিডব্লিউজি) এর মেম্বার প্রফেসর ড. সৈয়দ রফিকুল আলম রুমি (রাবি), সহকারী অধ্যাপক জনাব ইলমে ফরিদাতুল (রুয়েট) এবং জনাব আনোয়ারুল করিম (বিসিক) এর মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের প্ল্যানার জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে যথেষ্ট মেধা ও শ্রম দিয়েছেন। তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও পরিকল্পিত তত্তবাবধানে গবেষণা কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সহকারী প্ল্যানার জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব সহ রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের সকল কর্মচারীর অনেক শ্রম এই গবেষণা কাজে জড়িত। এছাড়া রাজশাহী মহানগরীর বিসিক, নাসিব সহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মকর্তার সহযোগিতার পাশাপাশি এলাকার জনপ্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি/এলিট পার্সন, এলাকার স্থানীয় জনগন, শিল্প মালিক-শ্রমিক, পাইকারী ব্যবসায়ী, কৃষক, খুচরা বিক্রেতা, ভোক্তা শ্রেণী ও গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান তথ্য ও সহযোগিতা দিয়ে যারা এই গবেষণা কাজটি সুসম্পন্ন করতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সকলের প্রতি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের পক্ষ থেকে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে, এ গবেষণা প্রতিবেদনে অনাকাঙ্খিত কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলি

# অধ্যায় ১ঃ অধ্যয়নের ভূমিকা

## ১.১ যৌক্তিকতা

আমাদের এই ছোট ভুখন্ডের সীমিত সম্পদ, একটি বিশাল জনগোষ্ঠী এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি আমাদের দেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নিয়ে যাচ্ছে। অতীতকাল থেকেই এ দেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ষাটের দশক থেকে এদেশে ধীর গতিতে ও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ছোট ছোট কলকারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাসস্থান ও অন্যান্য চাহিদা মেটাতে নগরায়নের হার যেমন বাড়ছে, তেমনি লক্ষণীয় হারে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। সীমিত জমিতে অধিক ফসল ফলানোর তাগিদে দিন দিন কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ মানুষ শহরাঞ্চলে অভিগমন করছে তাদের জীবিকা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তারা শহুরে সুবিধা দ্বারা আকৃষ্ট হয়। বাংলাদেশে নগরায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরণ অপরিকল্পিত নগরায়ন প্রক্রিয়া। এর ফলে শহরগুলো অপরিকল্পিত এবং অস্বাস্থ্যকর শহরে পরিণত হচ্ছে। এর ফলে কৃষি জমি হ্রাস এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এবং শিল্প খাতে গ্রামীণ বেকার এবং হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য শিল্পখাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু এটা পরিতাপের বিষয় হল; আমাদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া এগুলো কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে পারে না। একটি ভাল জিডিপির জন্য, একটি ভাল পোর্টফোলিও দেখানোর জন্য রাজশাহী খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম থেকেই দেশের একটি ঐতিহাসিক শহর। রাজশাহী জেলা ১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত, এই জেলার আয়তন ২৩৭৪.১ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ২২৮৬৮৭৪ জন। বিবিএস তথ্য অনুযায়ী এ জেলার ৩৬.৮৯% উচ্চ উর্বর জমি বাকি ৬৩.১১% এলাকায় অধিকাংশই উচ্চ ফলন হয়। কৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত এই অঞ্চলে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীরা ভাল পরিবহন নেটওয়ার্কের সমস্যায় ভুগছিলেন। ১৮ বছর আগে যখন বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হয় তখন সবার একটা ধারনা ছিল যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার বা সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে রাজশাহী অঞ্চল এতদিন পিছিয়ে থাকলেও এখন দ্রুত এগিয়ে যাবে । কেননা, রাজশাহী একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল। বিশেষ করে এখানকার আম, লিচু ও রেশমের খ্যাতি সারা দেশ ব্যাপী, এমনকি দেশের বাহিরেও এর খ্যাতি রয়েছে । তাছাড়া এ অঞ্চলে প্রচুর কৃষি পণ্য (যেমনঃ ধান, ভুট্টা, আলু, টমেটো, পেঁপে ইত্যাদি) উৎপাদিত হয়। কিন্তু এখানে কৃষি ভিত্তিক তেমন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। অথচ কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে রাজশাহী অঞ্চলের উৎপাদিত ফল-ফলাদি এবং শাকসবজি আমরা আলুর মতো সংরক্ষণ করে সারা বছর খেতে পারি এবং দেশ-বিদেশে রপ্তানি করতে পারি।

বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়াতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এর পরেও রাজশাহীতে আশানুরূপ কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। এ শহর জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে না এর পেছনে রয়েছে একটি অদক্ষ বেকার জনশক্তি। যদিও একটি শিক্ষা নগরী হিসেবে রাজশাহীর বিশেষ খ্যাতি আছে। কিন্তু তরুণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের জন্য কর্মসংস্থান এর সুযোগ প্রদান করতে পারেনি। এ কারণে মানুষ ভাল আয়ের জন্য রাজধানীমুখী হয়, রাজশাহীতে থাকতে চায়না। এখন রাজশাহীতে একটা কৃষিপণ্য নির্ভর শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠা প্রয়োজন। কৃষিভিত্তিক শিল্পের স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করা উচিত। বিসিকে কিছু ছোট ছোট শিল্প পণ্য উৎপাদন এবং রেশম ভিত্তিক শিল্প তৈরি হচ্ছে এবং শহরের উত্তর অংশে একটি শিল্প পার্ক রয়েছে। বিসিক একটি বড় মাপের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে

না। এই গবেষণা, বিসিক এলাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প একীভূত করে উৎপাদনশীল কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এক্ষেত্রে, এটি বিসিক ও রাজশাহী শিল্পখাতের সাথে জড়িত সকল সমস্যা ও সম্ভাবনার অন্বেষণ করে এবং কৃষির উপর ভিত্তি করে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার জন্য ব্যাপক সুপারিশ একীভূত করা হয়েছে।

### ১.২ মূল লক্ষ্য

- শিল্পায়ন প্রক্রিয়া এবং রাজশাহীর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা

### ১৩. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- রাজশাহী জেলার বর্তমান কৃষি/শিল্পখাতের উৎপাদন সম্পর্কে জানা
- রাজশাহী কৃষি খাতের ও শিল্পখাতের পাশাপাশি বিসিক এলাকায় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা
- শিল্পখাতে বা শিল্প উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা
- বিসিক রাজশাহীকে টেকসই শিল্প উন্নয়নের জন্য নীতিমালা সুপারিশ করা

### ১.৬ সীমাবদ্ধতা

মাঠ পর্যায়ের জরিপের কাজ অনেক কম সময়ের মধ্যে হয়েছে। এছাড়া জনবল ও প্রশ্নাবলীর সংখ্যাও কম ছিল। দক্ষ জনবল অনেক প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের তথ্য না পাওয়ার ফলে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষণ সম্ভব হয় নাই।

## অধ্যায় ২ঃ সাহিত্য পর্যালোচনা এবং অধ্যয়ন পদ্ধতি

### ২.১ সাহিত্য পর্যালোচনা

যে কোন দেশের অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্প একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষির পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ অপরিহার্য।

ব্রিটিশ আমলে এদেশে শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি বরং তারা ঐতিহ্যপূর্ণ কিছু শিল্প ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারপর পাকিস্তানীদের বৈরী আচরণে এদেশে বাঙালী উদ্যোক্তরা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কোন বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখতে পারেনি । ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তার সফলতা এসেছে খুবই ক্ষীণ। বর্তমানে শিল্পোন্নয়নের উপর খুব বেশী নজর দেয়া হচ্ছে যা শিল্পখাত থেকে অতীতের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হচ্ছে। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ সকল বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাষ্ট্র পরিচালানার অন্যতম মূলনীতি সমাজতন্ত্র বাস্তবায়ন এবং পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত শিল্পকারখানা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষত শিল্পখাতে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পে অনগ্রসর। আমাদের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান বিশ্বের অন্যতম দেশের তুলনায় অনেক কম। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার মাত্র ৩.৪%। বাংলাদেশের শিল্পখাত কতিপয় সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন (সাইফুল)। দারিদ্র দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থানের জন্য কৃষি ভিত্তিক শিল্পস্থাপনে উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরী। এর ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে অন্যদিকে তেমনি কৃষিজাত কাঁচামালের বাজার উন্নত হওয়ার ফলে উৎপাদন ত্বরান্বিত হবে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র দুরীকরণে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

এ সুযোগের ফলে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে আগামী দশকটিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হবে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্প শতকারা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ অংশীদার হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া শিল্প ক্ষেত্রে দেশের জনশক্তির শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ নিয়োজিত হবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশের শিল্পখাতে মোট শ্রমশক্তির ৭৮ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নিযোজিত (রহমান)।

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জন তথা দারিদ্র বিমোচনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষি শিল্পের উন্নয়ন এবং এ সেক্টরকে বাণিজ্যিক ভাবে লাভ জনক করার জন্য কৃষি সেক্টরের উন্নয়ন স্বাভাবিক ভাবেই অগ্রাধিকার অর্জন করেছে। তবে ২০০৮ সাল থেকে বাজেটে কৃষি সেক্টরের বরাদ্দ তেমন বাড়েনি, বরং মোট বাজেটে তা শতকরা হারে ক্রমাগত কমছে। জাতীয় বাজেটে মোট ভর্তূকির পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু কৃষিখাতে তা প্রতিবছর ক্রমাগতভাবে কমছে।

কাঠামোগতভাবে শিল্পায়নের দিক থেকে বাংলাদেশের শিল্পখাত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মাঝেই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুসারে যে শিল্প কারখানা গুলোতে ২০ জন বা তার কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করছে সেসব কারখানাগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্পের কাজ চলে। আর এসব কারখানা মালিকরা স্বল্প পুঁজি আর সমবায় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে অবিরাম।

**২.২ গবেষণার অধ্যয়ন পদ্ধতিঃ**

গবেষণার কাজটি ২০ জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে শুরু হয়ে ২৫ মে,২০১৬ পর্যন্ত, মোট ৯১ দিন ধরে চলেছে। গবেষনা কাজটি সর্বমোট ছয়টি ধাপে পরিচালনা করা হয়। ধাপগুলো হচ্ছেঃ

১। টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (TWG) গঠন এবং এর সভা

২। প্রশ্নমালা জরিপ

৩। ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানমূলক সভা

৪। ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) সভায় বিশদ আলোচনা

৫। খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং

৬। চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতি ও দাখিল

**ধাপ-১**ঃ গবেষণা কাজের প্রতিটি পর্যায়ে ও ধাপে গুনগত মান বজায় রাখার স্বার্থে এবং কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পর্বেক্ষন, কাজের ভুলত্রুটি সংশোধন সাপেক্ষে সুপারিশমালা সংযোজন ইত্যাদি কাজে সহযোগিতার নিমিত্তে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞগনের সমন্বয়ে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে দুইজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, একজন বিসিক কর্মকর্তা এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের দুইজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে কারিগরী কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি কাজের প্রতিটি ধাপের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ, সম্পন্ন কাজ যাচাই বাছাই সাপেক্ষে উহাতে সংশোধন ও সংযোজন প্রস্তাব করে থাকেন। বিভিন্ন ধরণের প্রতিটি সভা হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী কারিগরী কমিটি কর্তৃক বিশ্লেষিত এবং সংশোধিত।

**ধাপ-২**ঃ প্রশ্নমালা জরিপের জন্যে মোট ১৫০ টি নমুনা (সংযোজনী ১-৫) নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে গবেষণা সম্পর্কিত মৌজা ম্যাপ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছিল।

**ধাপ-৩**ঃ বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন স্থানে মোট পাঁচ শ্রেণীর ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ষ্টেকহোল্ডারগুলো হলঃ শিল্পমালিক পক্ষ, শিল্প শ্রমিক পক্ষ, কৃষকপক্ষ, ভোক্তাপক্ষ এবং পাইকারী বিক্রেতা। প্রতিটি ষ্টেকহোল্ডার গ্রুপে ২০ জন সদস্য উপস্থিত থেকে মুক্ত আলোচনার (প্রশ্নোত্তর পর্ব) মাধ্যমে রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলো সুনিপুনভাবে চিহ্নিত করা হয়।

**ধাপ-৪**ঃ গবেষণা কার্যটি সূচারুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে এবং গবেষোণার তথ্যাবলী যথাযথভাবে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সর্বমোট ৪টি ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) সভা সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভায় ২০ জন

সদস্যকে নিয়ে ৪ টি গ্রুপে (প্রতি গ্রুপে ৫ জন) বিভক্ত হয়ে প্রতিটি গ্রুপ আলাদা আলাদা ভাবে কৃষি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। খসড়া আলোচনাগুলো রঙ্গিন কাগজে লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি গ্রুপের একজন প্রতিনিধি সবার সামনে উহা উপস্থাপন করেন। অন্য সদস্যগণ উক্ত আলোচনায় সুপারিশমালা যোগ করেন। এভাবে প্রতিটি সভায় সফল আলোচনা এবং ব্রেইন ষ্টর্মিং সেশনের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান, তথ্যাবলী ও সুপারিশমালা লিপিবদ্ধ করা হয় যা গবেষণা কার্যক্রমকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে।

**ধাপ-৫**ঃ এ ধাপে কারিগরী কমিটির সদস্যদের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের মতামত নিয়ে প্রকল্পের একটি খসড়া প্রতিবেদন করা হয়।

**ধাপ-৬**ঃ খসড়া প্রতিবেদনটিতে কারিগরী কমিটির সদস্যদের সংশোধনের পর উক্ত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন হিসেবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে এর ২০০টি কপি ছাপানো হয় এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর পরিচালক মহদয়ের নিকট জমা দেওয়া হয়।

ছবি ১ঃ ১ম TWG সভা

ছবি ২ঃ ২য় TWG সভা

ছবি ৩ঃ ৩য় TWG সভা

ছবি ৪ঃ ৩য় TWG সভা

## ২.৩ রাজশাহীতে বিসিক এলাকার অবস্থান

রাজশাহীতে সর্বমোট ১৩ টি থানা রয়েছে। তাদের আঞ্চলিক মানচিত্র নিচে দেখানো হয়েছে। রাজশাহীর প্রতিটি থানায় কম বেশি কিছু শিল্প কারখানা রয়েছে।

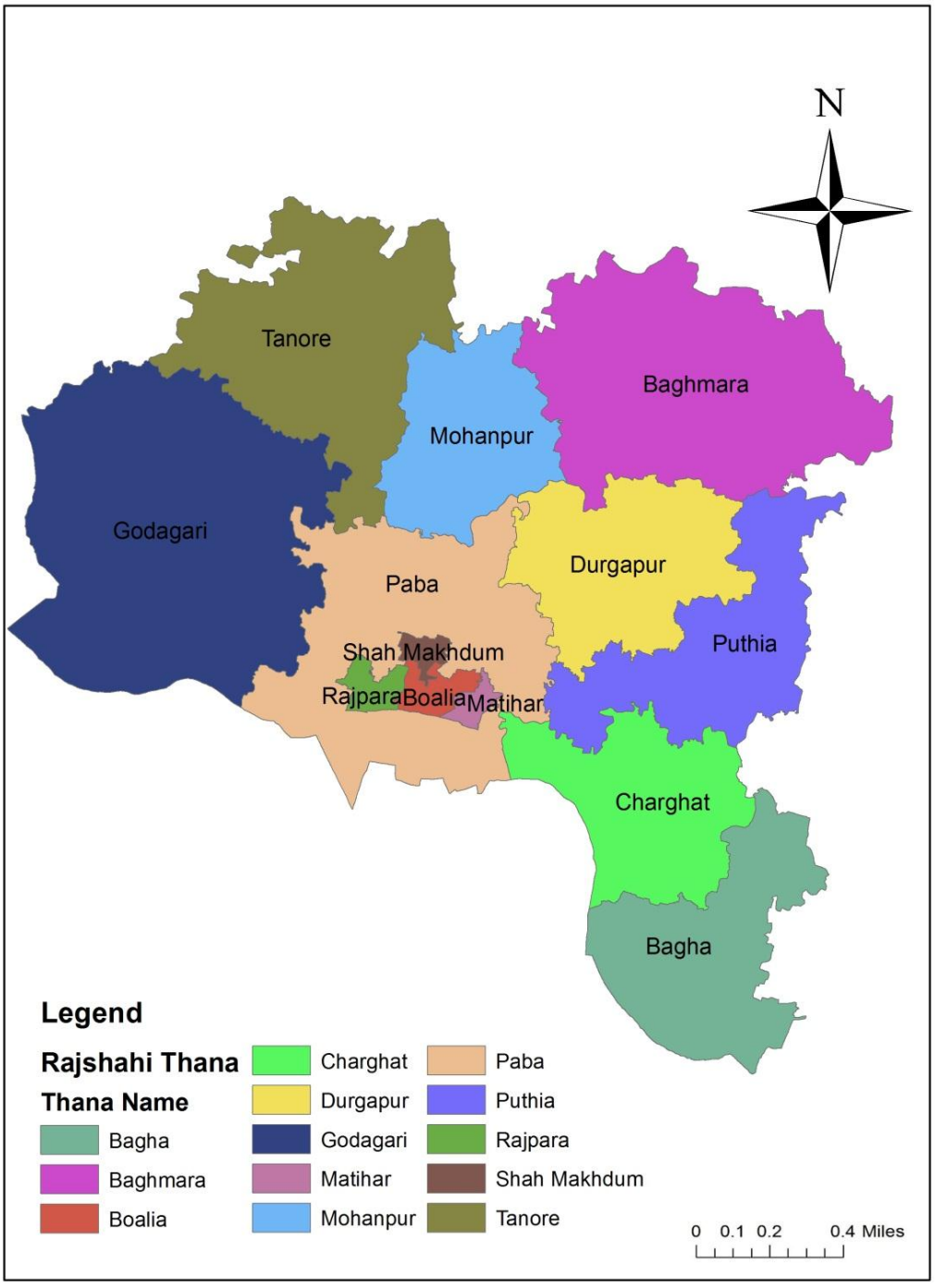


মানচিত্র ১ঃ রাজশাহী জেলার থানাসমুহ

উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর ৩০ টি ওয়ার্ড এর মধ্যে ১৪ নং ওয়ার্ড এ বিসিক এলাকা রয়েছে। এই এলাকার অধিকাংশ জায়গা শিল্প কারখানার জন্য পরিচিত। রাজশাহীর বিখ্যাত সিল্ক শিল্প এখানে রয়েছে। এছাড়াও এখানে বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে।

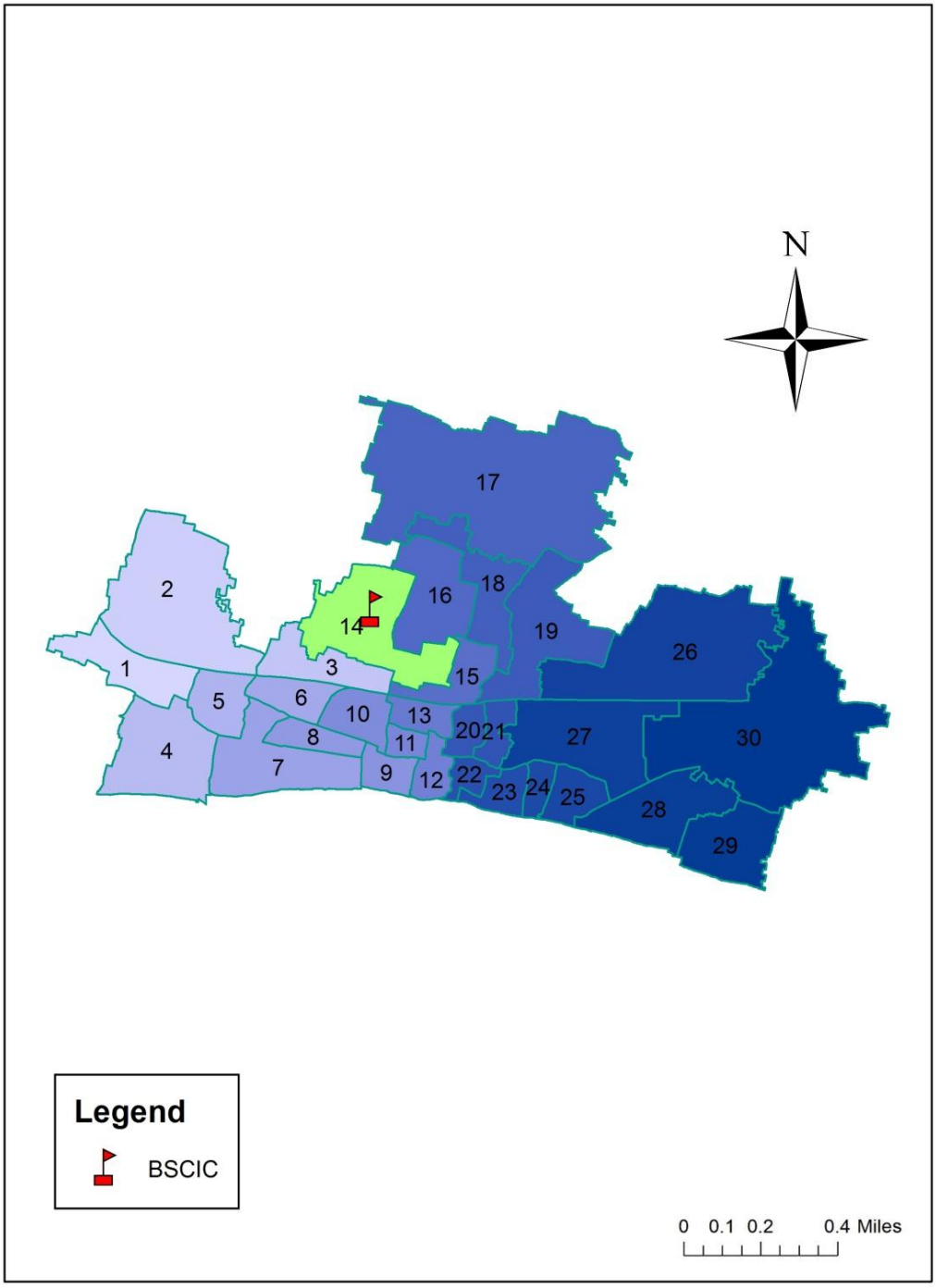


মানচিত্র ২ঃ রাজশাহী জেলার থানাসমুহ

উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

রাজশাহী জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি রয়েছে কিছু এলাকায়। রাজশাহীর জেলা সদরে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। অন্যান্য থানায় ঘনত্ব খুব কম রয়েছে।

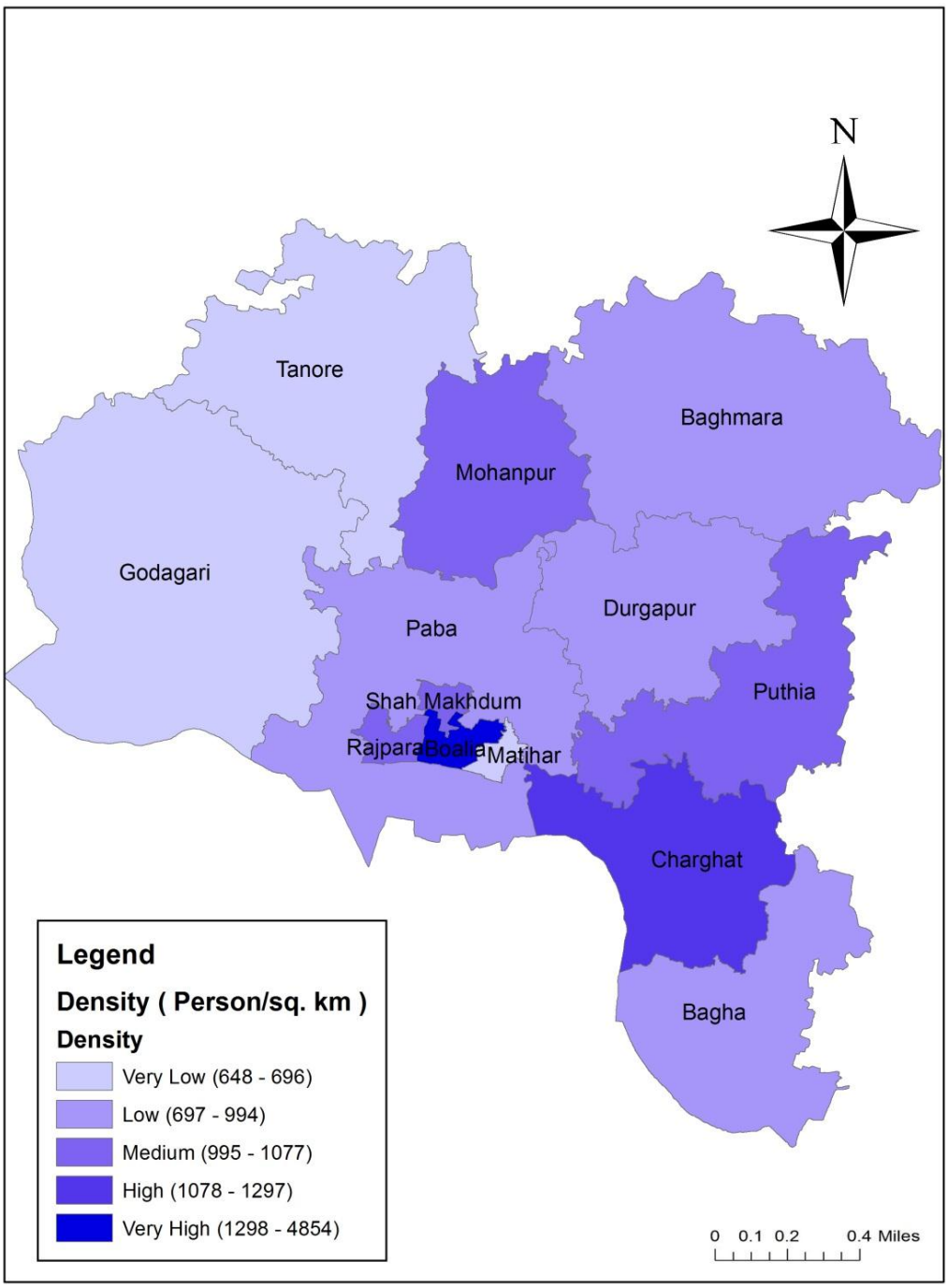


মানচিত্র ৩ঃ রাজশাহী জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন থানায় কিছু সংখ্যক গ্রোথ সেন্টার আছে। এগুল গ্রোথ সেন্টার বিভিন্ন ভাবে অর্থনৈতিক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এবং এলাকার উন্নয়ন সাধন করে।

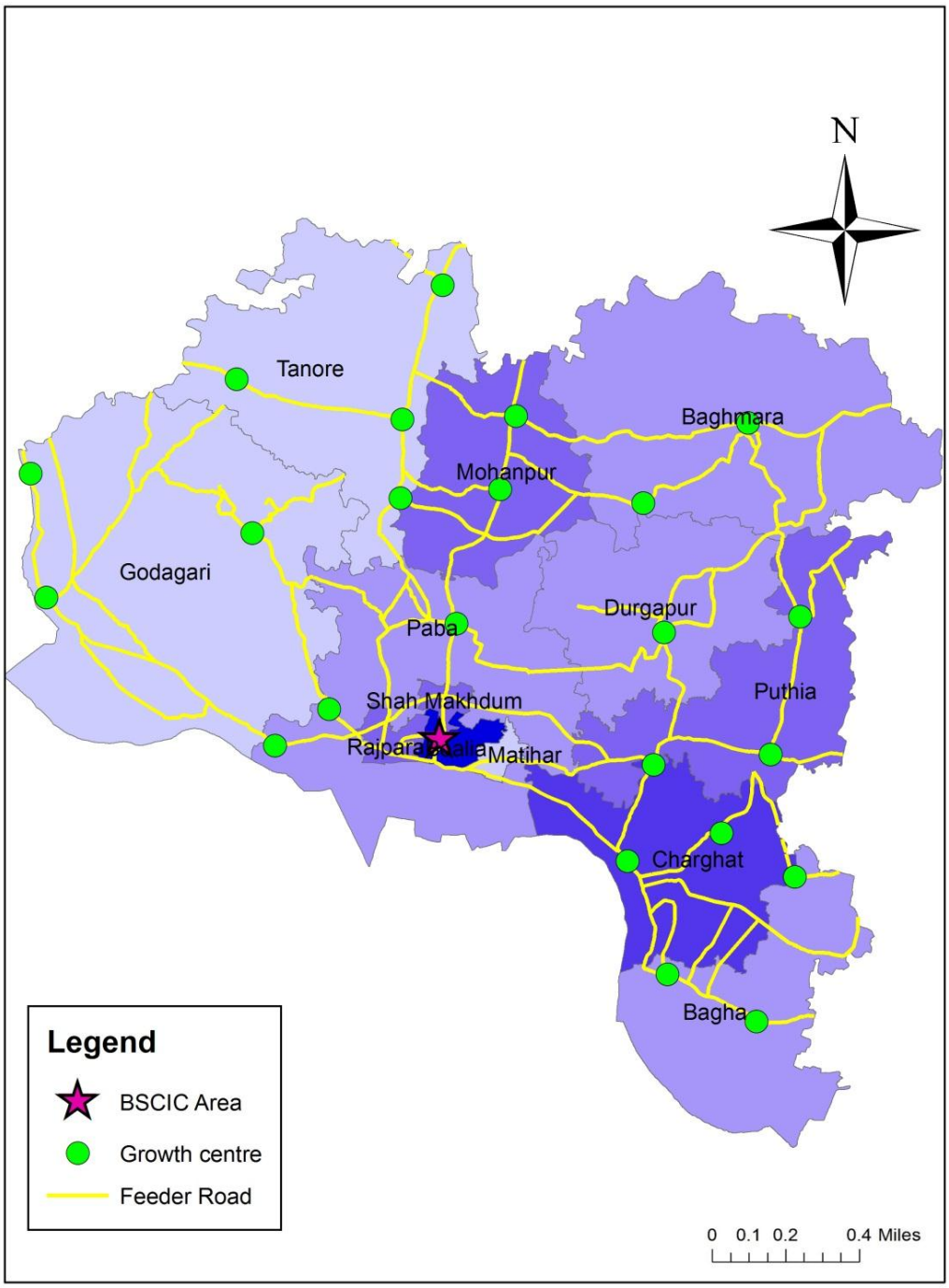


মানচিত্র ৪ঃ রাজশাহী জেলার গ্রোথ সেন্টার

উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

## অধ্যায় ৩ঃ শিল্পায়নের বর্তমান প্রভাবক সমূহ

### ৩.১ অবকাঠামোগত অবস্থা

উত্তর জনপদের পশ্চিমপ্রান্তের রাজশাহী অঞ্চল শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখনো বেশ অনগ্রসর। অথচ কৃষিভিত্তিক শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য এখানে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। এই অঞ্চলে মূল সমস্যাগুলো যোগাযোগ ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা, শিল্প পণ্যের অনিশ্চিত বাজার, গ্যাস ও বিদ্যুৎসহ জ্বালানির চরম অনিশ্চয়তা, ব্যাংক ঋণ ও এলসির জটিলতা এবং কোন খনিজ সম্পদের ক্ষেত্র না থাকা। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলের সামগ্রিক অগ্রসরতা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ৮ হাজার কিলোমিটার রাস্তার প্রায় অর্ধেকই পাকা ও আধাপাকা। রেলপথ রয়েছে ৭৩ কি.মি. এবং নদীপথ ৯৭ কি.মি.। বিমান বন্দর রয়েছে ১টি (দৈনিক মানবকণ্ঠ, ০৪/০৪/২০১৫) রাজশাহীতে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশে বড় ধরনের কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান দেখা যায় না। সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), শিল্প অধিদপ্তর, বিনিয়োগ বোর্ড কিছু কাজ করছে। এতে আর্থিক সহায়তায় রয়েছে শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা ও বেসিক ব্যাংক। এছাড়া, কৃষিভিত্তিক শিল্পে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রভৃতি ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশে সহায়তার জন্য রয়েছে আমদানি-রফতানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রভৃতি। শিল্প-বাণিজ্য সংগঠনের মধ্যে রয়েছে রাজশাহী শিল্প ও বণিক সমিতি, জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প সমিতি (নাসিব), রেশম শিল্প মালিক সমিতি, আমদানি-রফতানিকারক সমিতি, হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, মহিলা উদ্যোক্তা সমিতি।

ছবি ৫ঃ বিসিক ভবন রাজশাহী

রাজশাহীতে যে কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে- ১টি টেক্সটাইল মিল, ১টি চিনিকল, ১টি পাটকল ও ১টি রেশম কারখানা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে ১টি পাটকল, ১টি চিনিকল ও ১টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী রয়েছে। বিসিকের ৩২৫টি প্লটের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সচল রয়েছে ১৮৭টি কারখানা আর বন্ধ রয়েছে ১৩টি। বাকি ১২৫টি প্লটে গোডাউন নির্মাণ, মালিকানা হস্তান্তরসহ রয়েছে নানা জটিলতা (দৈনিক আমাদের সময়, ১৮/০২/২০১৬)।

কাঁচা-পাকার ভিত্তিতে রাজশাহী অঞ্চলের রাস্তা সমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় যেমন পাকা, অর্ধ-পাকা ও কাঁচা।

মানচিত্র ৫ঃ রাজশাহী জেলার আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

নিচের চিত্র মতে, প্রতিটি উপজেলায় কাঁচা রাস্তার পরিমান অনেক বেশি। গ্রামীণ মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করার জন্য এই সকল রাস্তার পাকা ও প্রশস্তকরণ প্রয়োজন রয়েছে।

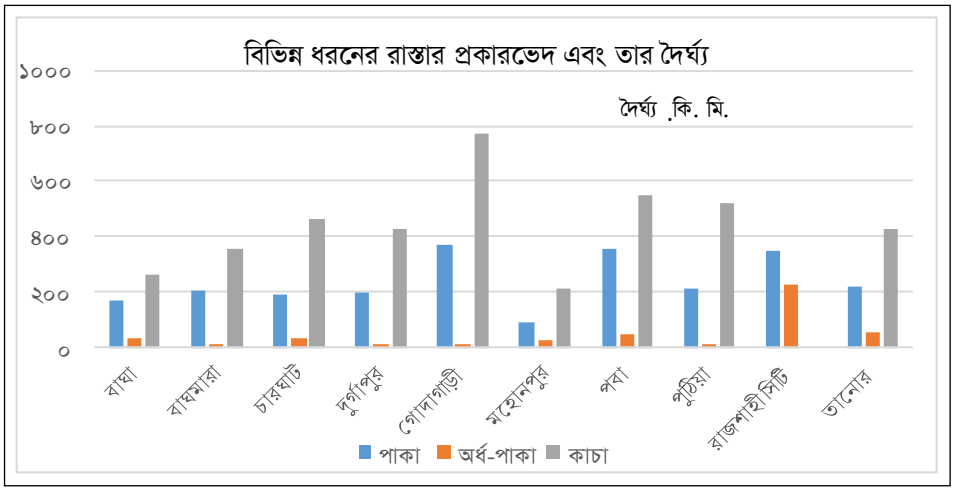


চিত্র ১ঃ রাস্তার প্রকারভেদ এবং তার দৈর্ঘ্য উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১

বিভিন্ন উপজেলার মধ্যে বাঘা ও মহনপুরে রাস্তাঘাট এর পরিমান অনেক কম। গোদাগাড়ী ও পবায় রাস্তাঘাট এর পরিমান বেশি হলেও কাঁচা রাস্তা অনেক বেশি। এই অঞ্চলের অধিকাংশ রাস্তা অনেক সরু। রাস্তাগুলো বর্ষার সময় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে যায়। বাংলাদেশে রেল ও জলপথ এক সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম ছিল।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশের জল পথের পরিমান অনেক কমে গিয়েছে। রাজশাহীর পদ্মার তীর এক সময় ব্রিটিশ বাংলার দ্বিতীয় নদীবন্দর ছিল। পরবর্তীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনগ্রসরতা, উদ্যোক্তার অভাব, পাইপ লাইনে গ্যাস না থাকা, বন্দর নগরীর সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ না থাকা, বিমান চলাচল না থাকা প্রভৃতি কারণে শিল্পায়ন আশানুরুপ হয়নি।

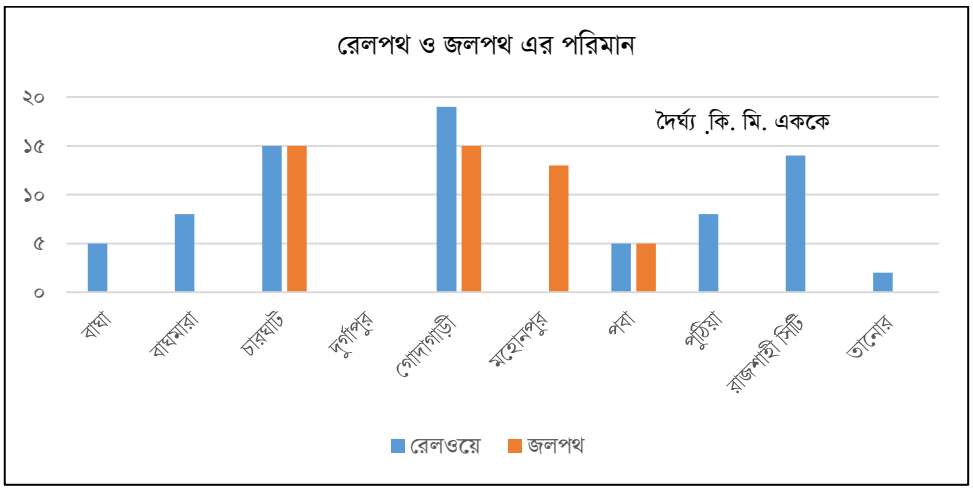


চিত্র ২ঃ রেলপথ ও জলপথ এর পরিমান উৎস : জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১

বাঘা, বাঘমারা, দুর্গাপুর, পুঠিয়া ও তানোর এর মধ্যে কোন জলপথ নেই। চারঘাট, গোদাগাড়ী ও পবা উপজেলার মধ্যে রেলপথ ও জলপথ উভয়ই রয়েছে। দুর্গাপুর উপজেলার মধ্যে রেলপথ ও জলপথ কোনোটিই নেই।

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বাস ও রেল। রাজশাহীর উপজেলা গুলোর প্রত্যেকটিতে এই মাধ্যম গুলো রয়েছে। তবে এই অঞ্চলে এই মাধ্যমগুলো সীমিত হওয়ার কারনে স্থানীয় যানবাহন বেশি চলে। পুঠিয়া, তানোর ও মোহনপুর এলাকা পুরোপুরি স্থানীয় যানবাহনের উপর নির্ভরশীল।

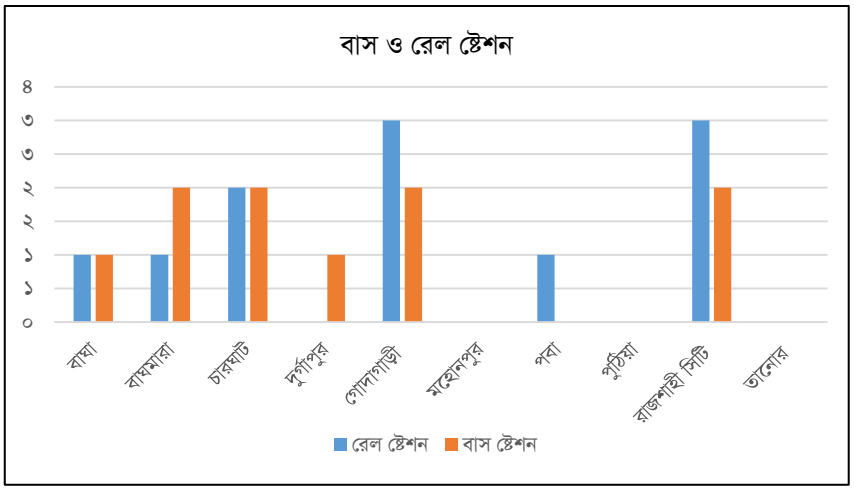


চিত্র ৩ঃ বাস ও রেল ষ্টেশন উৎস : জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১

রাজশাহীতে প্রত্যেকটি উপজেলায় রয়েছে গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার তবে, এই গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারের সাথে সুনির্দিষ্ট কোন যোগাযোগ মাধ্যম না থাকায় সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। জনগনের জীবনযাত্রার মানও পরিবর্তন হচ্ছে না। এই সকল গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারের সাথে বড় বড় শহর ও বন্দর গুলোর সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হলেই পূরণ হবে কাংঙ্খিত লক্ষ্য।

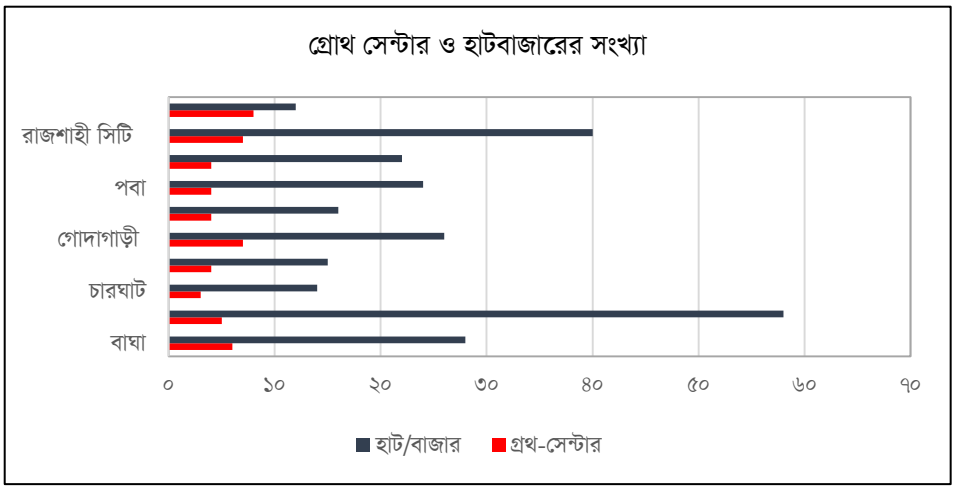


চিত্র ৪ঃ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারের সংখ্যা উৎস : জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১

উপরোক্ত উপজেলাগুলোর মধ্যে বাঘমারাতে সর্বাধিক ও দুর্গাপুরে সর্বনিম্ন হাট/বাজার রয়েছে।

### ৩.২ শিল্প অবস্থা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে তৈরী পোশাক শিল্প। এই শিল্প দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোট প্রবৃদ্ধির ৬-৮% আসে পোশাক খাত থেকে। বাংলাদেশের এই শিল্পকে বর্তমানে উন্নতবিশ্ব সহ উন্নয়নশীল দেশগুলো অনুকরণ করছে। স্বাধীনতার পরে যে শিল্প আমাদের অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়েছে তার মাঝে পোষাক শিল্প অন্যতম। বিশ্বের বুকে নিজেদের কঠোর শ্রম দিতে প্রমাণ  মিলে এই শিল্পের মাধ্যমে।

পোশাক শিল্পের পেছনে রাজশাহীর রেশম শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলো অনেক বড় ভুমিকা রাখে। ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিসিক প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। অন্যদিকে শ্রমের সহজলভ্যতা থাকলেও ব্যবসায়ী সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, সঙ্কট দূর করতে ব্যবসায়ীদের নিয়ে সমন্বিত কোন উদ্যোগ নেয়নি বিসিক। তবে রাজশাহী বিসিকের উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ আজাহারুল ইসলামের দাবি অবৈধ দখলদারীদের উচ্ছেদসহ বিসিকের উন্নয়নে ১ কোটি টাকার কাজ শুরু করেছেন তারা। বিসিকের ৩২৫টি প্লটের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সচল রয়েছে ১৮৭ টি কারখানা আর বন্ধ রয়েছে ১৩ টি। বাকি ১২৫ টি প্লটে গোডাউন নির্মাণ, মালিকানা হস্তান্তরসহ রয়েছে নানা জটিলতা। রাজশাহীর ঐতিহ্য রেশম শিল্পের সাথে সাথে গৌরব হারাতে বসেছে রাজশাহীর বিসিক শিল্প এলাকা। এক সময়ের জাঁকজমকপূর্ণ সিল্কের শোরুমগুলো এখন ক্রেতা শূণ্য। রাজশাহী রেশম কারখানা বন্ধ থাকায় এবং পণ্য উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার না থাকায় অনকেটা কষ্টসাধ্য হয়ে দাড়িয়েছে রাজশাহীর বিভিন্ন কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম। আর লোকসানের বোঝা সামলাতে গিয়ে রুগ্ন হয়ে পড়েছে বেশ কিছু শিল্প কারখানা (দৈনিক আমার দেশ, ১৩/০১/২০১৬)।

বিসিক সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে বরাদ্ধকৃত ২০২ টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ১৮৭ টি ইউনিট চালু রয়েছে। যার মধ্যে খাদ্যজাত শিল্প ৬৩ টি, বস্ত্রজাত শিল্প ৫৭ টি, বনজ শিল্প ২ টি, প্রিন্টিং শিল্প ১ টি, রসায়ন শিল্প ২৭ টি, প্রকৌশল শিল্প ৩২ টি এবং বিবিধ শিল্প ৫ টি চালু অবস্থায় আছে। আরো ১৩ টি ইউনিট রুগ্ন অবস্থায় বন্ধ এবং ২ টি ইউনিট দীর্ঘদিন নির্মাণের অপেক্ষায় থাকার পর অবশেষে বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে শিল্প ইউনিটগুলোতে মোট কর্মসংস্থান রয়েছে ৬ হাজার ২৫ জন শ্রমিকের। তবে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে দ্বিগুণ পরিমান জনবলের কর্মসংস্থান হবে বলে জানা যায়। কাঁচামালের অভাব আর বিদ্যুতের খরচ এখন বিসিকের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজশাহীতে রেশম কারখানা বন্ধ থাকায় দেশের বাইরে থেকে অধিক মূল্যে সূতা কিনে কোনমতে রেশম নগরীর ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করছেন রাজশাহীর বিভিন্ন সিল্ক মিলগুলো। আবার গ্যাস সংযোগ না থাকায় বিদ্যুতের অধিক খরচ বহন করতেও হিমসিম খাচ্ছেন কারখানা মালিকেরা। ব্যবসায়ীদের মতে, সিল্কের প্রধান কাঁচামাল সূতার পর্যাপ্ততা না থাকায় বাইরের দেশ থেকে সূতা আমদানী করে পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে। যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আর মিলগুলোতে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হলে বর্তমানের চেয়ে বেশি পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব (দি পূর্বকোণ, ১৭/০৩/২০১৫)।

বিসিক শিল্পনগরী কর্মকর্তা জনাব মমিনুল ইসলাম সিল্কসিটি নিউজকে বলেন, শিল্পের উৎপাদনে বিদ্যুতের ব্যবহার অনেক ব্যয়বহুল। বিদ্যুতের খরচ মেটাতে গিয়ে পণ্য উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি হয়। বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে এনে গ্যাস সংযোগ দিলে কারখানাগুলো সুষ্ঠভাবে পণ্য উৎপাদন করতে পারবে। এদিকে সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধি এবং ঋণ প্রাপ্তিতে ব্যাংক সমূহের জটিল নীতি নির্ধারণীতে বিপাকে পড়েছেন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোগতারা। ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত নারী উদ্যোক্তাদের

প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাজার হাজার নারী নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। কিন্তু ব্যাংক ঋণ পর্যাপ্ত না পাওয়ায় পিছিয়ে যাচ্ছে নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম। ফলে রাজশাহীর বিশাল এক জনশক্তি তাদের সৃজনশীল কার্যক্রম হারাতে বসেছে।

এতো সমস্যার পরও আশার বাণী শুনালেন বিসিক শিল্পনগরী রাজশাহীর আঞ্চলিক পরিচালক জনাব আলতাফ হোসেন, নগরীর খড়খড়ি বাইপাস সংলগ্ন কেচুয়াতলী এলাকায় প্রায় ৫০ একর জায়গা জুড়ে বিসিক এলাকা সম্প্রসারণ প্রকল্পের উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। যার খসড়া সম্প্রতি শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পণা মন্ত্রণালয়ে পৌছেছে। অনুমোদন পেলেই এর কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, প্রথমে এ প্রকল্পটি ৩০ একর জায়গায় হওয়ার কথা ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পকে ৫০ একরের অনুমতি দেন। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেকের সভায় এ প্রকল্পের অনুমোদন হলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। এতে রাজশাহীতে আরো অনেক শিল্প কারখানা তৈরী হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হবে। রাজশাহী রেশম ভবন পুনরায় চালু করা হলে এবং শিল্প এলাকায় গ্যাস সংযোগ দেওয়া হলে লোকসানের বোঝা থেকে মুক্ত হতে পারবে রাজশাহীর বিভিন্ন শিল্পকারখানার মালিকগণ। শিল্পের বিকাশ ঘটবে। এতে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা (দৈনিক সমকাল, ১১/০৬/২০১২)।

### ৩.২.১ ধানের মিল

নিচের মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গোদাগাড়ি এবং পবাতে ধানের মিলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য উপজেলা গুলোতে মিলের সংখ্যা তুলনামূলক কম।

মানচিত্র ৬ঃ রাজশাহী জেলায় ধানের মিলের অবস্থান উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

### ৩.২.২ তেলের মিল

নিচের মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাঘমারাতে তেলের মিলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য উপজেলা গুলোতে তেলের মিলের সংখ্যা তুলনামূলক কম।

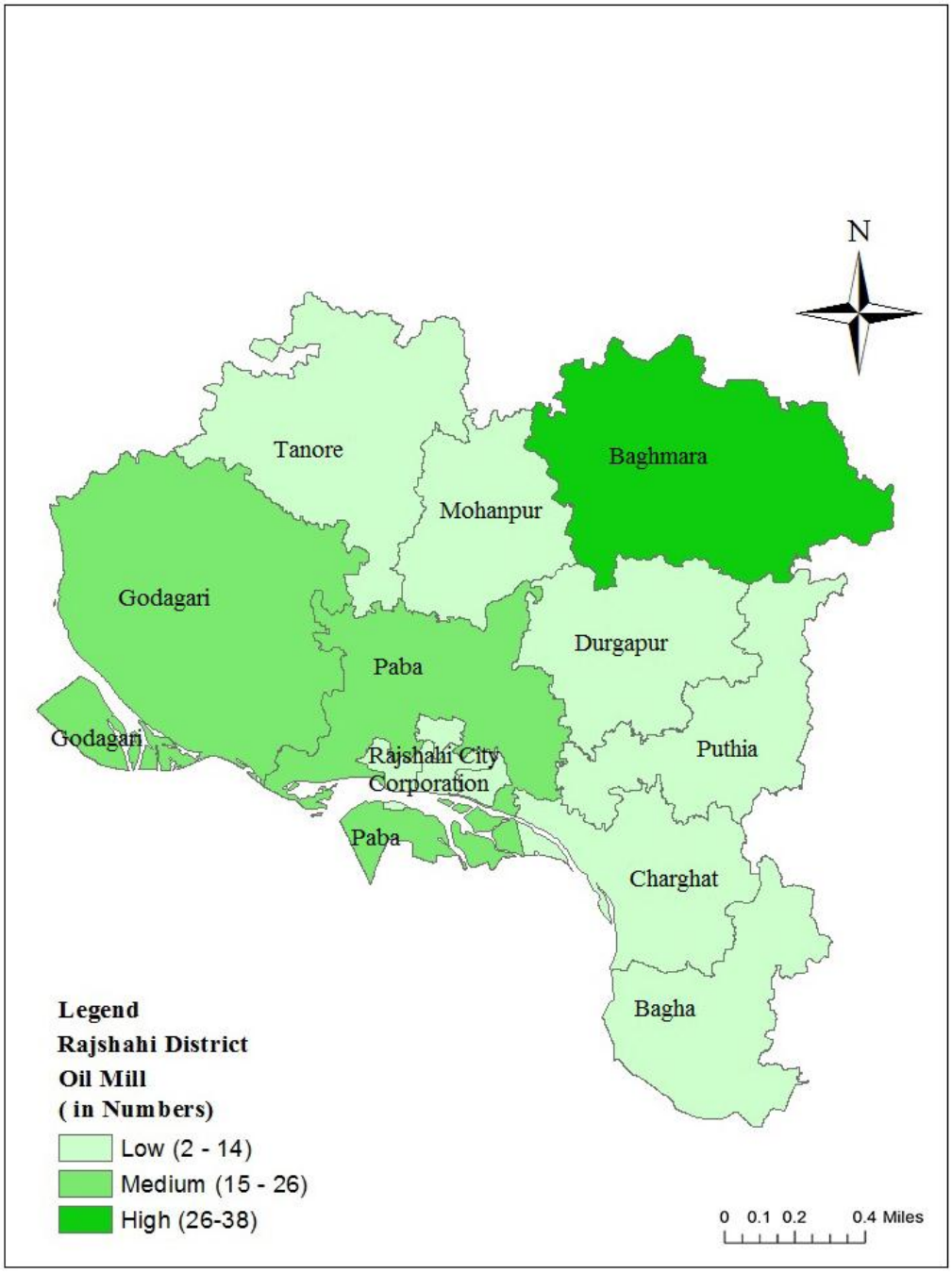


মানচিত্র ৭ঃ রাজশাহী জেলায় তেলের মিলের অবস্থান উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

### ৩.২.৩ ময়দার মিল

মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গোদাগাড়ি, পুঠিয়া এবং চারঘাটে ময়দার মিলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য উপজেলা গুলোতে ময়দার মিলের সংখ্যা তুলনামূলক কম।

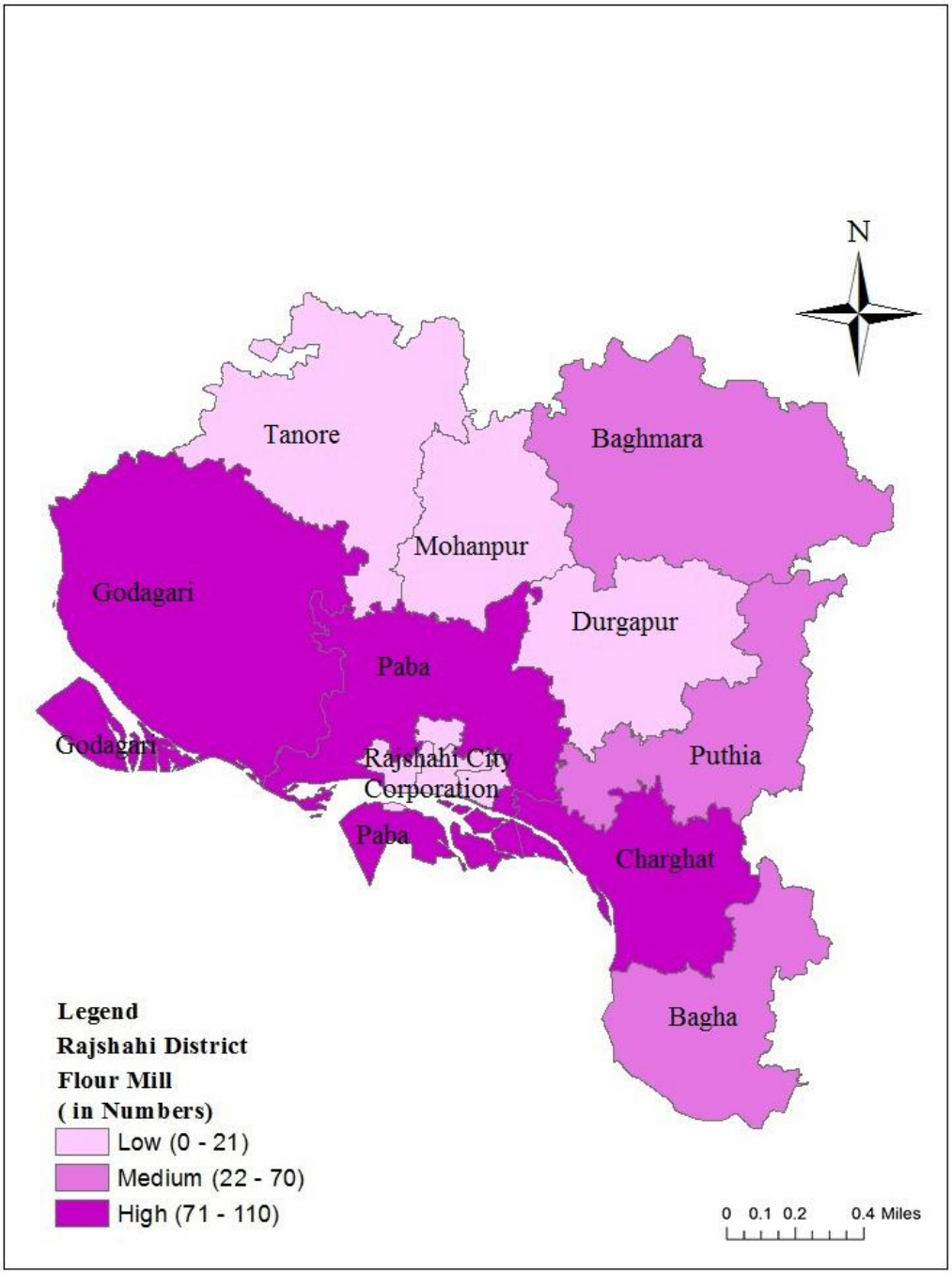


মানচিত্র ৮ঃ রাজশাহী জেলায় ময়দার মিলের অবস্থান উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

### ৩.৩ কৃষি অবস্থা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় ৫৯.৮৪% লোকের এবং শহর এলাকায় ১০.৮১% লোকের কৃষিখামার রয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১৯.১% এবং কৃষিখাতের মাধ্যমে ৪৮.১% মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। ধান,পাট,তুলা,আখ,ফুল ও রেশমগুটির চাষসহ বাগান সম্প্রসারণ, মাছ চাষ, সবজি, পশুসম্পদ উন্নয়ন, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি,বীজ উন্নয়ন ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এ দেশের কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এদেশের কৃষকরা সাধারণত সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকে। বেশিরভাগ কৃষক এখনও ফসল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে লাঙ্গল, মই এবং গরু ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। তবে কৃষকদের অনেকেই এখন বিভিন্ন আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় ফলন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ধান ও পাট বাংলাদেশের প্রধান ফসল হলেও গম,চা,আখ,আলু এবং বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি এদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

রাজশাহী জেলার অর্থনীতি প্রধানত কৃষি। কৃষি এখানকার অর্থনীতির একক বৃহত্তম উৎপাদন খাত কারণ এখানকার প্রায় ৫৯.৩৫% জনগোষ্ঠির আয়ের প্রধান উৎস হলো কৃষি। সুতরাং, অধিকাংশ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদন কাজে নিয়োজিত,(বাংলাপিডিয়া, ২০১৫)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৮অনুযায়ী, রাজশাহীর মোট কৃষি জমির পরিমান ৪৭৭০৭৪ একর। এর মধ্যে স্থায়ী ফসলী জমি৩০৭৯৭ একর, অস্থায়ী ফসলী জমি ৩৭১৯৩৬ একর এবং পরিত্যাক্ত জমির পরিমান ২৯৫৮০ একর। অস্থায়ী ফসলী জমির মধ্যে নীট ফসলী জমির পরিমান ৩৭১৯৩৬ একর। এর মধ্যে এক ফসলী, দুই ফসলী ও তিন ফসলী জমির পরিমান যথাক্রমে ৯০০২৯ একর, ২২৯৭৩৩ একর ও ৯০৭৪১ একর। ফসলের উৎপাদনশীলতা ২.৬৯ (কৃষি শুমারী, ২০০৮) শত শত লিচু ও আম বাগান এবং অন্যান্য কৃষি পণ্য যেমন গাজর, মাংস ও আলু এখানকার গ্রামাঞ্চলের প্রধান চিত্র এবং রাজশাহী বিভাগের অর্থনীতির একটি প্রধান অংশ। এখানে স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল ধান, আখ, গম, সবজি, মসলা, পাট, ডাল, এবং অন্যান্য ছোটখাট শস্য উৎপন্ন হয়। জেলায় বিভিন্ন প্রকারের ফল যেমন আম, কলা, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারিকেল ইত্যাদি জন্মায়।সব ধরনের শাকসবজি বিশেষ করে করল্লা, মিষ্টি কুমড়া আলু এবং বেগুন প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। তাছাড়া, মৎস্য চাষ এবং গৃহ-পালিত পশু ও হাঁস-মুরগী প্রতিপালন গ্রামীণ পরিবারে আয়ের একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে। বিভিন্ন প্রকারের মাছের প্রাচুর্য এখানে। বৃষ্টির সময় নদী, উপনদী এমনকি ধানক্ষেতে থেকেও মাছ ধরা হয়।

### ৩.৩.১ খাদ্যশস্য উৎপাদন

নিচের মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ও তানোড় এ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমান সবচেয়ে কম। অন্যান্য সব উপজেলাতেই খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমান অনেক বেশী।

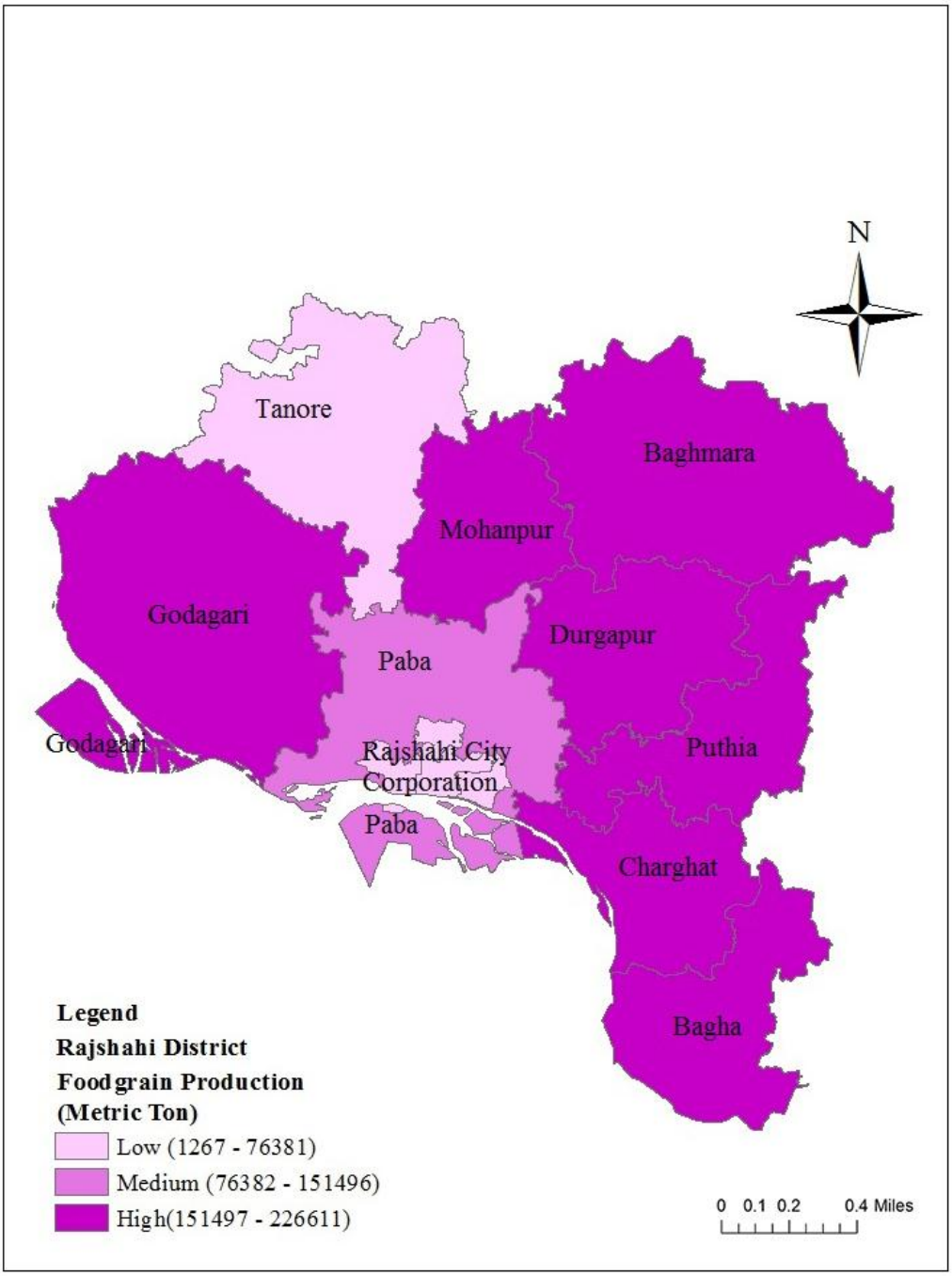


মানচিত্র ৯ঃ রাজশাহী জেলায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমান উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

### ৩.৩.২ ফল-মূল উৎপাদন

নিচের মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ বেশীরভাগ উপজেলাতেই ফলমূল উৎপাদনের পরিমান সবচেয়ে কম। বাঘাতে ফলমূল উৎপাদনের পরিমান সবচেয়ে বেশী।

মানচিত্র ১০ঃ রাজশাহী জেলায় ফলমূল উৎপাদনের পরিমান উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

### ৩.৩.৩ অর্থকরী ফসলঃ

নিচের মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ  তানোর, মহনপুর, বাঘমারা এসব উপজেলাতে ফলমূল উৎপাদনের পরিমান সবচেয়ে কম।  পবা, পুঠিয়া, চারঘাট এবং বাঘাতে ফলমূল উৎপাদনের পরিমান অনেক বেশী।

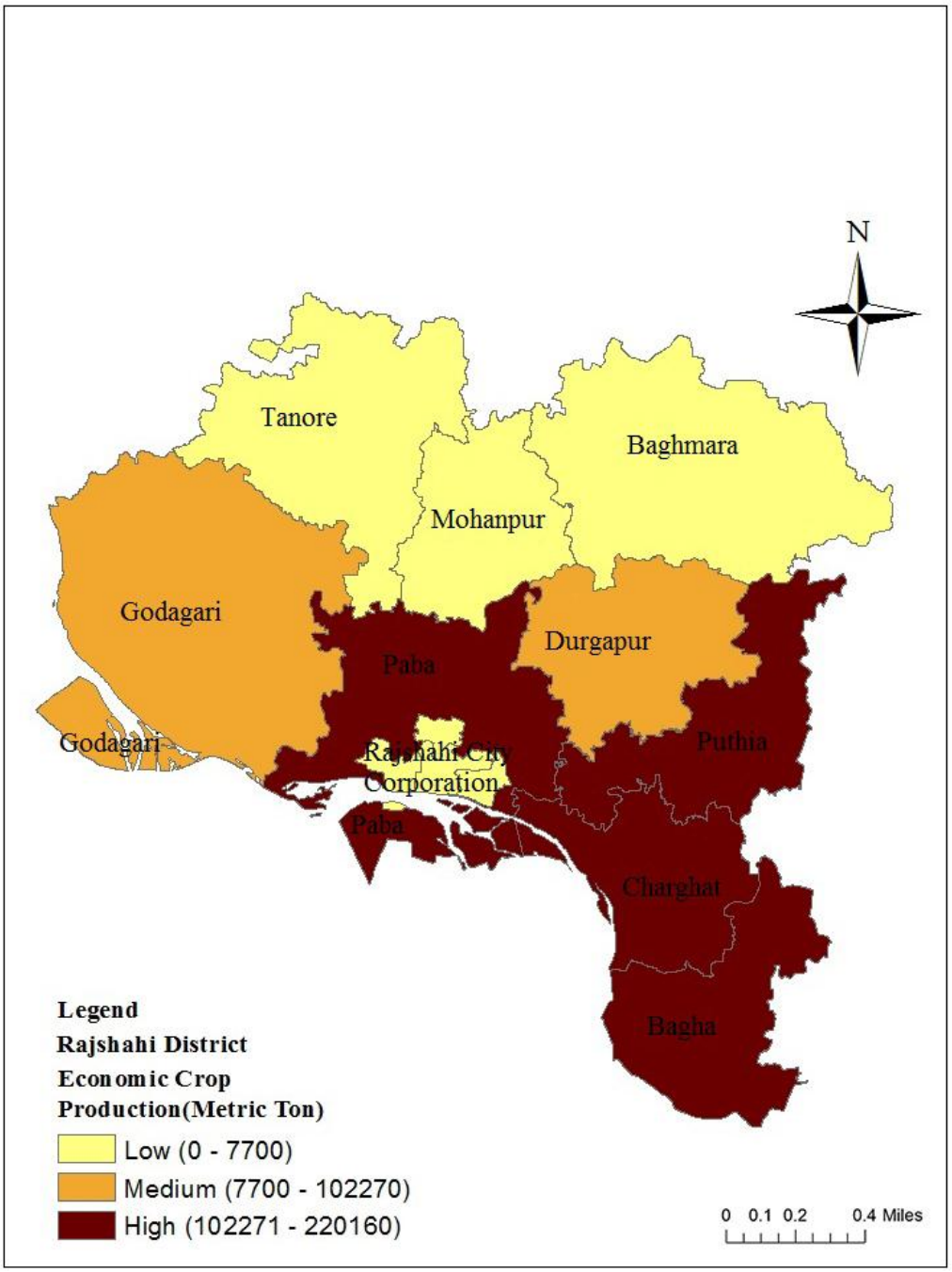


মানচিত্র ১১ঃ রাজশাহী জেলায় অর্থকরী ফসল উৎপাদনের পরিমান  উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

## অধ্যায় ৪ঃ টার্গেট গ্রুপ সার্ভের তথ্য উপাত্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ

### ৪.১ স্টেক হোল্ডারঃ কৃষক

#### ৪.১.১ কৃষি জমির প্রকারভেদ

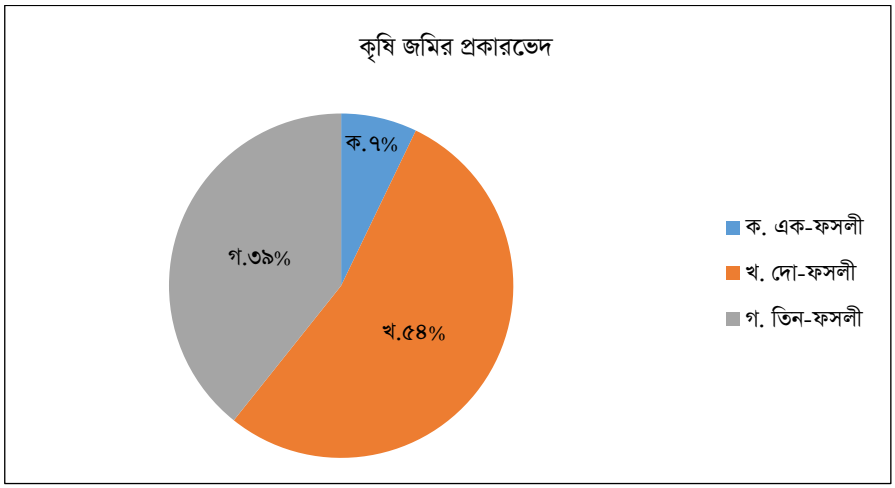


চিত্র ৫ঃ কৃষি জমির প্রকারভেদ উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

বাংলাদেশে কয়েক ধরনের ফসলী জমি আছে, যেমন এক ফসলী, দো ফসলী, তিন ফসলী। তিন ফসলী অর্থ যে জমিতে এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন ফসলের চাষ করা যায়। উপরের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, রাজশাহীতে দো ফসলী এবং তিন ফসলী জমির সংখ্যাই বেশী।এখানে ৫৪% কৃষি জমিই দো ফসলী এবং মাত্র ৭% জমি এক ফসলী চাষাবাদের জন্যে ব্যাবহার হয়ে থাকে।

### ৪.২ বাজারের লাভজনক ফসল

রাজশাহীতে বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয় যেমন আম, লিচু, মসুর, ভুট্টা, আখ, আলু, গম, কলা, পেয়ারা, কুল, টমেটো, পেঁয়াজ এবং বিভিন্ন জাতের মাছ। এগুলোর মধ্যে আম, আখ, আলু ও গম বেশীর ভাগ কৃষকের নিকট সবচেয়ে লাভজনক ফসল বলে মনে হয়। এখানে আলুর চাষ সারা বছরই হয়। নিচের লেখচিত্রে বাজারের সবচেয়ে লাভজনক ফসল গুলো দেখানো হলো।

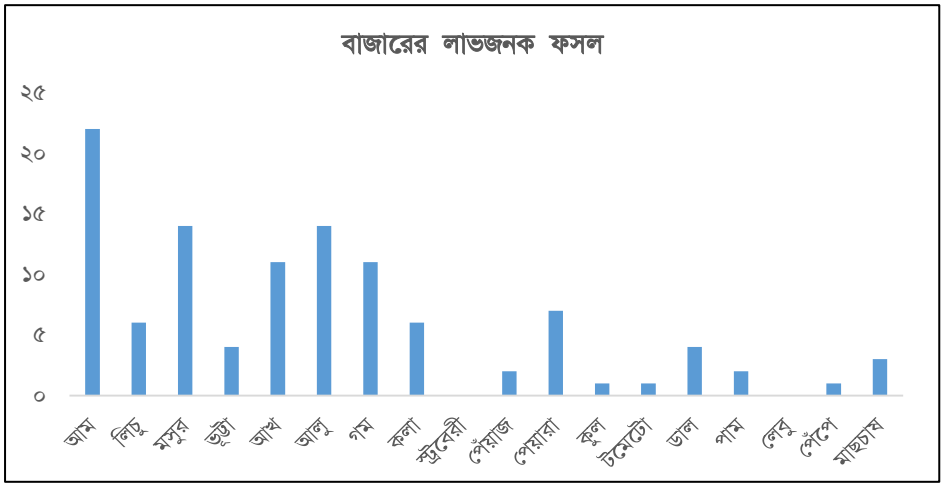


চিত্র ৬ঃ বাজারের লাভজনক ফসল  উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

### ৪.১.৩ বিঘা প্রতি বাৎসরিক উৎপাদন হার

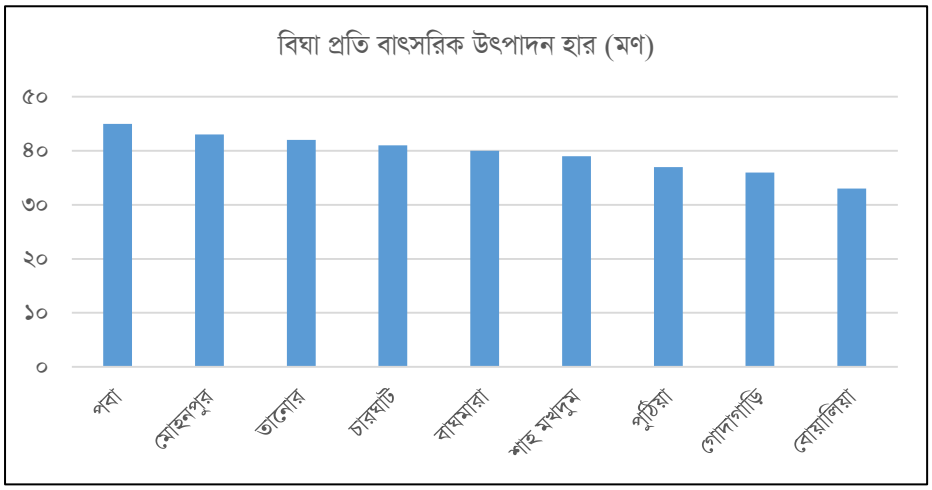


চিত্র ৭ঃ বিঘা প্রতি বাৎসরিক উৎপাদন হার  উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

লেখচিত্র ৭ এ রাজশাহী জেলার বিভিন্ন থানার বিভিন্ন ফসলের গড় উৎপাদন দেখানো হয়েছে।. চারঘাট, মোহনপুর এবং বাঘার বিঘা প্রতি বাৎসরিক উৎপাদন হার প্রায় একই।

### ৪.১.৪ উৎপাদিত পণ্য বিক্রির স্থান

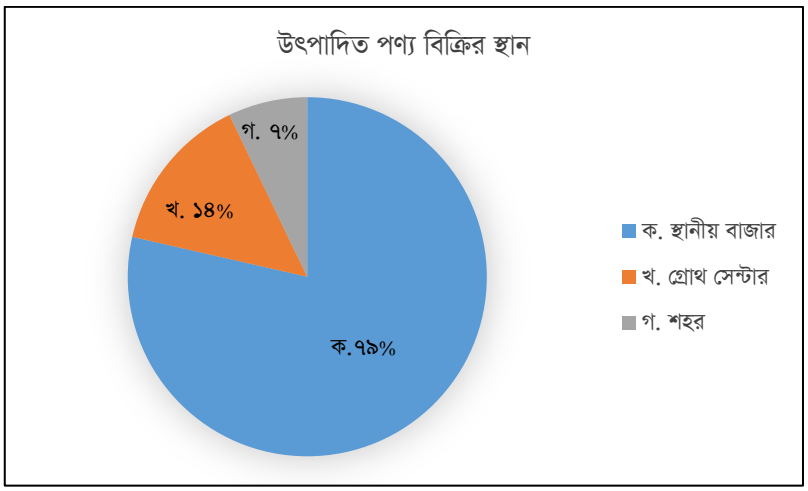


চিত্র ৮ঃ উৎপাদিত পণ্য বিক্রির স্থান উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

সাধারণত, কৃষি পণ্য নিকটতম বাজারে বিক্রি হয়। উপরের লেখচিত্র থেকে এটা দেখা যায় যে ৭৯% মানুষ সবসময় সবচেয়ে কম দূরত্বের মধ্যে তাদের পণ্য বিক্রি করে। স্থানীয় বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার গুলোতে পণ্য পরিবহনের জন্যে স্থানীয় জনগন সাধারণত ভ্যান এবং রিকশা ব্যবহার করে অপর পক্ষে, শহরে পরিবহন করার ক্ষেত্রে ট্রাক বা মিনি ট্রাক ব্যবহার করে।

### ৪.১.৫ উৎপাদিত ফসলের বাজার চাহিদা

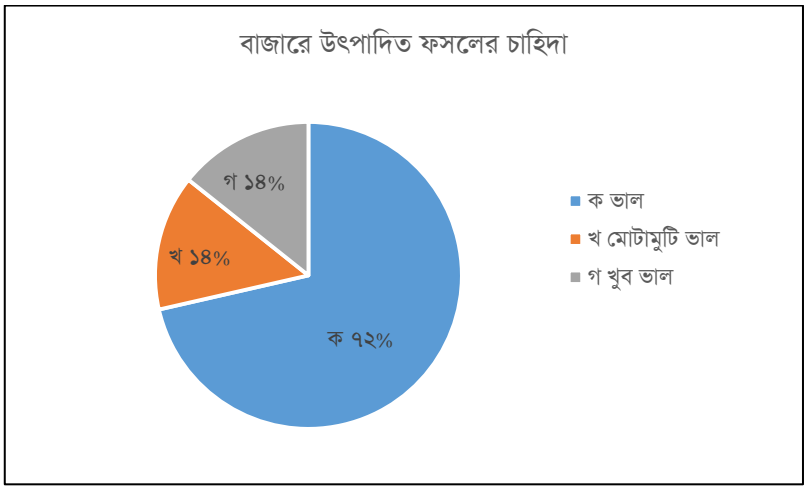


চিত্র ৯ঃ উৎপাদিত ফসলের বাজার চাহিদা উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

উপরের লেখচিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান বাজারে উৎপাদিত ফসলের পর্যাপ্ত চাহিদা রয়েছে। প্রায় ৭২% কৃষক ক্রমবর্ধমান ফসল চাহিদা ভালো বলেছে।

### ৪.১.৬ বর্তমান বাজারে ফসলের চাহিদা

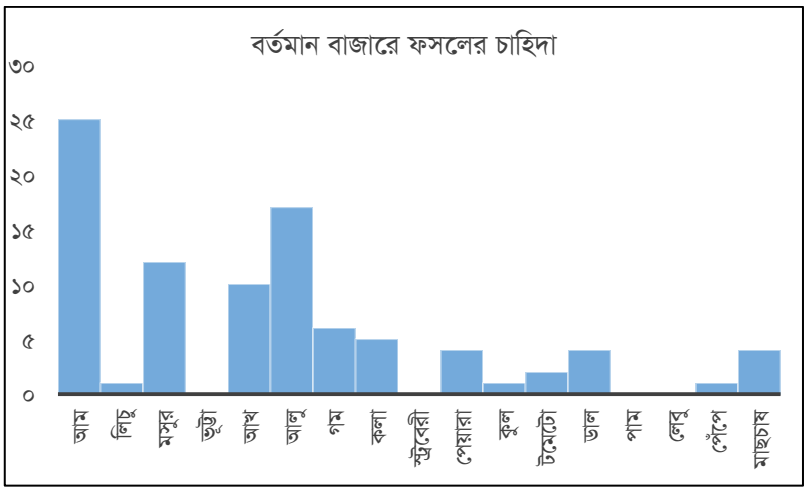


চিত্র ১০ঃ বর্তমান বাজারে ফসলের চাহিদা উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

ফসলের চাহিদা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকম হয়। রাজশাহীতে সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ মৌসুমি ফসল আম, যা সারা বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। ইদানীংকালে আরো কিছু ফসল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যেমন মসুর, আখ, কলা, লিচু. আলু ইত্যাদি।

### ৪.১.৭ কৃষকের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা

অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে, কৃষক আমাদের জন্য ফসল উৎপাদন করে কিন্তু তারা সুদ ছাড়া ব্যাংক থেকে ঋণ পাচ্ছে না। এ সম্পর্কে ৮২% কৃষক বলেছে যে তারা ক্রেডিট সুবিধা পাচ্ছে না এবং একই সময়ে তারা ব্লক সুপারভাইজার সাহায্য থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

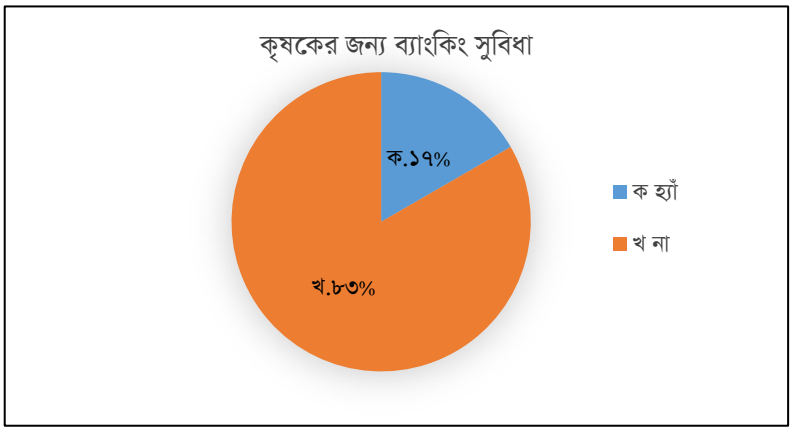


চিত্র ১১ঃ কৃষকের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

### ৪.১.৮ বাজার মূল্য বনাম উৎপাদন খরচ

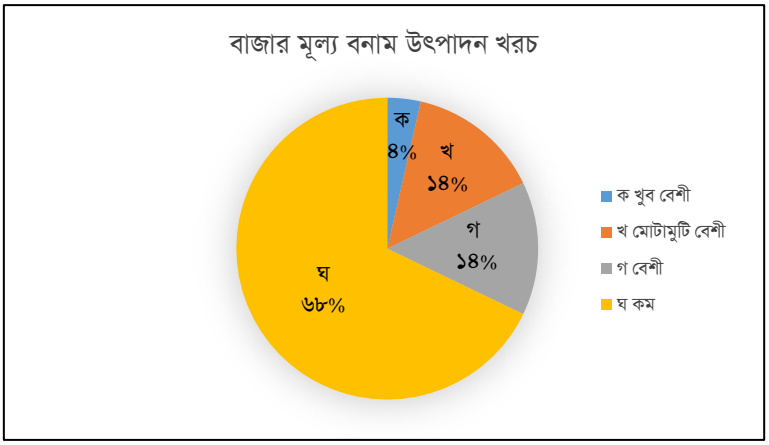


চিত্র ১২ঃ বাজার মূল্য বনাম উৎপাদন খরচ  উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

উৎপাদন খরচ ফসলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু এটা বিপজ্জনক হয়ে যায় যখন বাজারদর উৎপাদন খরচের চেয়ে কম হয়। লেখচিত্র ১২ থেকে দেখা যায় যে, ৬৮% কৃষক বলেছে যে তাদের বাজার মূল্য উৎপাদন খরচের তুলনায় কম. সুতরাং, এটা পরিস্কার যে যে কৃষক কৃষিকাজ থেকে যথেষ্ট মুনাফা পাচ্ছে না, কিন্তু খুচরা বিক্রেতা ও পাইকারী বিক্রেতারা আরো উপকৃত হচ্ছে।

### ৪.১.৯ কৃষিকাজে কৃষকের সন্তুষ্টি মাত্রা

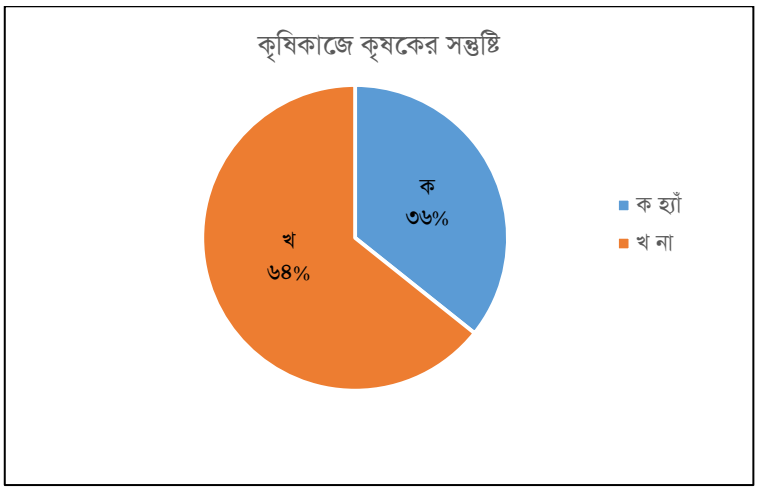


চিত্র ১৩ঃ কৃষিকাজে কৃষকের সন্তুষ্টি  উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

কৃষক ক্রমান্বয়ে কৃষি ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ হারাচ্ছে। তারা ফসল উৎপাদন করে কিন্তু তেমন লাভ পাচ্ছে না। এখানে জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ৬৪% কৃষক কৃষিতে আগ্রহী নয়। কখনও উৎপাদন খরচ বেশি, আবার কখনও বাজারে কম চাহিদা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বীজ এবং সার-এর উচ্চ মূল্য ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। অন্যদিকে, ৩৬% কৃষক জানিয়েছেন তারা কৃষিকাজে সন্তুষ্ট।

### ৪.২:স্টেক হোল্ডারঃ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা দুটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্বত্বভোগী, যারা বিতরন চ্যানেল গঠন করে থাকে। তারা নির্মাতা ও পণ্যের ভোক্তাদের মধ্যে মধ্যস্থতার যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। তারা উভয়ই প্রযোজক হিসেবে ভোক্তাদের জন্য সেবা প্রদানে বিশেষজ্ঞ। তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভোক্তাদেরকে পণ্য বিতরণ করে এবং তার পণ্য একটি সুবিশাল বাজার কভারেজ প্রদান করে থাকে। তারা সুবিধাজনক এবং তাদের প্রবেশযোগ্য স্থানে ভোক্তাদের পণ্যের প্রস্তুত বিতরণ প্রদান করে। তারা একদিকে ভোক্তাদের পণ্য সম্পর্কে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে একটি যোগাযোগের চ্যানেল এবং অন্যদিকে প্রযোজক ভোক্তা প্রতিক্রিয়া হিসাবে কাজ করে থাকে।

রাজশাহী অঞ্চলে পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের অবদান অনেক বেশি। রাজশাহী জেলার ৪৪% পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা শিক্ষার স্তর প্রাথমিক, ৪৮% মাধ্যমিক এবং বাকি ৭% উচ্চ শিক্ষিত।

### ৪.২.১ ব্যবসার স্থায়িত্বকাল

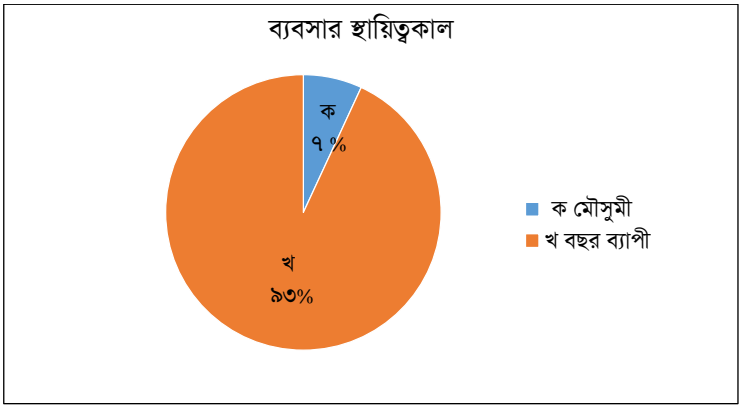


চিত্র ১৪ঃ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার স্থায়িত্ব উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

৯৩% পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা সব সময় তাদের ব্যবসা চলমান রাখেন। ৭% ব্যবসায়ী অস্থায়ীভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেন। যার ফলে কিছু সংখ্যক পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা বেকার সমস্যার সম্মুখীন হন।

### ৪.২.২ বিক্রিত পণ্যের ধরন

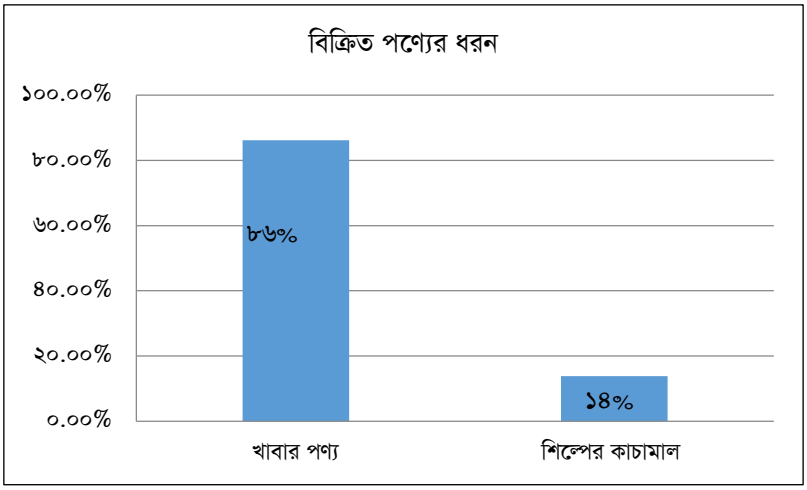


চিত্র ১৫ঃ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার বিক্রিত পণ্যের ধরন উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা ৮০% এর বেশি স্থানীয় বাজার বা কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করেন, যার বেশিরভাগ খাবার পণ্য। রাজশাহী জেলায় কোন কৃষিভিত্তিক শিল্প নেই, সুতরাং পাইকারী বিক্রেতাকে শিল্পের জন্য কাঁচামাল কম পরিমাণ কিনতে হয়।

### ৪.২.৩ বাজারে কৃষি পণ্যের চাহিদা

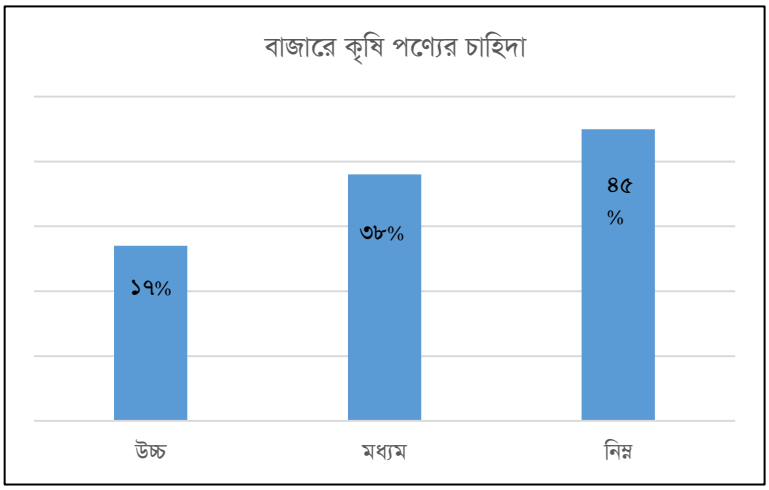


চিত্র ১৬ঃ বাজারে কৃষি পণ্যের চাহিদা উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী কৃষি পণ্যের চাহিদার প্রায় ৫০% এর কম। সুতরাং কৃষি পণ্য পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুনাফা কম হয়। কোন কৃষিভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান রাজশাহী অঞ্চলে বিকশিত হলে কৃষি পণের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

### ৪.২.৪ বিভিন্ন সমস্যার তীব্রতা

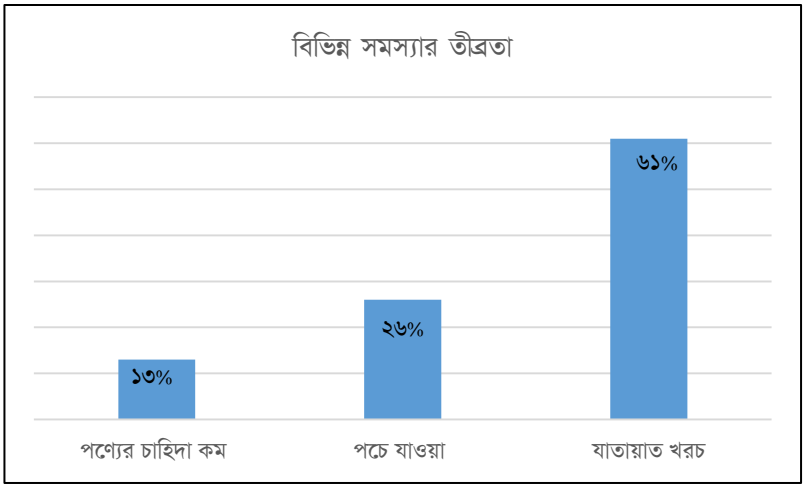


চিত্র ১৭ঃ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার সমসার তীব্রতা  উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমুখীন হয়ে থাকেন। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে যাতায়াত খরচ অন্যতম। যা প্রমান করে এই অঞ্চলের যোগাযোগ মাধ্যম ও রাস্তাঘাট যথেষ্ট উন্নত নয়। পরিবহন সমস্যা থাকার কারনে কাঁচামাল নষ্ট হয়ে থাকে যা তাদের বড় সমসার মুখোমুখি করে। এছাড়াও রয়েছে বাজারে পণ্যের চাহিদা না থাকাসহ নানামুখী সমস্যা।

### ৪.৩ স্টেক হোল্ডারঃ ভোক্তা

প্রতিটি দেশের অর্থনীতি বেশ কিছু স্বতন্ত্র খাতের উপর নিরভরশীল, যে  খাতগুলি পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হয়। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করে। শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এই দেশের কৃষির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত (আশফাকুর)। এই দেশের মানুষের জীবন জীবিকার মান কৃষি ও কৃষি পণ্যের উপর নির্ভর করে। কৃষিখাত উন্নত করতে দেশী ভোক্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ভাবা হয়। কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নের জন্য কৃষিপণ্যের ভোক্তা বিশ্লেষণ করার দরকার রয়েছে।  পণ্যের  ভোক্তাদের চারটি বড় শ্রেণিতে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায় । সেগুলো হলঃ

১। শিল্পকারখানার উপস্থিতি

২। ভোক্তা সনাক্তকরণ এবং তাদের জনমিতিক আচরণ

৩। ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা

৪।  পণ্য ক্রয়ের প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণ

### ৪.৩.১ শিল্পকারখানার উপস্থিতি

একটি দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য শিল্প একটি বড় ভুমিকা রাখতে পারে। রাজশাহী অঞ্চলে বলার মত তেমন কোন প্রতিষ্ঠিত শিল্প নাই। শিল্প বিকাশের জন্য তেমন কোন অবকাঠামো নেই রাজশাহীতে। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীন অবকাঠামোগুলোও আধুনিক নয় (দি ডেইলি সান, ০৩/০৯/২০১৫ )। রাজশাহীতে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বাবস্থা আরো উন্নত করতে হবে নতুন নতুন শিল্প প্রতিস্ঠা করার জন্য। রাজশাহী জেলার আয়তন ২৪২৫.৩৭ বর্গ কিলোমিটার এবং এর জনসংখ্যা ২৫৯৫১৯৭ জন (জেলা কমিউনিটি রিপোর্ট, ২০১১)। অধিক সংখ্যক জনগণ ও শিল্প প্রতিস্ঠানের অভাব থাকার কারনে, এই অঞ্চলে শ্রমিক খরচ বাংলাদেশ এর অন্য যেকোন অঞ্চলের চেয়ে কম। তবে এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাতীয় পণ্যের যোগান অত্যাধিক যা চাহিদার তুলনায় বেশি।

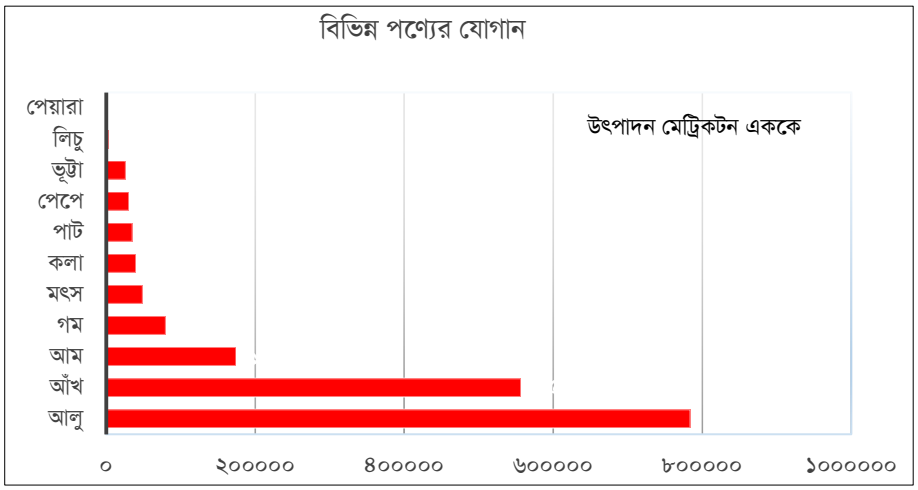


চিত্র ১৮ঃ রাজশাহী অঞ্চলে বিভিন্ন পণ্যের যোগান উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

উপরের লেখচিত্রে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত পণ্যের যোগান দেখান হয়েছে। রাজশাহীতে উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আলু, আখ ও আম এর যোগান অন্য যেকোন পণ্যের চেয়ে বেশি। এছাড়াও পাট, কলা, গম, ভূট্টা, পেয়ারা, লিচু, মিষ্টি কুমড়া ও লেবু ব্যাপ্যকভাবে উৎপাদিত হয়ে থাকে। কম মজুরি ও অধিক পরিমাণ কৃষি ভিত্তিক পণ্যের যোগান থাকার কারনে এই অঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব।

### ৪.৩.২ ভোক্তা সনাক্তকরণ এবং তাদের জনমিতিক আচরণ

ভোক্তা বিশ্লেষন করার জন্য একটি শিল্পপ্রতিষ্টানের ব্যবসায়িক বা বিপণন পরিকল্পনা সমালোচনামূলক অধ্যায়। ডেমোগ্রাফি হচ্ছে ভোক্তা একটি গুরুত্তপূর্ণ আচরণ। বেশিরভাগ ডেমোগ্রাফিক ভ্যারিয়েবলের মধ্যে বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা এবং আয়ের সীমাকে বিবেচনা করা হয়। জরীপের সময় কোন বয়স ভিত্তিক গুরুপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায় না। লিঙ্গ আরেকটি গুরুপূর্ণ ফ্যাক্টর, রাজশাহীতে তেমন কোন প্রতিষ্ঠিত শিল্প না থাকার ফলে অধিকাংশ মানুষ স্থানীয় এবং জাতীয় পণ্যের ওপর নির্ভশীল।

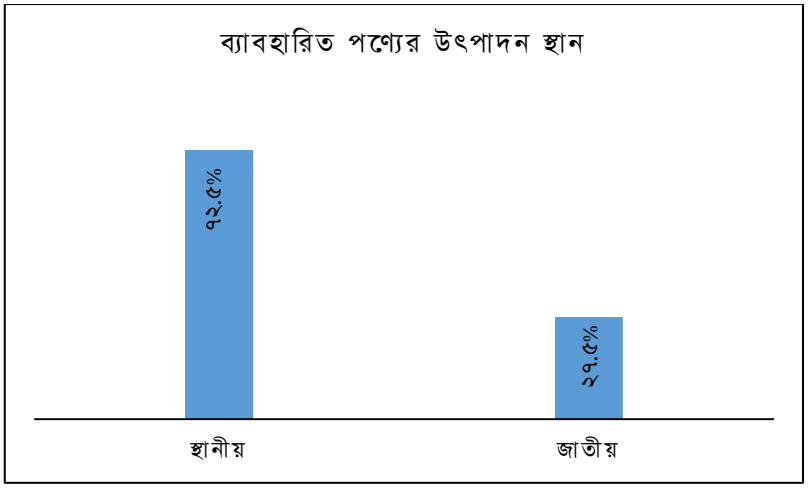


চিত্র ১৯ঃ ব্যবহৃত পণ্যের উৎপাদন স্থান  উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

রাজশাহী জেলার বেশিরভাগ মানুষ নিরক্ষর বা কম শিক্ষিত। শিক্ষার স্তরের ভিতিতে একটি পণ্যের খরচ সম্পর্কে কোনো বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। তবে আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাজশাহীতে সাধারনত তিন ধরণের মানুষ বসবাস করে তারা হল নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের লোকজন সাধারণত স্থানীয় পণ্যের একনিষ্ট ব্যবহারকারী। উচ্চমধ্যবিত্ত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানের পণ্য ব্যবহার করে থাকে।

### ৪.৩.৩ ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা

ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা কিছু নিয়ামানুগ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলে যেটা কিনা ভোক্তার ক্রয় পক্রিয়ায় প্রবেশন ও  ক্রয় এর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বোঝা যায়। ভোক্তার কিনাকাটার ধরণ পণ্যের প্রাপ্যতা, পণ্যের কোয়ালিটি এবং ইউনিট প্রতি মূল্যের উপর নির্ভর করে।

একটি পণ্য ভাল না মন্দ বিবেচনা করার জন্য উহার গুনগত মান একটি গুরুত্তপুর্ণ ফ্যাক্টর । অধিকাংশ ভোক্তা মানের ভিত্তিতে একটি পণ্য ব্যবহার করে থাকে। জরীপ করার সময় সাধারন জনগণ রাজশাহীর কৃষি ভিত্তিক পণ্যকে তিনটি মানে বিভক্ত করেছে। তাদের মধ্যে ৫৫% মনে করে পণ্যের মান ভাল, ৩২.৫% মনে করে মধ্যম মানের এবং বাকি ১২.৫% মানুষ মনে করে পণ্যগুলো নিম্ন মানের যা নিচের লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হলঃ

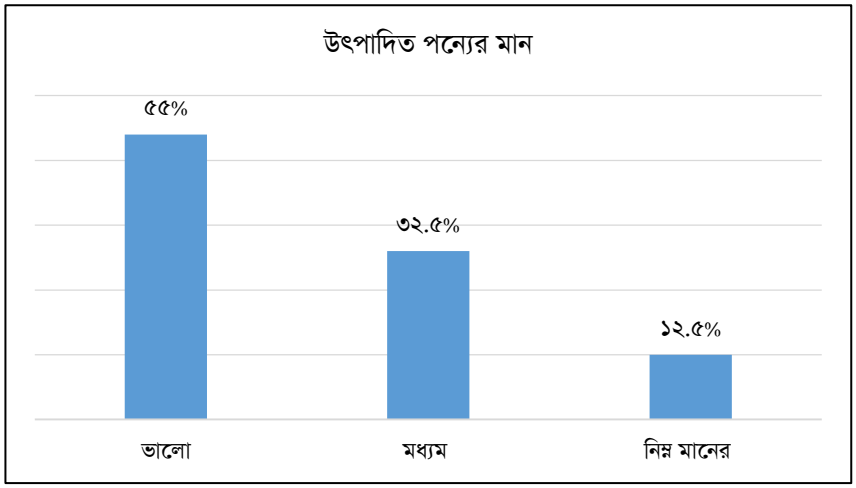


চিত্র ২০ঃ উৎপাদিত পন্যের মান উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

পণ্যের সহজলভ্যতা পণ্যের চাহিদা তৈরি করে থাকে কিন্তু রাজশাহীর ক্ষেত্রে অধিক পণ্যের উৎপাদন যথাযত চাহিদা তৈরি করতে পারছে না, যার ফলে উৎপাদনকারীরা প্রকৃত লাভ পাচ্ছে না।

### ৪.৩.৪ পরিকল্পিত এলাকায় পণ্যের প্রাপ্যতা

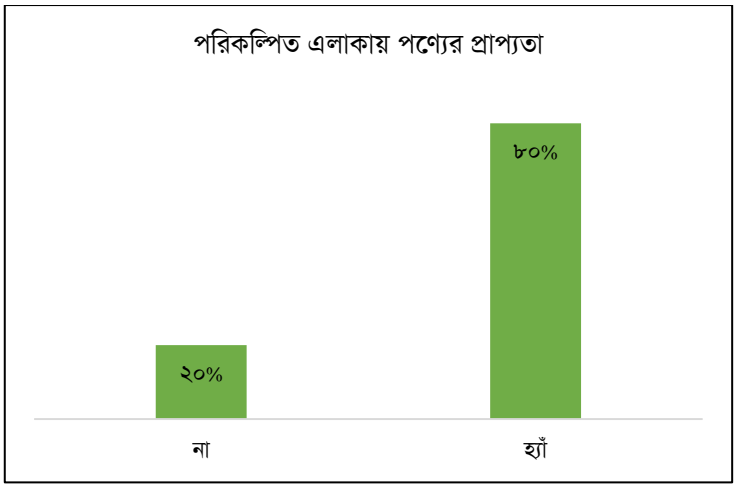


চিত্র ২১ঃ রাজশাহীতে পণ্যের প্রাপ্যতা উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

ভোক্তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ মনে করে থকেন এই অঞ্চলে পণ্যের যোগান অনেক বেশি। উত্তরকারীরা আরো বলেছেন এই অঞ্চলে যথেষ্ট কাঁচামাল রয়েছে শিল্প কারখানায় যোগান দেয়ার জন্য।

### ৪.৩.৫ পণ্য ক্রয়ের প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণ

একজন ভোক্তা একটি পণ্য পছন্দ করেন দুইটি বৈশিষ্টের উপর নির্ভর করে তা হল পণ্যের মান ও দাম। তাই একটি চাহিদা পূর্ণ পণ্য এই দুইটি বৈশিষ্টের উপর নির্ভর করে। ভোক্তা সর্বদা চাই অল্প খরচে পণ্য কিনতে। যার ফলসরূপ ভোক্তা ভালো পণ্য কিন্তে চায় অল্প খরচে। রাজশাহীতে যথেষ্ট রস্তাঘাট ও বাজার বাবস্থা না থাকায় কাচামাল দাম কম। কৃষি ভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্টানের মালিকেরা অল্প খরচে কাচামাল সংগ্রহ করতে পারবে এবং তা দিয়ে উৎপাদিত পণ্য অল্প খরচে সরবরাহ করতে পারবে। যার  ফলস্বরূপ পণ্যের মান ও দাম দিয়ে ভোক্তা আকৃষ্ট করতে পারবে।

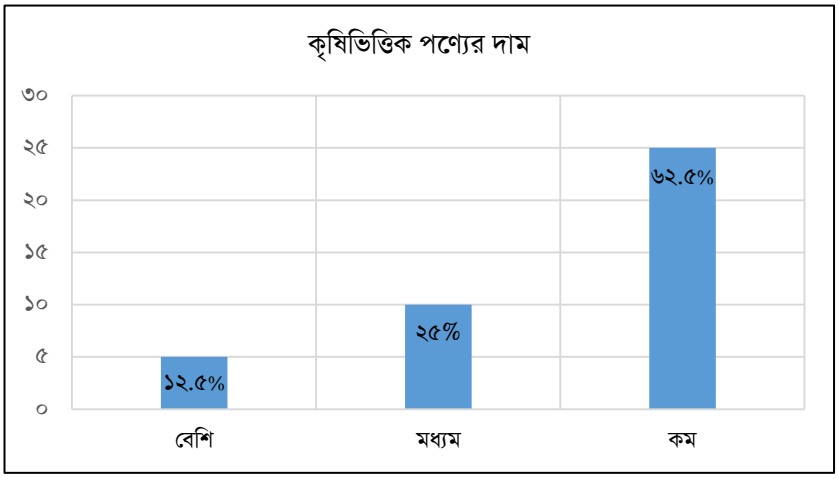


চিত্র ২২ঃ রাজশাহীতে কৃষিভিত্তিক পণ্যের দাম  উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

উপরের কৃষি ভিত্তক পণ্যের দামের গ্রাপ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৬২.৫% উত্তর দাতা বলছেন কৃষি ভিত্তিক পণ্যের দাম বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলে দাম কম। যদি এই অঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্টান গড়ে ওঠে তাহলে শিল্প মালিক ও ঊৎপাদন কারী উভয়েই লাভবান হবে।

### ৪.৩.৬ সুপারিশ

মাঠ পর্যায়ের জরীপে ভোক্তারা বলেছেন, এই অঞ্চলে কৃষি-ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্টান গড়ে তোলা যায়। তার মধ্যে আম, আলু, আখ, গম, পাট, পেপে, লেবু, পেয়ারা, লিচু ও ডাল জাতীয় শিল্প প্রধান্য পাবে।

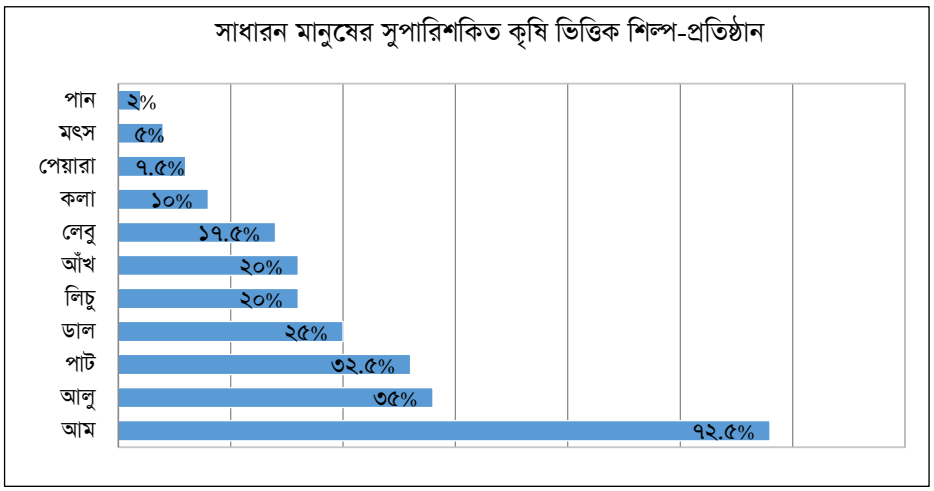


চিত্র ২৩ঃ সাধারন মানুষের সুপারিশকৃত কৃষি ভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

### ৪.৪ স্টেক হোল্ডারঃ শিল্প মালিক

### ৪.৪.১ রাজশাহীর বর্তমান শিল্পকারখান

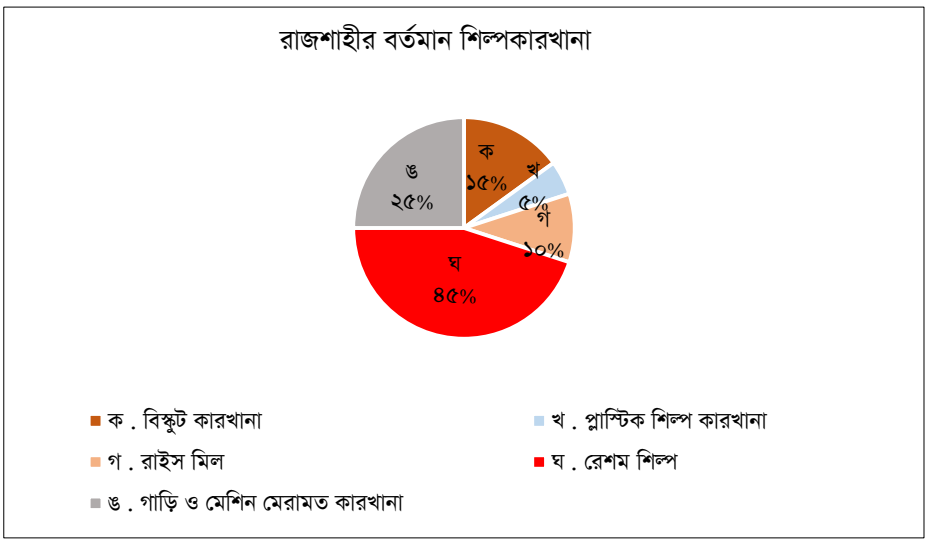


চিত্র ২৪ঃ রাজশাহীর বর্তমান শিল্পকারখানা উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

রাজশাহীতে বিভিন্ন ধরেনের শিল্পকারখানা অবস্থিত। তবে এগুলোর মধ্যে রেশম শিল্প অনেক উন্নত যা সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত। বর্তমানে একটি জরিপের মাধ্যমে দেখা গেছে রাজশাহীতে অবস্থিত শিল্প কারখানাগুলোর মধ্যে ৪৫ শতাংশ রেশম শিল্প, আর অন্যান্য শিল্পের ভেতর ২৫ শতাংশ গাড়ি ও মেশিন মেরামত কারখানা, ১৫ শতাংশ বিস্কুট কারখানা এবং কিছু সংখ্যক রাইস মিল ও প্লাস্টিক শিল্প কারখানা আছে যা উপরের ২৪ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

### ৪.৪.২ কাঁচামালের উৎস

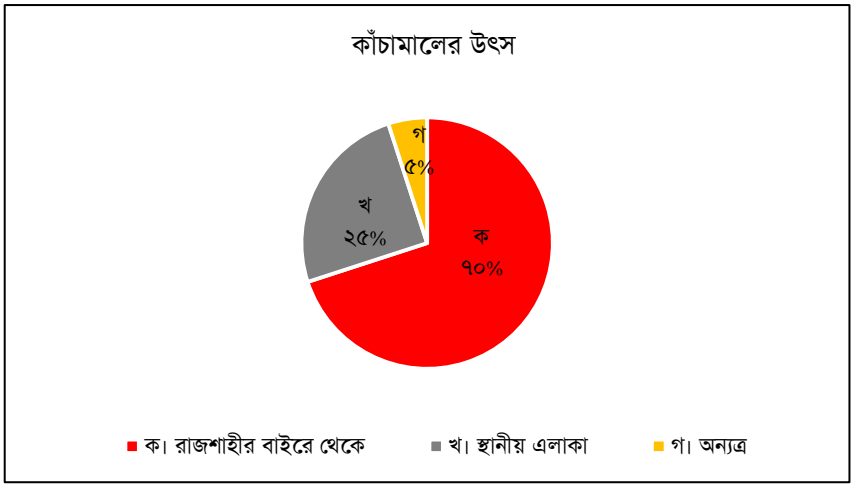


চিত্র ২৫ঃ কাঁচামালের উৎস উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

রাজশাহী শিল্পের দিক থেকে খুব বেশি উন্নত নয়। আর এখানে যে শিল্প কারখানা গুলো গড়ে উঠেছে সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয়। এগুলোর মধ্যে ৭০ শতাংশ কাঁচামাল রাজশাহীর বাহির থেকে আনা হয়, ২৫ শতাংশ স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং ৫ শতাংশ অন্যত্র থেকে আনা হয়।

### ৪.৪.৩ শ্রমিক কোথায় থেকে আসে

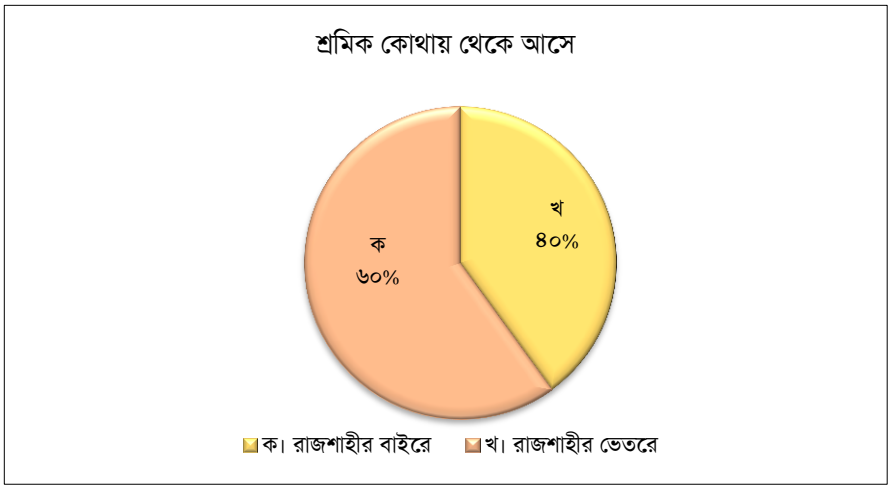


চিত্র ২৬ঃ শ্রমিক কোথায় থেকে আসে উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

উপরের লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ শ্রমিক রাজশাহীতেই বসবাস করে এবং এখানকার শিল্প প্রতিষ্ঠানেই কর্মরত আছে। ৬০ শতাংশ শ্রমিক রাজশাহীর অভ্যন্তরীন আর বাকীরা রাজশাহীর বাহির থেকে আসে।

### ৪.৪.৪ বেকারত্ব দূর হয় কি না

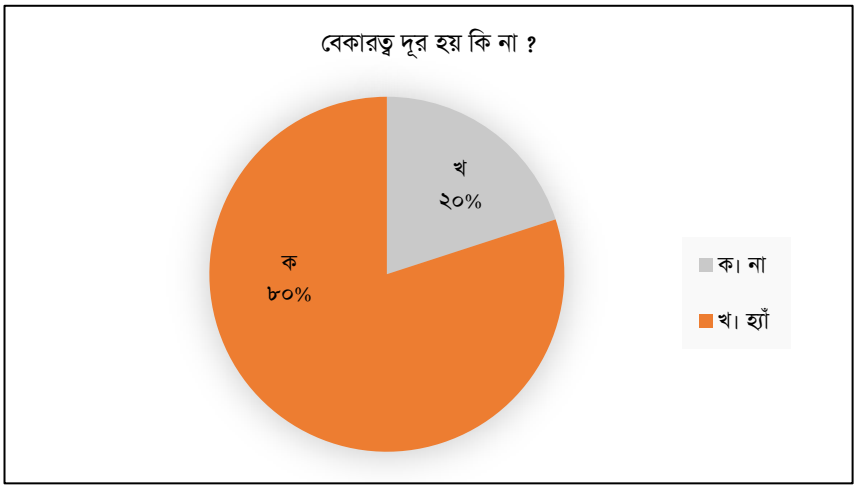


চিত্র ২৭ঃ বেকারত্ব দূর হয় কি না উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

জরিপে দেখা যায় যে, ৮০ শতাংশ শিল্প মালিকগণ বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য এলাকার বেকারত্ব দূর হচ্ছে এবং বাকী ২০ শতাংশ শিল্প মালিকগণ বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা কোন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেকারত্ব দূর হচ্ছে না।

### ৪.৪.৫ কাঁচামাল এর মূল্য

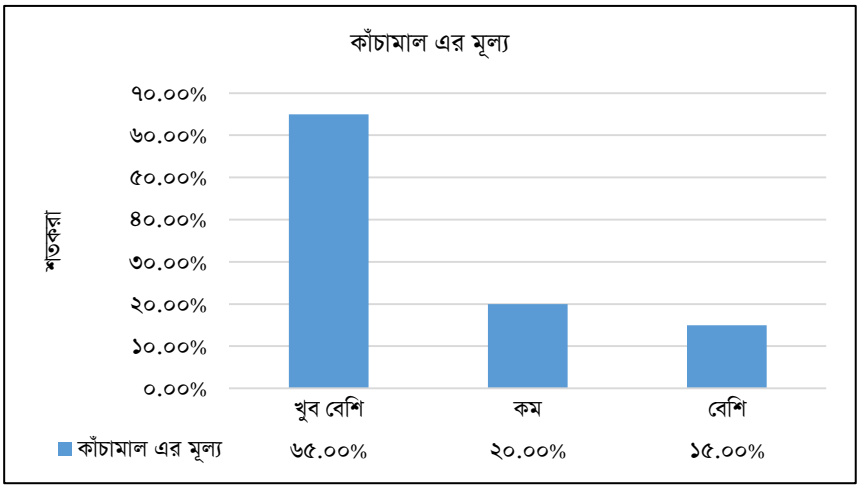


চিত্র ২৮ঃ কাঁচামাল এর মূল্য উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

উক্ত গবেষণার জরিপে দেখা গিয়েছে, ৬৫ শতাংশ শিল্প মালিকগণ বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান এর জন্য যে কাঁচামাল প্রয়োজন সেগুলোর মূল্য তুলনামূলক বেশি। অপরদিকে, ২০ শতাংশ এবং ১৫ শতাংশ শিল্প মালিকগণ বলেছেন যথাক্রমে কম মূল্য এবং বেশি মূল্য। যেহেতু অধিকাংশ কাঁচামাল রাজশাহীর বাহির থেকে নিয়ে আনা হয় তাই মূল্য অনেক বেশি।

### ৪.৪.৬ শ্রমিকদের মজুরি

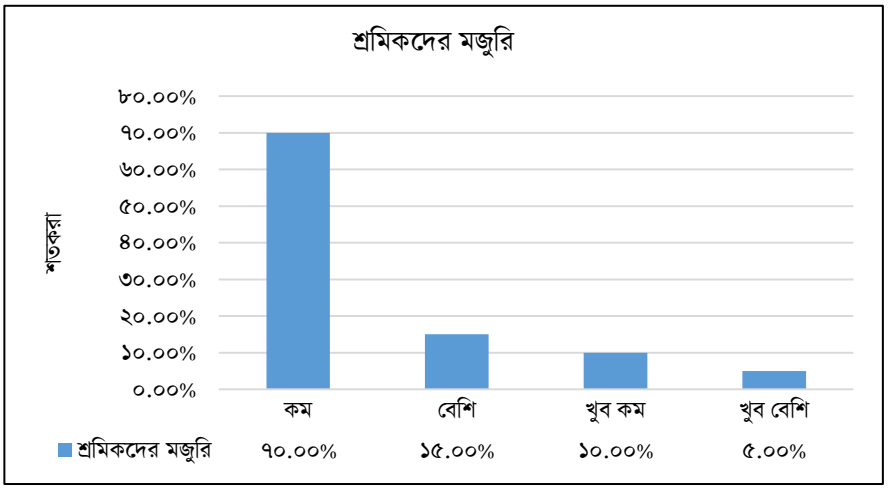


চিত্র ২৯ঃ শ্রমিকদের মজুরী উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

উক্ত গবেষণার জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, ৭০ শতাংশ শিল্প মালিকগণ বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান এর জন্য যে শ্রমিক প্রয়োজন তাদের খরচ তুলনামূলক কম। তাছাড়া ১২ শতাংশ শিল্প মালিকগণ বলেছেন খরচ বেশি।

### ৪.৪.৭ ঋণ প্রদান বিষয়ক তথ্য

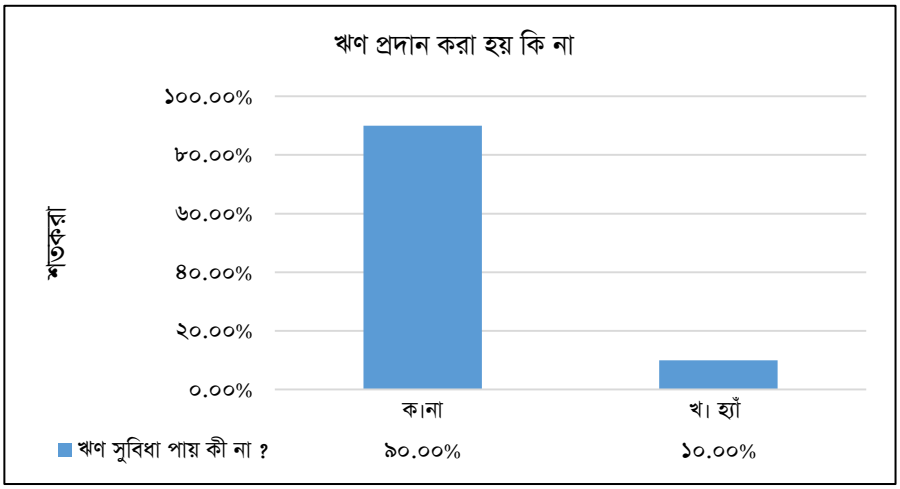


চিত্র ৩০ঃ ঋণ প্রদান করা হয় কি না উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৯০ শতাংশ শিল্প মালিকগণ বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান এর জন্য কোন ঋণ প্রদান করা হয় না। তবে ১০ শতাংশ ঋণ পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের ঋণের সুদের হার অনেক বেশি হওয়ায় তারা ঋণ নিতে আগহী নন।

### ৪.৪.৮ পরিবহন খরচ

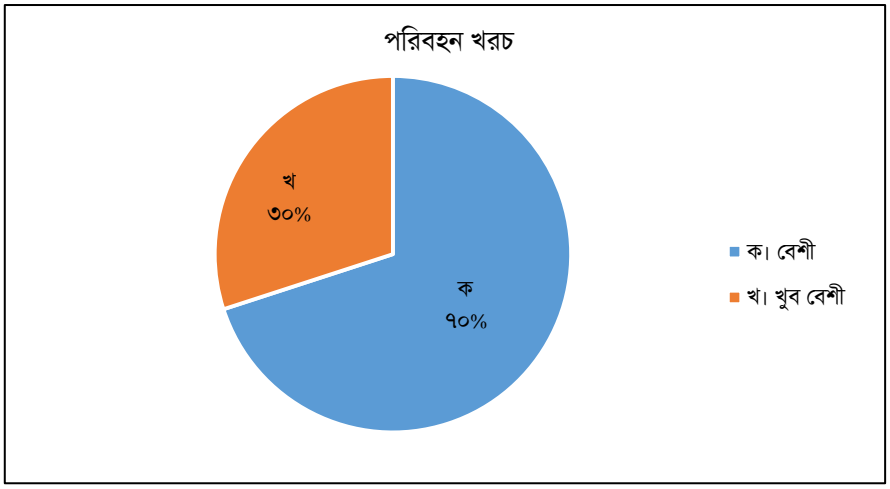


চিত্র ৩১ঃ পরিবহন খরচ উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

জরিপ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৭০ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিক ধারণা করেছেন শিল্প প্রতিষ্ঠান এর জন্য পরিবহন খরচ তুলনামূলক বেশি যা ৭০ শতাংশ। অপরদিকে ৩০ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিক ধারণা করেছেন পরিবহন খরচ অনেক বেশি। এটির পেছনে অন্যতম কারন হলো রাজশাহীতে জাহাজে বা নৌপথে কোন পণ্য নিয়ে আসা হয় না বা সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই। আবার এখানে কোন কাঁচামাল নিয়ে আসতে অধিক পরিমানে কর প্রদান করতে হয়।

### ৪.৪.৯ প্রস্তাবিত কৃষি শিল্প

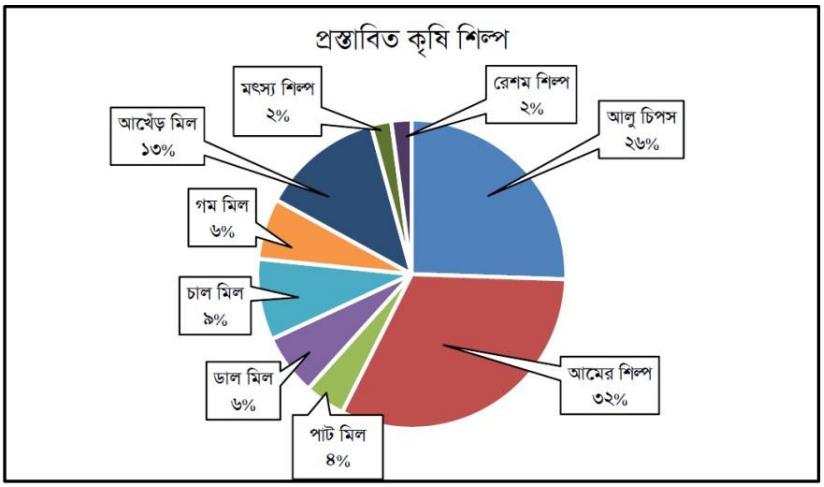


চিত্র ৩২ঃ প্রস্তাবিত কৃষি শিল্প উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

প্রায় ২৫ শতাংশ শিল্প মালিকগণ তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে চান না। তবে বাকী ৭৫ শতাংশ শিল্প মালিকগণ অন্য কৃষি শিল্প গড়ে তুলতে চান। নতুন কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে কিছু নির্ণায়ক আছে তা হল যথাক্রমে কম শ্রমিক মজুরী, ঋণ প্রদান ইত্যাদি। তারা যে সকল শিল্প করতে চান তা হল, স্বল্প কাঁচামাল খরচ, আলুর চিপস, আমের পাল্প, চাল, ডাল ও গমের মিল, আঁখের মিল, মৎস্য শিল্প ও রেশম শিল্প ইত্যাদি। রাজশাহীতে শিল্পায়নের উন্নতির শিল্প মালিকরা কিছু সুপারিশ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন তাদের মধ্যেঃ

- পরিবহন ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের বিকাশ
- পণ্যসম্ভার সুবিধা প্রদান
- সর্বনিম্ন মূল্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান এর জন্য গ্যাস লাইন প্রদান
- প্রস্তাবিত কর হ্রাস এবং শিল্প ও শিল্প মালিকদের জন্য ঋণ প্রদান
- ভূমি ও বিদ্যুৎ যথাযথ হারে প্রদান করা উচিত

## ৪.৫ স্টেক হোল্ডারঃ শিল্প শ্রমিক

### ৪.৫.১ জনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

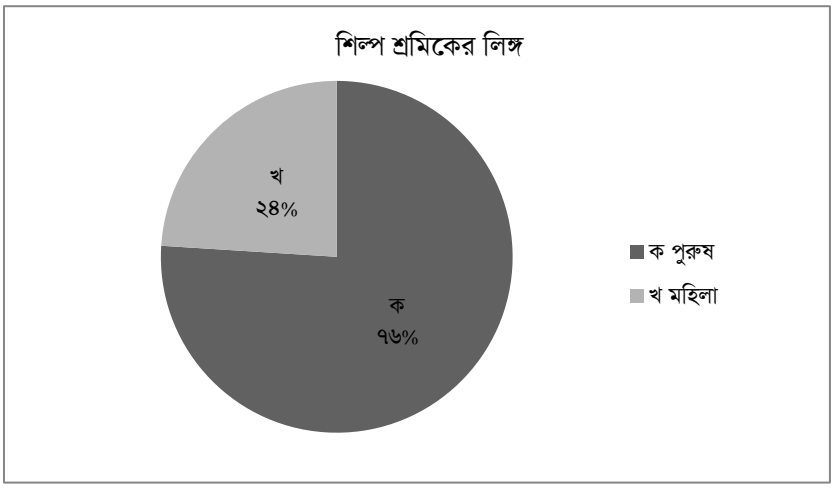


চিত্র ৩৩ঃ লিঙ্গ প্রকারভেদ উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

উপরের লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্প-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে বেশীরভাগই পুরুষ শ্রমিক। এখানকার কারখানাগুলোতে ৭৬% পুরুষ শ্রমিক এবং ২৪% মহিলা শ্রমিক কাজ করে।

### ৪.৫.২ শিল্প-কারখানা সম্পর্কিত তথ্য

এই সমীক্ষার জন্য নেয়া উত্তরদাতাদের সবাই সপুরা শিল্প এলাকার শিল্প-কারখানাতে কাজ করে। শিল্প কারখানাগুলোর মধ্যে আছে মটর ওয়ার্কশপ গ্যারেজ, আশরাফ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, সপুরা সিল্ক, উষা সিল্ক ইত্যাদি।

### ৪.৫.৩ উৎপাদিত পণ্যের ধরন

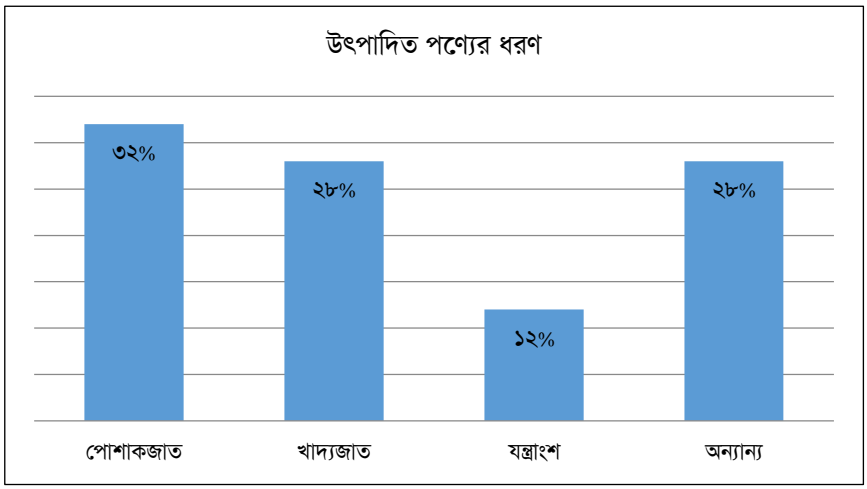


চিত্র-৩৪ঃ উৎপাদিত পণ্যের ধরণ উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

লেখচিত্র ৩৪ থেকে দেখা যায় যে, শিল্প শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন কাজে নিয়োজিত আছে।এগুলোর মধ্যে আছে, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যজাত ও পোশাকজাত শিল্প তৈরী, যন্ত্রাংশ মেরামত ও আন্যান্য কাজ। সপুরাতে পোশাক কারখানা বেশী থাকাই বেশির ভাগ শ্রমিক পোশাকজাত শিল্প তৈরীতে নিয়োজিত আছে। এসব কাজের জন্যে দৈনিক তাদের গড়ে ৮-১২ ঘন্টা কাজ করা লাগে। কোন কোন কারখানাতে শ্রমিকদের ১৮ ঘন্টা পর্যন্তও কাজ করা লাগে, যা তাদের শরীরের জন্যে খুবই ক্ষতিকারক।

### ৪.৫.৪ শিল্প কারখানার কাজের ধরন

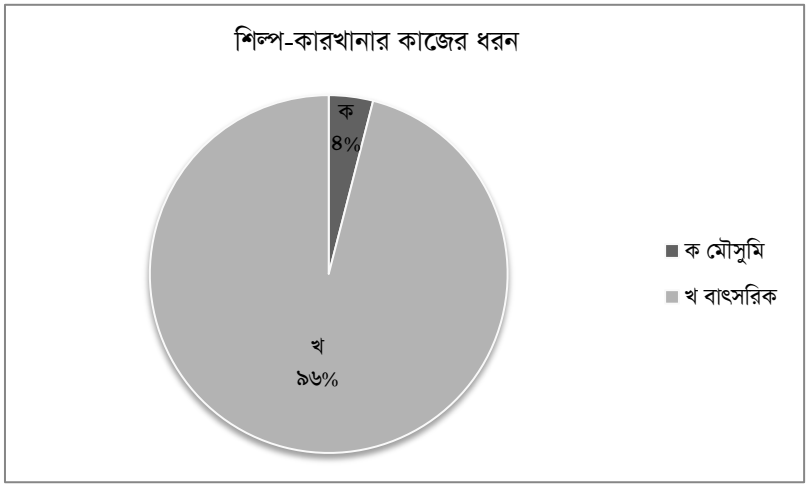


চিত্র-৩৫ঃ শিল্প-কারখানার কাজের ধরন  উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

এখানে লেখচিত্র থেকে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ কারখানায় সারা বছর কাজ চলে। খুব সামান্য পরিমান (৪%) কারখানা শুধু বছরের একটা নির্দিষ্ট মৌসুমে চলে। সপুরার বেশীর ভাগ কারখানাতে পোষাক, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য যেমন বিস্কুট ফ্যাক্টরী ও যন্ত্রাংশ তৈরী ও মেরামত করা হয়। তাই এগুলোতে মোটামুটি সারা বছরই কাজ চলে।

### ৪.৫.৫ শ্রমিকদের বর্তমান মজুরি

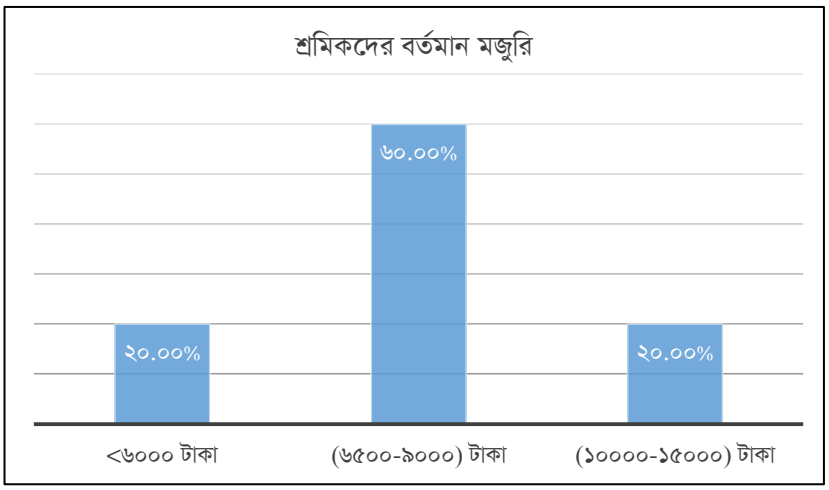


চিত্র ৩৬ঃ শ্রমিকদের বর্তমান মজুরি  উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

শ্রমিকরা বর্তমান মজুরি খুবই কম। চিত্র থেকে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ (প্রায় ৬০%) শ্রমিকদের আয় ৬৫০০-৯০০০ টাকার মধ্যে। কিছু আছে খুবই নিম্ন আয়ের শ্রমিক এদের মাসিক আয় ৬০০০ টাকার নিচে। আবার কিছু শ্রমিক আছে, যারা অনেক দিন ধরে কাজ করছে, এদের মাসিক আয় মোটামুটি ভালো (১০০০০ এর উর্ধ্বে)।

### ৪.৫.৬ বর্তমান আয়ে সন্তুষ্টির পরিমাণ

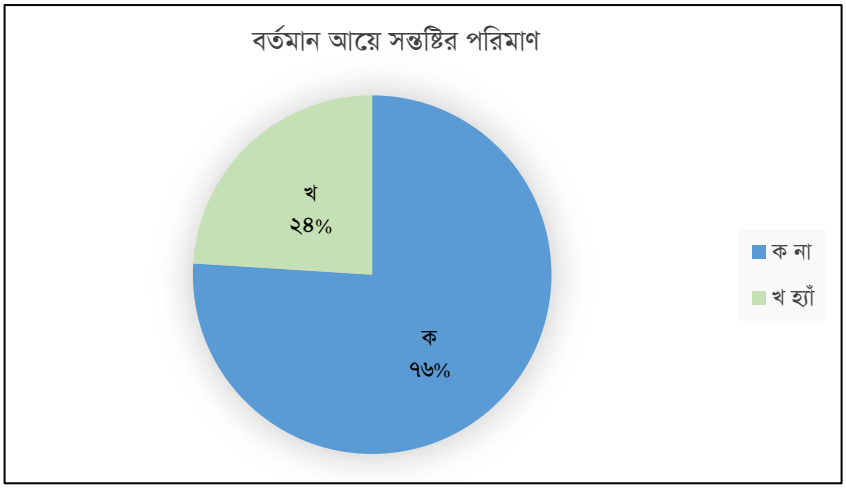


চিত্র-৩৭ঃ বর্তমান আয়ে সন্তুষ্টির পরিমাণ উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

শ্রমিকদের মজুরি কম হওয়ায় তারা তাদের বর্তমান আয়ে সন্তুষ্ট না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান আয়ে সন্তুষ্ট কি না এ প্রশ্ন করা হলে ৭৬% উত্তরদাতা বলেছে যে তারা সন্তুষ্ট না, শুধুমাত্র ২৪% উত্তরদাতারা তাদের বর্তমান আয় নিয়ে সন্তুষ্ট আছেন।

### ৪.৫.৭ কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানাতে কাজ করার আগ্রহঃ

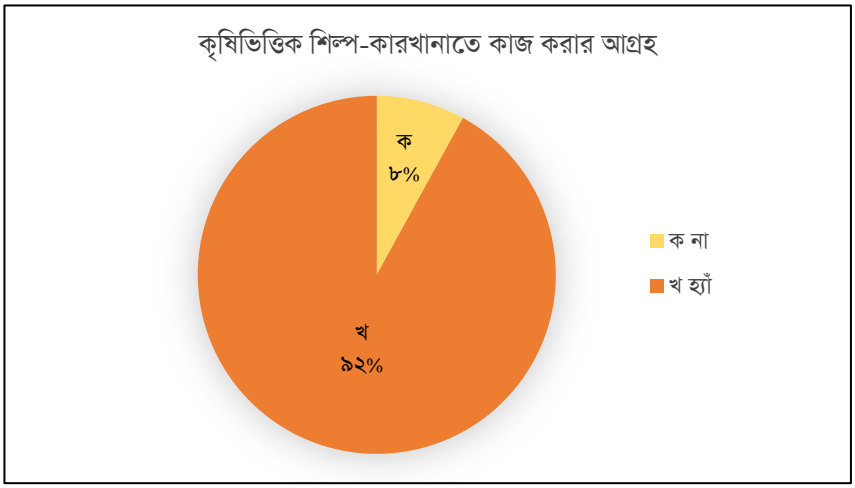


চিত্র ৩৮ঃ কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানাতে কাজ করার আগ্রহ উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

জরিপ থেকে দেখা যায় যে, শ্রমিকরা তাদের বর্তমান আয়ে সন্তুষ্ট না, তাই তারা বর্তমান কাজের চেয়ে উন্নতমানের কাজ চায়। যেখানে দৈনিক গড়ে ৮ ঘন্টা কাজ করে একটা সম্মানজনক মজুরি পাবে। রাজশাহীতে যদি কোন কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হয়, তাহলে ৯২% শ্রমিক সেখানে কাজ করতে ইচ্ছুক। সেক্ষেত্রে তারা বলেছে যে, যদি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তারা আগ্রহী। প্রশিক্ষণ ছাড়াও যে সব শ্রমিকদের বাসা কারখানা থেকে দূরে, তাদের যাতায়াতের ব্যাবস্থা করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবহন ভাতার ব্যাবস্থা করার দাবি জানিয়েছে তারা।

### ৪.৫.৮ কাঙ্ক্ষিত মজুরি

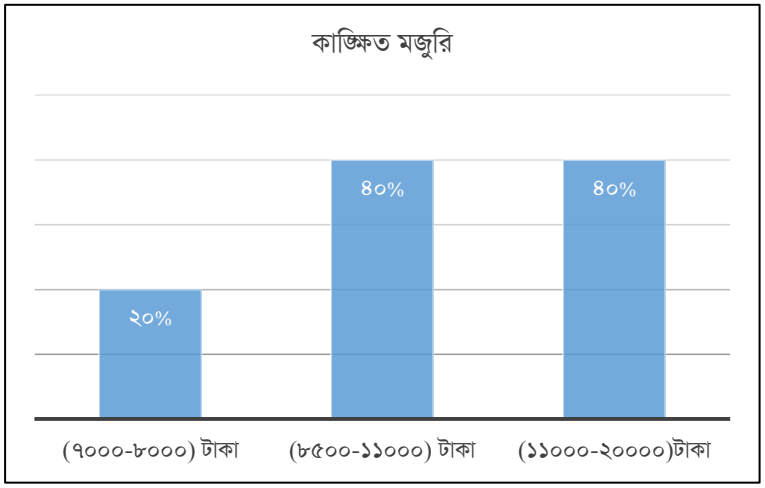


চিত্র ৩৯ঃ কাঙ্ক্ষিত মজুরি উৎসঃ ইউ ডি ডি জরিপ, ২০১৬

আগেই জানা গেছে যে উত্তরদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই তাদের বর্তমান আয়ে অসন্তুষ্ট। তাই নতুন কারখানাতে কাজ করার আগে তাদের প্রধান শর্ত ভালো মজুরি প্রাপ্তি।

## অধ্যায় ৫ঃ ষ্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভার বিশ্লেষণ

গবেষণা পদ্ধতির অন্যতম একটি মাধ্যম ষ্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভা। গবেষণা কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য মোট পাঁচ শ্রেণীর ষ্টেকহোল্ডার বাছাই করা হয়েছিল। প্রতিটি ষ্টেকহোল্ডার সভায় ২০ জন সদস্য অংশগগ্রহন করেন। মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে মূল্যবান মতামত গৃহীত হয়। নিম্নে বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডার সভার তথ্যাবলী আলোকপাত করা হল।

**৫.১ ষ্টেকহোল্ডার-শিল্পমালিকঃ** ১১/০৪/২০১৬ ইং তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় নাসিব কার্যালয়, বিসিক এরিয়া, সপুরা, রাজশাহীতে বিসিকের শিল্প মালিকদের সাথে ১ম ষ্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মুক্ত আলোচনায় যেসব বিষয় আলোচনা হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ছবি ৬ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-শিল্পমালিক, বিশেষ অতিথির বক্তব্য

ছবি ৭ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-শিল্পমালিকঃ মুক্ত আলোচনা

**৫.১.১ ইউডিডি'র বক্তব্যঃ** রাজশাহী একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল । বিশেষ করে এখানকার আম ও রেশমের খ্যাতি সারা দেশ ব্যাপী, এমনকি দেশের বাহিরেও এর খ্যাতি রয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতু হওয়াতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজশাহীতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এর পরেও রাজশাহীতে আশানুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না কেন ?

**৫.১.২ বিসিক মালিক পক্ষের বক্তব্যঃ** রাজশাহীতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে সত্যি। কিন্তু এর অন্তরায় অনেকগুলি কারণ রয়েছে। যাহা নিম্নরুপঃ

**৫.১.২.১ সরকার পক্ষের অসহযোগিতাঃ** একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। একজন শিল্প মালিককে এগুলো সহযোগিতা পেতে বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অনুমোদন পেতে অনেক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। বাহিরের দেশগুলোতে অতি সহজেই ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। সেক্ষেত্রে এত আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া রাজশাহী স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত শিল্পাঞ্চল হওয়ায় সরকারের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলের জন্য বাড়তি কোন সুবিধা দেয়া হয় না। ফলে উন্নত শিল্পাঞ্চলের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

**৫.১.২.২ ব্যাংকের অসহযোগিতাঃ** একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। একজন শিল্প মালিকের পক্ষে পুরোপুরি অর্থ বিনিয়োগ করা দুরূহ ব্যাপার। তাই একজন মালিক শিল্প গড়ে তোলার জন্য ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। মালিক ৪০% অর্থ বিনিয়োগ করলে ব্যাংক বাকি ৬০% অর্থ ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ব্যাংক শুরুতে ২০-৩০% অর্থ দিলেও পরবর্তীতে বাকি অর্থ দেয় না। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি কিছুদুর অগ্রসর হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। তাছাড়া ব্যাংক যা ঋণ দেয় তার বিনিময়ে অধিক পরিমাণে জমি মর্টগেজ নেয়। এ সবের পিছনে একটি সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে। যখন কোন মালিক শিল্প স্থাপনে ব্যর্থ হয় এবং দিনে দিনে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মর্টগেজ ক্রিত জমি বিক্রির উদ্যোগ নেয়। আর তখন ঐ চক্রটি এ সুযোগে সদ্ব্যবহার করে। ছোট মালিকেরা ব্যাংক ঋণের সুবিধা তেমন একটা পায় না। কারণ ব্যাংক তাদেরকে ঝামেলা মনে করে। ফলে ছোট মালিকদের শিল্প প্রতিষ্ঠান দিনে দিনে হুমকির সম্মুখিন হয়ে পড়ছে।

**৫.১.২.৩ প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ** রাজশাহীতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে চট্টগ্রাম হতে কাচামাল পরিবহন খরচ অনেক বেশি। কারণ সড়ক পথই এখানকার একমাত্র ভরসা। রেল বা পানি পথে কাঁচামাল ও শিল্প পণ্য পরিবহনের কোন সুযোগ নেই।

**৫.১.২.৪ বিদ্যুৎ/গ্যাস সংকটঃ** বিদ্যুতের লোড শেডিংয়ের জন্য প্রতিনিয়ত শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়। হাতেগোনা কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ দেয়া হলেও বর্তমানে গ্যাস সংযোগ দেয়া বন্ধ রয়েছে। ফলে নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

ছবি ৮ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-শিল্পশ্রমিক, প্রশ্নোত্তর যাচাইকরণ পর্ব

ছবি ৯ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-শিল্পশ্রমিক, মুক্ত আলোচনা

**৫.২ ষ্টেকহোল্ডার-শিল্পশ্রমিকঃ** বিগত ১১/০৪/২০১৬ ইং তারিখ দুপুর ১২.৩০ ঘটিকায় নাসিব কার্যালয়, বিসিক এরিয়া, সপুরা, রাজশাহীতে বিসিকের শিল্প শিল্প শ্রমিকদের সাথে ২য় ষ্টেকহোল্ডার কন্সাল্টেশন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মুক্ত আলোচনায় যেসব বিষয় আলোচনা হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

**৫.২.১ বিসিক শ্রমিক পক্ষের বক্তব্যঃ** শ্রমিকরা তাদের কাজের সঠিক মজুরি পায় না। তারা স্ব স্ব কাজের মানোন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ পায় না। যদিও বিসিকে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। সেখানে বাহিরের শিক্ষিত/বেকার ছেলে-মেয়েরাই মূলত প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হওয়ায় তাদেরকে এখানে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়া হয় না। অথচ তাদের কাজের মানোন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রতিবন্ধকতার কারনেই এই সমস্যা।

**৫.২.২ বিসিক সংগঠন/সমিতির বক্তব্যঃ** রাজশাহীর অবস্থান দেশের এক প্রান্তে হওয়ায় এখানকার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। গ্যাসের প্রাপ্যতা না থাকায় শিল্পের উৎপাদন খরচ অনেক বেশি হয়। সে তুলনায় উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পাওয়া যায় না। রাজশাহীতে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির জন্য সড়ক পথই এক মাত্র ভরসা। রেলপথে কাঁচামাল আমদানি খরচ অনেক কম। কিন্তু ঢাকা বা চট্টগ্রাম হতে সরাসরি রাজশাহীতে রেলপথে মালামাল আমদানি করা যায় না। তাছাড়া উৎপাদিত শিল্প পণ্য রপতানির ক্ষেত্রেও সড়ক পথই এক মাত্র ভরসা। বঙ্গবন্ধু সেতু হওয়াতে সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে সত্য। কিন্তু রাজশাহীতে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বা উৎপাদিত শিল্প পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন সুবিধা সৃষ্টি হইনি। যদিও বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেল লাইন (ব্রড গেজ/মিটার গেজ) আছে। সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে একই ধরণের লাইন না থাকায় স্বল্প খরচে কাঁচামাল পরিবহন করা সম্ভব হয় না। তাই রাজশাহীতে স্বল্প খরচে কাঁচামাল ও শিল্প পণ্য পরিবহনের জন্য আলাদা রেলসেতু স্থাপন অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

**৫.৩ ষ্টেকহোল্ডার-কৃষকঃ** ২১/০৫/২০১৬ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ টায় কানাইপারা, ঝলমলিয়া, পুঠিয়া, রাজশাহীতে কৃষকদের সাথে ৩য় ষ্টেকহোল্ডার কন্সাল্টেশন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মুক্ত আলোচনায় যেসব বিষয় আলোচনা হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ছবি ১০ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-কৃষক, প্রশ্নোত্তর যাচাইকরণ পর্ব

ছবি ১১ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-কৃষক, মুক্ত আলোচনা

জনাব আব্দুর রহমান মিয়া বলেন, সব ফসলের মধ্যে ভূট্টায় বেশি লাভ হয় । খরচের তুলনায় সবচেয়ে লাভ ভূট্টায়। ভূট্টা, আলু, ধান স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয়। যেসব ফসল বেশি উৎপাদিত হয় ভূট্টা, আলু, ধান, আম, লিচু,পেয়ারা। বিঘা প্রতি আলু ১০০ মন, ধান ১৫ মন, গম ১০ থেকে ১২ মন হয়। ভূট্টার দাম মন প্রতি ৫৭০ টাকা এবং মন প্রতি লাভ হয় ২০০ টাকা। অধিক লাভজনক ফসল এই ভূট্টা। এই এলাকায় বেগুন, রসুন, পেঁয়াজ, আখ, আলু এবং ধান প্রভুতি চাষ হয়। আমাদের

এখানে আম অধিক পরিমাণে হয়। কিন্তু আম চাষে বেশি যত্ন বা গুরুত্ত দেওয়া হয় না। আখ এখন ভাল চাষ হয় না। কারণ মিলের সহযোগিতা ভাল নয়। মিলের লেনদেন এ অনেক সমস্যা। তাদের কাছ থেকে নগদ আদায়ে অনেক সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া আখ চাষ অনেক দীর্ঘ মেয়াদী।

জনাব মোঃ লুৎফর রহমান বলেন আখ অন্যান্য ফসলের মতো ইচ্ছা অনুযায়ী বিক্রয় করা যায় না। গম খুব ভালো উৎপাদিত হয় না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে করতে হয়। কলা চাষ হয় তবে বেশি নয়। কলা লাভজনক ফসল। টমেটো খুব ভাল উৎপাদিত হয় না। কুল বরই চাষে কৃষকদের আগ্রহ কম। পান চাষ এখানে হয় না তবে এটি লাভজনক। পেঁপে চাষ হয় দামও ভালো এবং পেঁপে চাষ অনেক লাভজনক। এ এলাকায় হাঁস মুরগী ও গরুর খামার নেই। কৃষিজাত পণ্যগুলো বিক্রয়ের জন্য স্থানীয় ভ্যান অটোরিক্সা যোগে বাজারে নিতে হয়। সব ফসলের মধ্যে আলু ও ভূট্টার চাহিদা বেশি।

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন ব্যাংক এনজিও এবং বিভিন্ন সমিতি থেকে লোন নেওয়া হয়। ব্যাংক থেকে লোন পেতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। তবে এনজিওগুলোর সাথে লেনদেন সহজতর। এনজিওগুলো ১৪% সুদে ঋণ দেয়।

জনাব মোঃ মজিবর বলেন, বিএডিসি  কৃষি সংস্থা হতে ভাল সহায়তা পাওয়া যায় । অন্যান্য সব ফসল চাষাবাদ করে পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পর বিক্রয়ের আয় দিয়ে অন্যান্য ব্যয় মিটানো হয়। এতে খুব একটা সঞ্চয় হয় না কারণ চাষাবাদের ব্যয় অনেক বেশি। অনেকে প্রায় বাধ্য হয়ে কৃষি কাজ করেন। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল আলাদা ক্রেতা গোষ্ঠী বা অন্য কোন জেলায় বিক্রয়ের সুবিধা থাকলে ভালো হতো।

**৫.৪ ষ্টেকহোল্ডার-সাধারণ ভোক্তাঃ** ২১/০৫/২০১৬ ইং তারিখ সকাল ১২.৩০ টায় কানাইপারা, ঝলমলিয়া, পুঠিয়া, রাজশাহীতে সাধারণ ভোক্তাদের সাথে ৪র্থ ষ্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মুক্ত আলোচনায় যেসব বিষয় আলোচনা হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ছবি ১২ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-সাধারণ ভোক্তা, মুক্ত আলোচনা

ছবি ১৩ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-সাধারণ ভোক্তা, প্রশ্নোত্তর যাচাইকরণ পর্ব

জনাব মোঃ তারিক হোসেন বলেন, আমরা বেশিরভাগ স্থানীয় কৃষিপণ্য ব্যবহার করে থাকি। এগুলোর গুণগত মান ভাল এবং এখানে যেসব কৃষি পণ্য পাওয়া যায় সেগুলোর মান উন্নত। বাজার মূল্যে মধ্যম স্থানীয় পণ্যের মধ্যে যে সব পণ্য বেশি পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে আলু বেশি পাওয়া যায়। শাকসবজি ইত্যাদি যাপাওয়া যায়। স্থানীয় পণ্য বেশি ব্যবহার করা হয় কারণ এগুলোর মূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। বাইরের কৃষি পণ্য তেমন বেশি ব্যবহার করা হয় না। ভোক্তারা আবার বলেন এখানে লিচু ভিত্তিক ইন্ডাষ্ট্রি করা সম্ভব কারণ এখানে প্রচুর লিচু উৎপাদন হয়। তিনি বলেন যে, আমরা শুধু বৎসরে ১ বার লিচু পেয়ে থাকি। এই লিচু আমরা বছরের সবসময় যাতে পেতে পারি সেলক্ষ্যে ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা জরুরী। যেমন আলুর কোল্ড স্টোরেজ থাকার ফলে আমরা সারাবছর আলু পেয়ে থাকি। ঠিক তেমনিভাবে লিচু হিমায়িত করে রাখার ব্যবস্থা করলে আমরা লিচু সবসময় খেতে পারব এবং সেই ফল আমরা স্বল্প মূল্যে ক্রয় করে আর্থিক ভাবে উপকৃত হব। আবার অন্যদিকে টমেটো সহ অন্যান্য সব্জি জাতীয় কৃষিপণ্য গুলো উৎপাদন মৌসুমে কমদামে ক্রয় করে মৌসুম ছাড়া অন্য সময় বেশি দামে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হবো। সেক্ষেত্রে যদি একটা কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা যায় তাহলে সেটা আমাদের জন্য অনেক লাভজনক হবে।

জনাব মোঃ মাসেদুল ইসলাম বলেছেন যে আলুর কোল্ড স্টোরেজ হওয়ার কারণে আমরা সারাবছর আলু পেয়ে থাকি। আর অন্যান্য কৃষি পণ্যর কোল্ড স্টোরেজ না থাকার কারনে আমরা মৌসুমি সবজি ছাড়া আর অন্য সবজি পাই না। তাই মৌসুমি সবজি গুলোর দাম অনেক বেশি হয়। আমাদের এখানে কোন উদ্যোক্তা নেই। আমাদের এই এলাকায় ফল ও সবজি অর্থাৎ কৃষি পণ্য হিমজাত করণের ইন্ডাস্ট্রি হলে আমরা অনেক লাভবান হবো।

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সরকারের সুদৃষ্টি হলে আমাদের এখানে কৃষি ভিত্তিক ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু এখানে অনেক জনবল থাকা সত্ত্বেও তাদের কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

জনাব মোঃ আজাদ বলেন, আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা পানির। এই এলাকা উচু হওয়ার কারণে এই এলাকায় কৃষি কাজের জন্য পানি পর্যাপ্ত পাই না। এই এলাকায় আগে একটি নদি ছিল যা এখন নালায় পরিণত হয়েছে। তাই আমাদের কৃষিজাত পণ্যে উৎপাদনে পানি স্বল্পতা দেখা দিচ্ছে। আমাদের এই এলাকায় কৃষিজাত পণ্য বহনের জন্য সড়ক ও রেলপথই যথেষ্ট। পানি পথের প্রয়োজন হয় না। এটা আমাদের এলাকার জন্য একটি ভালো দিক। শিল্প গড়ে তোলার জন্য এখানে কোন মানুষের টাকা বা আগ্রহ নেই। তাই কোন শিল্প/ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে সরকারী ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

জনাব মোঃ জিয়া মুন্সি বলেন আমরা যে কৃষি পণ্যগুলো ব্যবহার করি সেগুলোতে সেচের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেচের কারনেই লাঞ্চিত আর এখানে সেচ ব্যবস্থা ভাল না। সেচ ব্যবস্থার দিকে যদি সরকার নজর দেয় তাহলে আমরা অনেক উপকৃত হবো।

**৫.৫ ষ্টেকহোল্ডার-পাইকারী বিক্রেতাঃ** ২১/০৫/২০১৬ ইং তারিখ সকাল ১২.৩০ টায় কানাইপারা, ঝলমলিয়া, পুঠিয়া, রাজশাহীতে পাইকারী বিক্রেতাদের সাথে ৫ম ষ্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মুক্ত আলোচনায় যেসব বিষয় আলোচনা হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

জনাব মোঃ সেলিম সরকার বলেন তিনি সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী। রাজশাহীতে সার কারখানা নেই। দেশের অন্য প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে গ্রাম্য খুরচা ব্যবসায়ী/কৃষকদের নিকট বিক্রয় করা হয়। এতে করে পরিবহন খরচ বেশি হয় এবং লাভ কম হয়। আর কীটনাশক অল্প পরিমাণে দেশি থাকলেও অধীকাংশই বিদেশি। এজন্য কৃষি কাজে কৃষকের খরচ বেশি। তাই সরকারের কাছে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি যে, রাজশাহীতে সরকার সার ও কীটনাশক কারখানা স্থাপন করেন। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে। তিনি আরও বলেন, রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গ যেহেতু কৃষি প্রধান এলাকা সেহেতু এ এলাকায় কৃষি চাষের উপাদানের সহজলভ্যতা পর্যাপ্ত করতে হবে। আর পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা অতি জরুরী। পেয়ারা চাষ ও ব্যবসা খুব লাভজনক। পেয়ারা যদি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা যায় তবে অনেক লাভ হবে। নিজেদের জমিতে উৎপাদিত পণ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারী সহায়তায় কৃষি খামার বা কৃষি শিল্প গড়ে উঠলে আমরা অর্থনৈতিকভাবে দৃঢ় হব ও কর্মসংস্থান ও ঘটবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

ছবি ১৪ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-পাইকারী বিক্রেতাঃ মুক্ত আলোচনা

ছবি ১৫ঃ ষ্টেকহোল্ডার সভা-পাইকারী বিক্রেতা, প্রশ্নোত্তর যাচাইকরণ পর্ব

জনাব মোঃ মিন্টু সরকার বলেন, তিনি একজন ফার্নিচার ব্যবসায়ী। তার নিজের ফার্নিচার কারখানা আছে। তিনি ফার্নিচার তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। আবার অনেক সময় পাশের বিভিন্ন জেলা শহরেও পাইকারী বিক্রি করেন। এ ব্যবসায়ে প্রধান সমস্যা পরিবহন-ট্রাক ও ভ্যান ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এগুলো প্রয়োজন মত পাওয়া যায় না এবং খরচ অনেক বেশী হয়।

জনাব মোঃ মাসুদ বলেন, এ অঞ্চলে ভূট্টা চাষ অধিক লাভজনক। কম বেশী সারা বছরই এর ব্যবসা চলে। তিনি স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে অন্য জেলার বড় বড় কারখানা মালিকদের কাছে বিক্রয় করেন। এটি চাষে কৃষক যেমন সন্তুষ্ট তেমন ব্যবসায়ীরা ও খুশি।

জনাব মোঃ সাখাওয়াতউল্লাহ বলেন, শীতকালে এ অঞ্চলে গুড় ব্যবসা খুবই জনপ্রিয়। স্থানীয় কৃষকরা এটি উৎপাদন করেন। ব্যবসায়ীরা কৃষকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করেন। তিনি বলেন, এ গুড় সংরক্ষণের জন্য কোন সংরক্ষনাগার স্থাপন করলে তঁরা অনেক উপকৃত হবেন।

জনাব মুন্সি মোঃ আসাদউল্লাহ্ বলেন, রাজশাহী হতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। নৌ পথের ব্যবস্থা একেবারেই নেই। মালবাহী কোন রেলওয়ে সার্ভিস নেই। বাস, ট্রাক ও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ডেইরি ফার্ম সহ অন্যান্য ফার্ম এবং সব ধরনের ব্যবসায়ের জন্য ট্রান্সপোর্ট সুবিধা বাড়াতে হবে।

জনাব মোঃ আঃ খালেক বলেন, স্থানীয় কৃষকের জন্য ভাল উৎপাদনের সব সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। অঞ্চলভেদে ব্যবসার আলাদা আলাদা নীতি থাকতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে। একজন কৃষক জমিতে সারা বছর সময় ও শ্রম দিয়ে যে পরিমাণ লাভ না করে একজন অসাধু ব্যবসায়ী অল্প সময়ের মধ্যে তার চেয়ে বেশী লাভ করে।

জনাব হারুন অর রশিদ বলেন এ অঞ্চলের পাইকারী বিক্রেতাদের জন্য ট্রান্সপোর্ট, ব্যাংকিং, কোল্ড স্টোরেজ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। আর এজন্য সরকারকে উদ্যোগী হয়ে সমস্যা সমাধান করতে হবে।

## অধ্যায় ৬ঃ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভার বিশ্লেষণ

গবেষণা কাজের তথ্য ভাণ্ডারকে যথাযথভাবে সমৃদ্ধ করতে মোট চার শ্রেণীর ফোকাসড গ্রুপ বাছাই করা হয়েছিল। প্রতিটি ফোকাসড গ্রুপে ২০ জন সদস্য অংশগ্রহন করেন। প্রতিটি ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভায় ২০ জন সদস্যকে নিয়ে ৪ টি গ্রুপে (প্রতি গ্রুপে ৫ জন) ভাগ হয়ে প্রতিটি গ্রুপ আলাদা আলাদা ভাবে কৃষি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। খসড়া আলোচনাগুলো রঙ্গিন কাগজে লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি গ্রুপের একজন প্রতিনিধি উহা উপস্থাপন করেন। অন্য সদস্যগণ উক্ত আলোচনায় সুপারিশমালা যোগ করেন। বিভিন্ন তারিখে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের সিনিয়র প্ল্যানারের কক্ষে মোট চারটি ভিন্ন ভিন্ন ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভায় সদস্যগন গ্রুপে ভাগ হয়ে ব্রেনষ্টর্মিং আলোচনার মাধ্যমে রাজশাহীতে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে মূল্যবান মতামত ও সুপারিশমালা গৃহীত হয়। নিম্নে বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভার মতামত ও সুপারিশমালা ছক আকারে আলোকপাত করা হলঃ

### ৬.১ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভাঃ এলিট সিভিল সোসাইটি

| রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠার কারণ | রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য করণীয় |
|---|---|
| ০১। শিল্প নগরীর প্লট গুলোর যথাযথ ব্যবহার না হওয়া<br>০২। শিল্পাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা<br>০৩। শিল্পাঞ্চলে পর্যাপ্ত গ্যাসের সংযোগ না থাকা<br>০৪। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব তথা রাজশাহীতে শিল্প উন্নয়নে বাড়তি সুবিধা না দেয়া<br>০৫। আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব<br>০৬। আধুনিক যন্ত্রপাতির ও দক্ষ জনবলের অভাব<br>০৭। শিল্পকারখানা স্থাপনে বড় শিল্প উদ্যোক্তার অভাব<br>০৮। সারা বছরব্যাপী শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব<br>০৯। উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সমস্যা তথা নির্দিষ্ট বাজারের অভাব<br>১০। ব্যবসায়িক স্থিতিশীল পরিবেশের অভাব<br>১১। আলু, খেজুর, পিয়াজ, রসুন, হলুদ,মরিচ প্রভৃতির কারখানা না থাকা<br>১২। ভুট্টা শুকানোর কারখানা ও সংরক্ষনাগার না থাকা<br>১৩। আমের হিমাগার ও জুস, জ্যাম, জেলি প্রভুতি তৈরির কারখানা না থাকা<br>১৪। গাজর, টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাধাকপি, মুলা প্রভৃতি সবজি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকা | ০১। শিল্প এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা মাফিক গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে<br>০২। শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে<br>০৩। উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে<br>০৪। রেশম শিল্পকে পুনরুজ্জিবীত করতে হবে<br>০৫। সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে<br>০৬। শিল্প কারখানায় সারা বছরব্যাপী পর্যাপ্ত কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে<br>০৭। মালিক ও শ্রমিক পর্যায়ে দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে<br>০৮। আলু ভিত্তিক কারখানা (চিপস, ডাস্ট, প্রভুতি) স্থাপন করতে হবে<br>০৯। ভুট্টা শুকানোর কারখানা স্থাপন করতে হবে এবং ভুট্টা ভিত্তিক কারখানা (হাঁস, মুরগি, মৎস্য ও পশু খাদ্য তৈরি) স্থাপন করতে হবে<br>১১। মশলা জাতীয় ফসল (পিয়াজ, রসুন, হলুদ,মরিচ ইত্যাদি) সংরক্ষণের জন্য কারখানা স্থাপন করতে হবে<br>১২। খেজুর রসের গুড় ও চিনি তৈরীর কারখানা স্থাপন করতে হবে এবং ঝোলা গুড় ও পাটালি গুড় সংরক্ষণের কারখানা স্থাপন করতে হবে<br>১৩। আম, লিচু সহ সকল কাঁচা সব্জি ও ফল-ফলাদি সংরক্ষণের জন্য হিমাগার স্থাপন করতে হবে |

ছবি ১৬ঃ এফজিডি সভা-এলিট সিভিল সোসাইটি, মুক্ত আলোচনা

ছবি ১৭ঃ এফজিডি সভা-এলিট সিভিল সোসাইটি, অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য

ছবি ১৮ঃ এফজিডি সভা-এলিট সিভিল সোসাইটি, ব্রেন ষ্টর্মিং সেশন

ছবি ১৯ঃ এফজিডি সভা-এলিট সিভিল সোসাইটি, অংশগ্রহণকারীর উপস্থাপনা

### ৬.২ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভাঃ সরকারী কর্মকর্তা

| রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠার কারণ | রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য করণীয় |
|---|---|
| ০১। দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তার অভাব। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তার অভাব<br>০২। উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভাব<br>০৩। আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব<br>০৪। শিল্পোন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব<br>০৫। শিল্প নগরীতে প্লটের স্বল্পতা ও প্লটগুলোর যথাযথ ব্যবহার না হওয়া<br>০৬। কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরন ও সংরক্ষণের আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব<br>০৭। ঋতু ভিত্তিক প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাপ্যতার সমস্যা | ০১। শিল্প উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞান প্রদান করতে হবে ।<br>প্রয়োজনে শিল্প বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষন/ভ্রমনের ব্যবস্থা করতে হবে<br>০২। স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি করা<br>০৩। সরকারী/বেসরকারী ভাবে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে<br>০৪। ব্যাংক ঋণ প্রদান সহজীকরণ করতে হবে। কৃষি ভিত্তিক শিল্পে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করতে হবে।<br>০৫। শিল্প নগরীতে প্লটের সংখ্যা বাড়াতে হবে |

| রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠার কারণ | রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য করণীয় |
|---|---|
| ০৮। প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজের দীর্ঘ সূত্রিতা<br>০৯। শিল্প মালিকদের পুজির অভাব এবং প্রতিকূল ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থাপনা। তাছাড়া রুগ্ন শিল্প উন্নয়নে ব্যাংক ঋণ এর অভাব<br>১০। শিল্প মালিকদের শিল্প উৎপাদন বহুমুখী করতে না পারা<br>১১। উৎপাদিত কৃষি পণ্যকে শিল্প পন্যে রূপান্তরিত করতে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব<br>১২। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকা এবং পর্যাপ্ত গ্যাস ও বিদ্যুৎ এর অভাব ।<br>১৩। উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান নিয়ন্ত্রনের অভাব<br>১৪। বাজারজাতকরনে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ব<br>১৫। সরকারী অসহযোগিতার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা | পরিকল্পিত ভাবে শিল্প স্থাপন করতে হবে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়তে হবে<br>০৬। শিল্প নগরীতে পর্যাপ্ত গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে<br>০৭। One stop Service চালু করতে হবে এবং ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে<br>০৮। ঋতু ভিত্তিক কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের আগ্রহী করে তুলতে হবে<br>০৯। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে মধ্য সত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে<br>১০। উৎপাদিত কৃষি পণ্য সরাসরি বিক্রয়ের পরিবর্তে প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে |

ছবি ২০ঃ এফজিডি সভা-সরকারী কর্মকর্তা, মুক্ত আলোচনা

ছবি ২১ঃ এফজিডি সভা-সরকারী কর্মকর্তা, অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য

ছবি ২২ঃ এফজিডি সভা-সরকারী কর্মকর্তা, ব্রেনষ্টর্মিং সেশন

ছবি ২৩ঃ এফজিডি সভা- সরকারী কর্মকর্তা, অংশগ্রহণকারীর উপস্থাপনা

**৬.৩ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভাঃ শিল্প মালিক**

| রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠার কারণ | রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য করণীয় |
|---|---|
| ০১। অবকাঠামোগত উপাদান সমুহের অভাব<br>০২। বিনিয়োগের অভাব<br>০৩। আধুনিকীকরণের অভাব<br>০৪। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারনে উন্নয়নের অভাব<br>০৫। নৈতিকতার অভাব<br>০৬। কৃষি ভিত্তিক শিল্প নির্মাণের উদ্যোক্তার অভাব<br>০৭। রাজশাহী অঞ্চলের জন্য শিল্প নীতির অসামঞ্জস্যতা<br>০৮। কৃষি পণ্য বাজারজাত করণে তদারকির অভাব<br>০৯। কৃষি শিল্পের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা<br>১০। কৃষি পণ্য উৎপাদনে কৃষকদের কৃষির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণের অভাব<br>১১। কৃষি নির্ভর শিল্প স্থাপনা তৈরিতে সরকারিভাবে উদ্যোগের অভাব<br>১২। মূলধন সমস্যা<br>১৩। আলু ছাড়া অন্যান্য কৃষি পণ্যের হিমাগারজাতকরণের অভাব<br>১৪। এক্সপোর্ট এর ক্ষেত্রে কর্গো ব্যবস্থার অভাব<br>১৫। দক্ষ শ্রমিকের অভাব<br>১৬। কৃষি বা অন্যান্য শিল্প গঠনের ক্ষেত্রে বিসিক এর সহযোগিতামূলক পদক্ষেপের অভাব ।<br>১৭। ট্রেড লাইসেন্স সহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি ও হয়রানি/জটিলতা<br>১৮। সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য উৎপাদনকারীকে/উদ্যোক্তাকে উৎসাহের অভাব, অথবা সহায়তা না করা<br>১৯। কাঁচা পণ্যের গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা নাই<br>২০। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস এর অভাব | ০১। রাজশাহী অঞ্চলের জন্য সুনির্দিষ্ট শিল্প নীতির প্রয়োজন<br>০২। দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে সরকারী সহযোগিতায় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা<br>০৩। সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা<br>০৪। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা<br>০৫। শিল্পের খাত অনুযায়ী ঋন সুবিধা প্রদান করা<br>০৬। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ভিত্তিক শিল্প নির্মাণের উদ্যোক্তা তৈরি করা<br>০৭। রাজশাহী অঞ্চলের জন্য আলাদা শিল্প নীতি প্রনয়ন করা<br>০৮। ন্যায্য মূল্য সহ কৃষি পণ্য বাজারজাত করণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করা<br>০৯। কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা<br>১০। কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য কৃষকদের কৃষির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা<br>১১। কৃষকদের কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য সরকারি ভাবে উৎসাহিত করা<br>১২। মূলধন সংকট দূর করার জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে<br>১৩। আলু ছাড়া অন্য যেসব কৃষিজাত পণ্য আছে সেগুলো হিমজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে<br>১৪। এক্সপোর্ট এর ক্ষেত্রে কার্গো ও অন্যান্য স্বল্প ভাড়ার যানবাহন চালু করতে হবে<br>১৫। দক্ষ শ্রমিক তৈরীতে প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে<br>১৬। কৃষি জাতীয় শিল্প গঠনের ক্ষেত্রে বিসিক এর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে<br>১৭। ট্রেড লাইসেন্স সহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি না করে বরং তা কমিয়ে আনতে হবে এবং ব্যবসায়ীগন যাতে হয়রানির স্বীকার না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখা<br>১৮। সরকারীভাবে উদ্যোক্তাদের সার্বিক সহযোগিতা করা<br>১৯। কাঁচা পণ্যের গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করা<br>২০। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস এর সরবরাহ নিশ্চিত করা |

ছবি ২৪ঃ এফজিডি সভা-শিল্প মালিক, মুক্ত আলোচনা

ছবি ২৫ঃ এফজিডি সভা-শিল্প মালিক, অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য

ছবি ২৬ঃ এফজিডি সভা-শিল্প মালিক, ব্রেনষ্টর্মিং সেশন

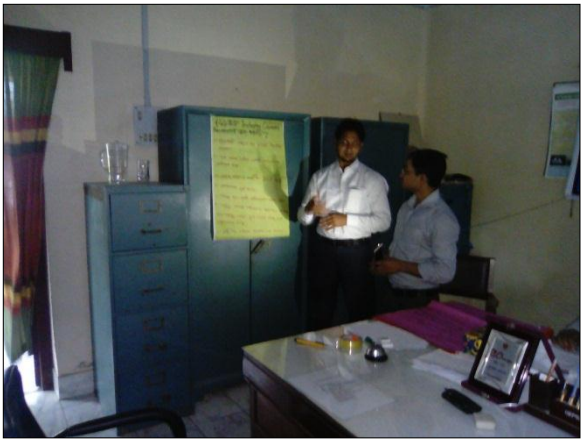

ছবি ২৭ঃ এফজিডি সভা-শিল্প মালিক, অংশগ্রহণকারীর উপস্থাপনা

**৬.৪ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন-স্থানীয় সাধারণ জনগনঃ**

| **রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠার কারণ** | **রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য করণীয়** |
|---|---|
| ০১। শিল্প সহায়ক অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা<br>০২। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব<br>০৩। পুঁজি সংগ্রহে ব্যাংক কর্মকর্তাদের অবহেলা<br>০৪। বিসিক কর্মকর্তাদের তদারকি না থাকা<br>০৫। প্রতিবেশী দেশের পণ্য আমদানি<br>০৬। উন্নত বীজ ও সার ও আধুনিক কৃষি উপকরণের অভাব<br>০৭। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার অভাব<br>০৮। শিল্পায়নের জন্য নির্দিষ্ট যায়গা না থাকা<br>০৯। কৃষি কাজে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অভাব<br>১০। কৃষি কাজে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অভাব<br>১১। কৃষি ভিত্তিক শিল্প তৈরিতে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের অভাব | ০১। শিল্প সহায়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার যেমন- রেলপথ ও জলপথ এর উন্নয়ন করতে হবে<br>০২। সরকারীভাবে রাজশাহীতে শিল্পউন্নয়নের জন্য বাড়তি সুবিধা দিতে হবে<br>০৩। বিসিক কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা সমূহ সঠিক তদারকির মাধ্যমে উদ্ভুত সমস্যা সমূহ দ্রুত সমাধান করা<br>০৪। সুদ মুক্ত ঋন প্রদান ও সরকারী পৃষ্ঠপোষপকতা বৃদ্ধিকরণ<br>০৫। দেশী পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিতকরা<br>০৬। সরকারী উদ্যোগে আধুনিক কৃষি উপকরণ, উন্নত বীজ ও সার স্বল্পমূল্যে কৃষকদের নিকট সরবরাহ করা<br>০৭। কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান<br>০৮। শিল্পায়নের জন্য নগরীর বাইরে নির্দিষ্ট জায়গা |

| রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠার কারণ | রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য করণীয় |
|---|---|
| ১২। রাজশাহী বিসিক অঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক শিল্প তৈরিতে উদ্যোক্তার অভাব<br>১৩। শিল্প তৈরিতে সরকারি দপ্তর হতে লাইসেন্স প্রাপ্তির জটিলতা<br>১৪। উৎপাদিত শিল্প পণ্য দেশ-বিদেশে বাজারজাত করনে আধুনিক প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যমের অভাব<br>১৫। শিল্প কাচামাল হিসাবে কৃষি পণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ ও সহযোগিতার অভাব<br>১৬। কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানার জন্য নিরবচ্ছিন্ন পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের অভাব<br>১৭। প্রশাসনিক অসহযোগিতা<br>১৮। কৃষি পণ্য শিল্প পণ্যে রুপান্তর | বরাদ্দকরণ<br>০৯। মাঠ পর্যায়ে পেপার পত্রিকা, টেলিভিশন, ভিডিও এর মাধ্যমে জানানো এবং কৃষক ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা<br>১০। কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা তৈরিতে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা<br>১১। সহজ শর্তে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কৃষি ভিত্তিক খাদ্য শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করা<br>১২।সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন যেন তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা শিল্প উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করেন তার ব্যবস্থা করা<br>১৩। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি পণ্যকে শিল্প পণ্যে রুপান্তরিত করার ব্যবস্থা করা |

ছবি ২৮ঃ এফজিডি সভা-সাধারণ জনগণ, মুক্ত আলোচনা

ছবি ২৯ঃ এফজিডি সভা- সাধারণ জনগণ, অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য

ছবি ৩০ঃ এফজিডি সভা- সাধারণ জনগণ, ব্রেনষ্টর্মিং সেশন

ছবি ৩১ঃ এফজিডি সভা- সাধারণ জনগণ, অংশগ্রহণকারীর উপস্থাপনা

## অধ্যায় ৭ঃ সুপারিশমালা

কৃষি প্রধান রাজশাহী অঞ্চলের আম, লিচু ও রেশমের খ্যাতি সারা দেশসহ বিদেশ ব্যাপী। এ অঞ্চলে প্রচুর কৃষি পণ্য (যেমনঃ ধান, ভুট্টা, আলু, টমেটো, পেঁপে ইত্যাদি) উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও এখানে কৃষি ভিত্তিক তেমন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান আজও পর্যন্ত গড়ে উঠেনি ।কিন্তু সব মিলিয়ে রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে প্রথমত রাজশাহী অঞ্চলের জন্য আলাদা শিল্প নীতি প্রনয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। রাজশাহীর যোগাযোগ ব্যবস্থা শিল্প সহায়ক নয়। তাই শিল্প সহায়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন রেলপথ ও জলপথ এর উন্নয়ন করতে হবে। এছাড়া এখানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই সরকারীভাবে রাজশাহীতে শিল্প উন্নয়নের জন্য বাড়তি সুবিধা দেয়া উচিত এবং এর সাথে সাথে কৃষকদের কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্যে সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা করা উচিত। এগুলো ছাড়াও রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য আরো যা যা করনীয় তা নিম্নে বর্নিত হলোঃ

- শিল্প উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞান প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে শিল্প বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষন/ভ্রমনের ব্যবস্থা করতে হবে
- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি করতে হবে
- ব্যাংক ঋণ প্রদান সহজীকরণ করতে হবে। কৃষি ভিত্তিক শিল্পে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া রুগ্ন শিল্প উন্নয়নে বিশেষ ব্যাংক ঋণ এর ব্যবস্থা করতে হবে
- শিল্প নগরীতে প্লটের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পরিকল্পিত ভাবে শিল্প স্থাপন করতে হবে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে
- রেশম শিল্পকে পুনজ্জীবিত করতে হবে
- শিল্প নগরীতে পর্যাপ্ত গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে
- ঋতু ভিত্তিক কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের আগ্রহী করে তুলতে হবে
- শিল্প মালিকদের শিল্প উৎপাদন বহুমুখী করতে হবে এবং উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান নিশ্চিত করতে হবে
- উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে মধ্য সত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
- উৎপাদিত কৃষি পণ্য সরাসরি বিক্রয়ের পরিবর্তে প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে
- আম-লিচু সহ সকল কাঁচা সব্জি ও ফল-ফলাদি সংরক্ষণের জন্য হিমাগার স্থাপন করতে হবে
- সরকারী/বেসরকারী ভাবে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে
- শিল্প কারখানায় সারা বছরব্যাপী পর্যাপ্ত কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে
- আলু ভিত্তিক কারখানা(চিপস, ডাস্ট, প্রভৃতি) স্থাপন করতে হবে
- ভুট্টা শুকানোর কারখানা স্থাপন করতে হবে এবং ভুট্টা ভিত্তিক কারখানা (হাঁস, মুরগি, মৎস্য ও পশু খাদ্য তৈরি) স্থাপন করতে হবে
- মশলা জাতীয় ফসল (পিয়াজ, রসুন, হলুদ,মরিচ ইত্যাদি) সংরক্ষণের জন্য কারখানা স্থাপন করতে হবে
- খেজুর রসের গুড় ও চিনি তৈরীর কারখানা স্থাপন করতে হবে এবং ঝোলা গুড় ও পাটালি গুড় সংরক্ষণের কারখানা স্থাপন করতে হবে
- সর্বোপরি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি পণ্যকে শিল্প পণ্যে রুপান্তরিত করার ব্যবস্থা করতে হবে

শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাবিত এলাকাঃ

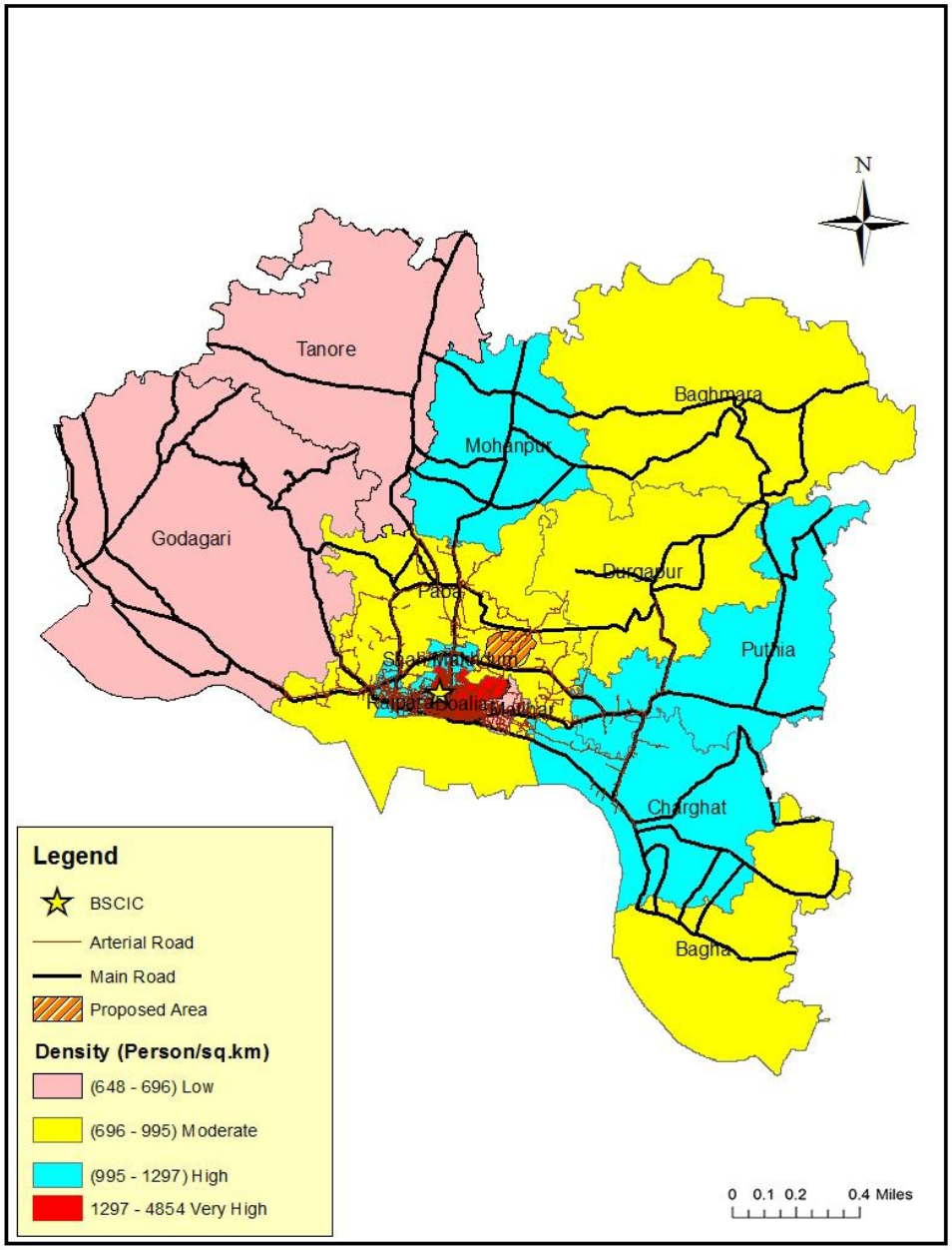


মানচিত্র ১২ঃ শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত এলাকা উৎসঃ জিআইএস ল্যাব, ইউডিডি

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জন তথা দারিদ্র বিমোচনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষি শিল্প সহ অন্যান্য শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজশাহী অঞ্চলে শিল্প কারখানা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে সরকার বিসিক শিল্পনগরী বৃদ্ধি তথা শিল্পাঞ্চল বৃদ্ধির প্রকল্প গ্রহন করেছে। বর্তমানে সপুরা রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর ৩২৫টি প্লটের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সচল রয়েছে ১৮৭টি কারখানা আর বন্ধ রয়েছে ১৩টি। বাকি ১২৫টি প্লটে গোডাউন নির্মাণ, মালিকানা হস্তান্তরসহ নানা জটিলতা রয়েছে। এই পেক্ষিতে রাজশাহী অঞ্চলে শিল্প কারখানার জন্য উপযোগী অঞ্চল নির্ধারণ করা দরকার। যেখানে উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম, কাঁচামালের সুবিধা, শ্রমিক সুবিধা, গ্যাস ও বিদ্যুতের সুবিধা রয়েছে। এই সকল সুবিধার কথা বিবেচনা করে বলা যায়যে, **রাজশাহীর পবা উপজেলা শিল্প স্থাপনের জন্য অধিকতর শ্রেয়**।

## অধ্যায় ৮ঃ উপসংহার

কৃষি একটি রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন খাত। ইহা জিডিপিতে প্রায় ১৯ ভাগ অবদান রাখছে এবং মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৬০ ভাগ কর্মসংস্থান করছে। এক সময় কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি ৬৫.৬৫ ভাগ ছিল যা বর্তমানে ২.৫৩ ভাগ মাত্র। কৃষির এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে শিল্প উন্নয়ন সম্ভব। বিশ্বে স্নায়ু যুদ্ধের অবসান ঘটেছে অনেক আগেই। আর এখন চলছে বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক যুদ্ধ। একবিংশ শতাব্দির শুরুতে অর্থনীতির এ যুদ্ধ মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশকেও এ যুদ্ধে বাধ্য হয়ে অংশ নিতে হচ্ছে। নতুন সহস্রাব্দে দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ও বানিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের সুযোগ নিয়ে জাতি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো।

কোন প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য দরকার দক্ষ পেশাদারী ব্যবস্থাপনা। উদ্যোক্তাগণের প্রয়োজন সহনশীলতার সাথে দক্ষ ব্যবস্থাপনা টিম সৃষ্টি করা। তাদের সামনে প্রতিষ্ঠানের এবং উদ্যোক্তাগণের ভিশন, মিশন, সময় প্রেক্ষিত এবং লক্ষ্য নির্ধারন করে দেওয়া। লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপকীয় কর্তৃপক্ষের কৌশল নির্ধারনের স্বাধীনতা দেওয়া। তাদেরকে বিধিবদ্ধ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি সৃষ্টি করা। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও জ্ঞানসম্পন্ন মেধাবী পেশাদারী লোকের সমন্বয়ে আধুনিক ও মান সম্পূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব।

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে যে সকল সুপারিশ করা হল তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হলে, রাজশাহী অঞ্চলের আপামর জনতার উপকার সাধন হবে। সেই সাথে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের। রাজশাহী একটি পুরাতন শহর এই শহরের শিল্প বিকাশে অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেই সাথে উৎপাদিত কাঁচামালের সফল ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষে পৌঁছানো সম্ভব।

তথ্যসূত্রঃ


১। রহমান, এম, ও হোসেন, এম (২০১৩), ' কৃষিভিত্তিক শিল্প ঋণ অপারেশন এবং বাংলাদেশের জিডিপিতে অবদানঃ একটি কেস স্টাডি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) "অর্থনীতি ও অর্থ IOSR জার্নাল( IOSR-JEF) ভলিউম ১, ইস্যু ৪, পিপি (৪৩-৪৪ )

২। দৈনিক মানবকণ্ঠ, '*৫৩ বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি রাজশাহী বিসিকে*, ৪ এপ্রিল, ২০১৫

৩। দৈনিক আমাদের সময়, *রাজশাহীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬

৪। দৈনিক আমার দেশ, "*গ্যাস সংযোগের অভাবে নুইয়ে পড়েছে রাজশাহীর শিল্পখাত*" , ১৩ জানুয়ারী ২০১৬

৫। দি পূর্বকোণ, *"বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান", মার্চ ১৭, ২০১৫*

৬। দৈনিক সমকাল, '*রাজশাহীর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি*, ১১ জুন, ২০১২

৭। http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA

৮। ডেইলি সান, রাজশাহীতে শিল্প উন্নয়ন, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

৯। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), (২০১১), কমিউনিটি সিরিজ ২০১১ঃ রাজশাহী

**নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর**
**রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস**
সপুরা, রাজশাহী
" Problems and Potentialities of Industrialization at Rajshahi : A Case Study of BSCIC Industrial Area"
**শীর্ষক গবেষণা প্রস্তাবনার অর্থ-সামাজিক জরিপ-২০১৬**
**(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে)**

কৃষি/শিল্প পন্য উৎপাদন কারীর তথ্যাবলী

ক - ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

১. উত্তর দাতার নামঃ তারিখঃ
২. ঠিকানাঃ . . . . . .. . . .. . .
বাড়ীঃ
গ্রামঃ থানাঃ
৩. লিঙ্গঃ ☐ পুরুষ ☐ মহিলা
৪. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ☐ প্রার্থমিক ☐ মাধ্যমিক ☐ উচ্চ মাধ্যমিব☐ স্নাতক বা তদুর্ধ
৫. বয়সঃ . . . . . ৬. পেশাঃ. . . . . .. . . ..
৭. মোবাইল/ফোন নং ---------- (যদি থাকে)

খ - বিশেষ তথ্যাবলি

৮। আপনার কৃষি জমির পরিমান কত?
☐১ বিঘা ☐ ২ – ৪ বিঘা ☐ ৫ – ৬ বিঘা ☐ ৬ বা তার অধিক

৯। কৃষি জমির মালিক কে?
☐ আপনি নিজে ☐ সরকার ☐ অন্য ব্যক্তি

১০। কৃষি জমির ধরন?
ক) এক ফসলী জমি.....বিঘা খ) দুই ফসলী জমি.....বিঘা গ) তিন ফসলী জমি .....বিঘা

১১। উৎপাদিত ফসলের ধরনঃ . . . . .. . . . . . ..
☐ খাদ্য শস্য। পরিমাণঃ ..... মণ
অর্থকরী ফসল । পরিমাণঃ ..... মণ
☐ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নামঃ ..... পরিমাণঃ ..... মণ

১২। উৎপাদিত ফসলের চাষ পদ্ধতি?
☐একক চাষ পদ্ধতি ☐ মিশ্র চাষ পদ্ধতি

১৩। কোন ফসলে লাভ বেশী হয়?
☐ আম ☐ লিচু ☐ মসুর ☐ ভুট্টা ☐ আঁখ ☐আলু ☐ গম ☐কলা ☐স্ট্রবেরী
☐ পেয়ারা☐বরই ☐ টমেটো ☐কালাই ডাল ☐পান ☐লেবু ☐পেঁপে ☐মাছ চাষ

১৪। উৎপাদিত ফসল কোথায় বিক্রি করেন?
☐ স্থানীয় বাজারে ☐ গ্রোথ সেন্টারে ☐ শহরে ☐ অন্যান্য

১৫। উৎপাদিত ফসল কোন পরিবহনের মাধ্যমে বাজারজাত করেন?
☐ভ্যান ☐রিক্সা ☐অটো ☐ট্রাক ☐ মিনি ট্রাক ☐ অন্যান্য

১৬। বাজারে উ□পাদিত ফসলের চাহিদা কেমন?
☐ খুবই খারাপ ☐ মোটামুটি খারাপ ☐ খারাপ ☐ ভালো ☐ মোটামুটি ভালো ☐ খুবই ভালো

১৭। বাজারে কোন ফসলের চাহিদা সবচেয়ে বেশী?
☐ আম ☐ লিচু ☐ মসুর ☐ ভুট্টা ☐ আঁখ ☐আলু ☐ গম ☐কলা ☐স্ট্রবেরী
☐ পেয়ারা☐বরই ☐ টমেটো ☐কালাই ডাল ☐পান ☐লেবু ☐পেঁপে ☐মাছ চাষ

১৮। ব্যাংক থেকে কোনো ঋণ সুবিধা পান কি না?
☐ হ্যাঁ ☐ না

১৯। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার অথবা মাঠ কর্মীর কোনো পরামর্শ পান কি না?
☐ হ্যাঁ ☐ না

২০। বাজারে সার এবং বীজ অপ্রতুল কি না?

☐ হ্যাঁ ☐ না

২১। ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যঃ

☐ পারিবারিক চাহিদা মেটানো পরিমান ..... মণ

☐ বাণিজ্যিক

বাণিজ্যিক হলে, ক্রেতার ধরন

১. খুচরা বিক্রেতা

২. পাইকারী বিক্রেতা

৩. শিল্প কারখানা

৪. হিমাগার/ গুদাম

২২। উৎপাদিত ফসলের উৎপাদন খরচের তুলনায় বাজার মূল্য কেমন?

☐ খুবই কম ☐ মোটামুটি কম ☐ কম ☐ মোটামুটি বেশী ☐ বেশী ☐ খুবই বেশী

২৩। যদি উৎপাদিত ফসলের উৎপাদন খরচের তুলনায় বাজার মূল্য কম হয়, তবে তার পেছনে কারন কি বলে মনে করেন ?

☐ সঠিকভাবে বিক্রয় করতে না পারা ☐ ক্রয় করতে অনিচ্ছুক ☐ চাহিদা কম

☐ পুষ্টি মানের অনিশ্চয়তা ☐ অন্যান্য

২৪। বিঘা প্রতি উৎপাদন খরচঃ

সার/ বীজ / কীটনাশক / শ্রমিকসহ .....টাকা

২৫। কৃষি পণ্য হতে বিঘা প্রতি আয় ..... টাকা

২৬। বার্ষিক আয় এর পরিমান ..... টাকা

২৭। কৃষি পণ্য উৎপাদন শেষে বিক্রয় করে আপনার কোনো সঞ্চয় থাকে কি না?

☐ হ্যাঁ ☐ না

২৮। কৃষি কাজে আপনি সন্তুষ্ট কিনা ?

☐ হ্যাঁ ☐ না

২৯(ক)। উত্তর হ্যাঁ হলে কারন উল্লেখ করুন

১. উৎপাদন পণ্যের বাজার মূল্য কম

২. উৎপাদন খরচ বেশী ।

৩. চাহিদা কম

৪. জমির উৎপাদন শীলতা কম

৫. প্রাকৃতিক দূর্যোগ

**২৯(খ) না হলে, কারণগুলি উল্লেখ করুন**

---

---

৩০। **কৃষি পণ্য** উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাত করণে কি করনীয় বলে মনে করেন ?

---

---

**নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর**
**রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস**
সপুরা, রাজশাহী
" Problems and Potentialities of Industrialization at Rajshahi : A Case Study of BSCIC Industrial Area"
**শীর্ষক গবেষণা প্রস্তাবনার অর্থ-সামাজিক জরিপ-২০১৬**
**(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে)**

সাধারণ ভোক্তা বিষয়ক

ক - ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

১. উত্তর দাতার নামঃ তারিখঃ
২. ঠিকানাঃ . . . . . .. . . . .. . .
বাড়ীঃ
গ্রামঃ থানাঃ
৩. লিঙ্গঃ ☐ পুরুষ ☐ মহিলা
৪. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ☐ প্রার্থমিক ☐ মাধ্যমিক ☐ উচ্চ মাধ্যমিব☐ স্নাতক বা তদুর্ধ
৫. বয়সঃ . . . . . ৬. পেশাঃ. . . . . .. . . ..
৭. মোবাইল/ফোন নং ---------- (যদি থাকে)

খ - বিশেষ তথ্যাবলি

৮। আপনি কি রাজশাহীর স্থানীয় বাসিন্দা হাঁ না

৯। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে কতভাগ কৃষি পণ্য _____

১০। আপনি কোথায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য ব্যবহার করেন ? ☐ স্থানীয় ☐ দেশীয় ☐ বৈদেশিক
১১।আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিত পণ্যের গুনগত মান কেমন ? ☐ ভাল ☐ বেশি ভাল ☐ নিম্ন মানের
১২। ব্যবহারিত পণ্যের দাম কেমন ? ☐ কম ☐ বেশি ☐ স্বাভাবিক

১৩। স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে কোন গুলোর যোগান বেশি ?

☐ আম ☐ লিচু ☐ মসুর ☐ ভুট্টা ☐ আঁখ ☐ আলু ☐ গম ☐ কলা ☐ স্ট্রবেরী
☐ পেয়ারা ☐ বরই ☐ টমেটো ☐ কালাই ডাল ☐ পান ☐ লেবু ☐ পেঁপে ☐ মাছ চাষ

১৪। স্থানীয় ভাবে উ□পাদিত পণ্যের মধ্যে কোন গুলোর চাহিদা বেশি ?

☐ আম ☐ লিচু ☐ মসুর ☐ ভুট্টা ☐ আঁখ ☐ আলু ☐ গম ☐ কলা ☐ স্ট্রবেরী
☐ পেয়ারা ☐ বরই ☐ টমেটো ☐ কালাই ডাল ☐ পান ☐ লেবু ☐ পেঁপে ☐ মাছ চাষ

১৫। স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান কেমন মনে হয় ? ☐ ভাল ☐ বেশি ভাল ☐ নিম্ন মানের
১৬। স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত পণ্যের দাম কেমন মনে হয় ? ☐ কম ☐ বেশি ☐ স্বাভাবিক
১৭। স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত আপনার ব্যবহারিত কৃষি/শিল্প পণ্যের স্থানীয় বাজারে সহজলভ্যতা আছে কি ?
আছে নাই
১৮। আপনি কি স্থানীয় ভাবে উ□পাদিত কৃষি পণ্য বেশি ব্যবহার করেন? হ্যাঁ ☐ না ☐
১৯। হ্যাঁ হলে কারন গুলো কি ?
..... .....
.....
২০। না হলে কারন গুলো কী ?
..... .....
.....

২১। রাজশাহীতে কি ধরনের কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে তোলা যায় বলে আপনি মনে করেন ?

.....

.....

**নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর**
**রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস**
সপুরা, রাজশাহী
" Problems and Potentialities of Industrialization at Rajshahi : A Case Study of BSCIC Industrial Area"
**শীর্ষক গবেষণা প্রস্তাবনার অর্থ-সামাজিক জরিপ-২০১৬**
**(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে)**

পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা বিষয়ক

ক - ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

১. উত্তর দাতার নামঃ তারিখঃ
২. ঠিকানাঃ . . . . . .. . . . .. . .
বাড়ীঃ
গ্রামঃ থানাঃ
৩. লিঙ্গঃ ☐ পুরুষ ☐ মহিলা
৪. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ☐ প্রার্থমিক ☐ মাধ্যমিক ☐ উচ্চ মাধ্যমিক ☐ স্নাতক বা তদুর্ধ
৫. বয়সঃ . . . . . ৬. পেশাঃ. . . . . .. . . ..
৭. মোবাইল/ফোন নং ---------- (যদি থাকে)

খ - বিশেষ তথ্যাবলি

৮। শিল্প প্রতিষ্ঠান / কারখানার নাম _____
৯। অবস্থান ☐ সপুরা শিল্প এলাকা ☐ অন্যত্র
**১০। আপনি কত বছর ব্যবসা করেন?**
☐ ৫ বছর ☐ ১০ বছর ☐ ১৫ বছর ☐ ২০ বছর

**১১। ব্যবসার ধরন?** ☐ মৌসুমী ☐ বছরব্যপী
**১২। কি ধরনের দ্রব/পণ্য?** ☐ খাদ্যশস্য ☐ শিল্পের কাঁচামাল

**১৩।কি কি দ্রবসমূহ ক্রয় করেন?**
☐ আম ☐ লিচু ☐ মসুর ☐ ভুট্টা ☐ আঁখ ☐ আলু ☐ গম ☐ কলা ☐ স্ট্রবেরী
☐ পেয়ারা ☐ বরই ☐ টমেটো ☐ কালাই ডাল ☐ পান ☐ লেবু ☐ পেঁপে ☐ মাছ চাষ

১৪। বাৎসরিক পণ্য ক্রয়ের পরিমান ?
খাদ্যশষ্য ☐ মন শিল্পের কাচামাল ☐ মন

১৫। মুনাফার পরিমান . . . . . টাকা/বৎসর

১৬। স্থানীয় শিল্পে বাজার পণ্যের চাহিদার ধরন ?
☐ স্বল্প ☐ মধ্যম ☐ বেশি
**১৭। কোথা থেকে ক্রয় করেন?** ☐ সরাসরি কৃষক ☐ বাইরের বাজার

**১৮। যদি বাইরের বাজার বা অন্যত্র হতে, রাজশাহী শহরে আনতে কোন প্রকার পরিবহন অসুবিধা হয় কি না?**
☐ হ্যাঁ ☐ না

**১৯। যদি হ্যা,কি সমস্যা?** ☐ কাঁচামাল পচে যায় ☐ পরিবহন খরচ বেশী

**২০। আপনি দ্রব্যসমূহ কোথায় বিক্রয় করেন?**
☐ স্থানীয় বাজার ☐ রাজশাহী শহর ☐ শিল্প কারখানা

২১। বর্তমান পেশাতে আপনি সন্তুষ্ট কিনা ?
☐ হ্যাঁ ☐ না

২২। না হলে কারণঃ

১. সঠিক মূল্য না পাওয়া
২. পরিবহন খরচ বেশী
৩. সংরক্ষনা গারের অভাব
৪. অন্যান্য

২৩। যদি রাজশাহী কোন শিল্প করা হয় আপনি কি অবদান রাখবেন?

২৪। মতামতঃ

**নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর**
**রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস**
সপুরা, রাজশাহী
" Problems and Potentialities of Industrialization at Rajshahi : A Case Study of BSCIC Industrial Area"
**শীর্ষক গবেষণা প্রস্তাবনার অর্থ-সামাজিক জরিপ-২০১৬**
**(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে)**

শিল্প মালিক

ক - ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

১. উত্তর দাতার নামঃ তারিখঃ
২. ঠিকানাঃ . . . . . .. . . . .. . . .
বাড়ীঃ
গ্রামঃ থানাঃ
৩. লিঙ্গঃ ☐ পুরুষ ☐ মহিলা
৪. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ☐ প্রার্থমিক ☐ মাধ্যমিক ☐ উচ্চ মাধ্যমিব☐ স্নাতক বা তদুর্ধ
৫. বয়সঃ . . . . . ৬. পেশাঃ. . . . . .. . . ..
৭. মোবাইল/ফোন নং ---------- (যদি থাকে)

খ - বিশেষ তথ্যাবলি

৮। আপনি কত দিন যাবত এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ?
☐১০ বছরের কম ☐১০-২০ বছর ☐২০ বছরের উপর
৯। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন / পুঁজি কেমন প্রয়োজন হয় ?
.....
১০। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল কোথায় থেকে আনা হয় ?
☐ রাজশাহীর বাইরে ☐ এই অঞ্চলে ☐ অন্যান্য
১১। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামালের খরচ কেমন ?
☐ অনেক বেশি ☐ অনেক কম ☐ কম ☐ বেশি
১২। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী খরচ কেমন হয় ?
☐ অনেক বেশি ☐ অনেক কম ☐ কম ☐ বেশি
১৩। শ্রমিকরা কি এই এলাকায় বসবাস করে ?
☐ হ্যাঁ ☐ না
১৪। শ্রমিকদের কি বসবাসের জন্য কোন সুবিধাদি দেওয়া হয়ে থাকে ?
☐ হ্যাঁ ☐ না
১৫। আপনি প্রতিষ্ঠানের জন্য কি সরকার কর্তৃক কোন ঋণ পেয়ে থাকেন কি না ?
☐ হ্যাঁ ☐ না
১৬। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্য সরবরাহের জন্য আপনাদের যাতায়াত খরচ কেমন হয় ?
☐ বেশি ☐ কম ☐ খুব বেশি ☐ খুব কম
১৭। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানের ফলে কি এলাকার বেকারত্ব দূর হচ্ছে কী ?
☐ হ্যাঁ ☐ না
১৮। সব কিছুর খরচ বাদ দিয়ে আপনার লভ্যাংশ কি পর্যাপ্ত ?
☐ হ্যাঁ ☐ না
১৯। আপনি কি সন্তুষ্ট আপনার এই প্রতিষ্ঠান থেকে ?
☐ হ্যাঁ ☐ না
২০। যদি না হয়, তবে আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানের কি কি সমস্যা আছে বলে মনে করেন ?
.....
.....
.....

২১। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম পুঁজি দিয়ে কোন কৃষিজাত শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে চান ?

☐ হ্যাঁ ☐ না

২২। আপনি কৃষি ভিত্তিক শিল্পে আগ্রহী কি ন☐ হ্যাঁ☐ না

ক) যদি হ্যাঁ হয় তবে কারণগুলি কি কি ?

.....

.....

খ) যদি না হয় তবে কারণগুলি কি কি ?

.....

.....

২৩। আপনি কি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে চান ?

☐ আলু চিপস শিল্প ☐ আম জুস শিল্প ☐ পাট মিল

☐ ডাল মিল ☐ রাইস মিল ☐ গম মিল

☐ আঁখের জুস শিল্প ☐ কলা চিপস শিল্প

২৪। রাজশাহীর শিল্প বিকাশে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

.....

.....

**নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর**
**রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস**
সপুরা, রাজশাহী
" Problems and Potentialities of Industrialization at Rajshahi : A Case Study of BSCIC Industrial Area"
**শীর্ষক গবেষণা প্রস্তাবনার অর্থ-সামাজিক জরিপ-২০১৬**
**(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে)**

শিল্প শ্রমিক তথ্যাবলী

ক - ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

১. উত্তর দাতার নামঃ তারিখঃ
২. ঠিকানাঃ . . . . . .. . . . .. . . .
বাড়ীঃ
গ্রামঃ থানাঃ
৩. লিঙ্গঃ ☐ পুরুষ ☐ মহিলা
৪. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ☐ প্রার্থমিক ☐ মাধ্যমিক ☐ উচ্চ মাধ্যমিক ☐ স্নাতক বা তদুর্ধ
৫. বয়সঃ . . . . . ৬. পেশাঃ. . . . . .. . . ..
৭. মোবাইল/ফোন নং ---------- (যদি থাকে)

খ - বিশেষ তথ্যাবলি

৮। আপনার কর্মরত শিল্প প্রতিষ্ঠান / কারখানার নাম _____

৯। শিল্প প্রতিষ্ঠান / কারখানাটি কোথায় অবস্থিত?
☐ সপুরা শিল্প এলাকা ☐ অন্যত্র

১০। কোন ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয় এখানে
☐ খাদ্য জাত ☐ পশু খাদ্য ☐ পোশাক জাত ☐ যন্ত্রাংশ ☐ অন্যান্য

১১। কতদিন যাবৎ এখানে কাজ করছেন?
☐ ১- ৫ বছর ☐ ১- ১০ বছর ☐ ১১- ১৫ বছর ☐ ১৫- ২০ বছর ☐ ২০ বছর তদুর্ধ

১২। দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ করেন?
☐ ৬ ঘণ্টা ☐ ৮ ঘণ্টা ☐ ১২ ঘণ্টা

১৩ । মাসিক আয় এর পরিমান .. . . .. . .....টাকা

১৪। বর্তমান আয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৫। শিল্প প্রতিষ্ঠান এ কাজের সুযোগ ☐ মৌসুমি ☐ বছর ব্যাপী

১৬। মৌসুমি হলে কত মাস থাকে
☐ ২মাস ☐ ৩মাস ☐ ৪মাস ☐ ৬মাস ☐ ৯ মাস

১৭। মৌসুমি হলে বছরের বাকি সময় আপনি কি করেন? .....

১৮। রাজশাহিতে কৃষি-নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠান হলে আপনি কি সেখানে কাজ করতে ইচ্ছুক? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৯। মাসিক আয়ের পরিমান কেমন হলে আপনি সেখানে কাজ করবেন _____

২০। আপনার বাসা বাড়ি থেকে কর্মস্থলের দূরত্ব কত?
☐ ১-২কিমি ☐ ৩-৪ কিমি ☐ ৫-৬ কিমি ☐ ৭-৮ কিমি

২১। আপনি বাসা থেকে কর্মস্থলে কোন পরিবহণ আসেন? ☐ পায়ে হেঁটে ☐ অটো-রিক্সা ☐ বাসে

২২। এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রাজশাহির বাইরে থেকে আগত শ্রমিকদের জন্যে কি থাকার কোনো ব্যবস্থা আছে? ☐ আছে ☐ নাই

২৩। কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধাঃ

১) স্বাস্থ্য সুরক্ষার পরিবেশঃ ☐ আছে ☐ নাই

২) অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রের বাবস্থা? ☐ আছে ☐ নাই

৩) শিল্প প্রতিষ্ঠান এ মেডিক্যাল সুবিধা ☐ আছে ☐ নাই

৪) মেডিকেল সুবিধা থাকলে, কি ধরনের

☐ বিনামূল্যে

☐ অর্থের বিনিময়য়ে